ধর্ম্মতত্ত্বদীপিকা।

প্রথম ভাগ।

ধর্ম্মতত্ত্ববিবেক।

শ্রীরাজনারায়ণ বসু কর্ত্তৃক

প্রণীত।

দ্বিতীয় সংস্করণ।

কলিকাতা ১৭নং রঘুনাথ চাটুর্য্যের ষ্ট্রীট ব্রাহ্মমিসন্ যন্ত্রে
শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দত্ত দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ব্রাহ্মাব্দ ৫৭।

পুস্তকোৎসর্গ।

পরম স্নেহাস্পদ শ্রীমান্ কৃষ্ণধন ঘোষ

নিরাপদেষু।

প্রাণাধিক !

তোমাকে আমার জ্যেষ্ঠা কন্যা সম্প্রদান করিয়াছি, আমার মানস-কন্যা দীপিকাও তোমায় উৎসর্গ করিতেছি। কোন ধর্ম্মে এ প্রকার দুই বিবাহের নিষেধ নাই, অতএব এ কন্যাটীকেও গ্রহণ করিতে সঙ্কুচিত হইবে না।

প্রচলিত রীত্যনুসারে লোকে কনিষ্ঠ ভ্রাতা বা পুত্র বা জামাতাকে প্রাণাধিক বলিয়া সম্বোধন করে। আমি কেবল সেই প্রচলিত রীতির পরতন্ত্র হইয়া যে তোমাকে প্রাণাধিক বলিয়া উপরে সম্বোধন করিয়াছি এমত নহে, তাহাতে আমার মনের আন্তরিক ভাবই ব্যক্ত করিয়াছি। সেই স্নেহের নিদর্শন স্বরূপ এই পুস্তকখানি তোমায় উৎসর্গ করিলাম।

আমি জানি তুমি যেমন তোমার অবলম্বিত ব্যবসায়ানুসারে লোকের শারীরিক পীড়ার উপশম করিয়া থাক তেমনি তাহাদের আধ্যাত্মিক পীড়ার প্রতীকার জন্যও কায়মনোবাক্যে যত্ন কর; শেষোক্ত মহৎ কার্য্যে আমার গ্রন্থখানি যদি তোমার কোন উপকারে আইসে, আমি তাহা শ্লাঘার বিষয় জ্ঞান করিব।

পরমেশ্বর তোমাকে দীর্ঘায়ুঃ করুন ও সকল কুশল প্রদান করুন !

একান্ত স্নেহশৃঙ্খলে বদ্ধ

শ্রীরাজনারায়ণ বসু।

বিজ্ঞাপন।

অনেক দিবস হইল আমি এই ধর্ম্মতত্ত্ব-দীপিকা রচনাতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। এক্ষণে ঈশ্বরপ্রসাদাৎ তাহা সমাপ্ত হইয়া প্রচারিত হইল।

ব্রাহ্মধর্ম্ম পরম সত্যধর্ম্ম ইহা দেখান ও তাহার তত্ত্ব সকল ব্যাখ্যা করা এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য! ইহার প্রথম ভাগে যে সকল তত্ত্ব প্রমাণীকৃত হইয়াছে, তাহাই দ্বিতীয় ভাগে ব্যাখ্যাত হইয়াছে! ব্রাহ্ম পাঠকবর্গ এই গ্রন্থের প্রথম ভাগে দার্শনিক বিচার পাইবেন, দ্বিতীয় ভাগে তাহা পাইবেন না। প্রথম ভাগে যে দার্শনিক বিচার আছে তাহার কঠোরতার হ্রাস করিতে ত্রুটি করি নাই। আমাদিগের ধর্ম্মের মূলের বিষয় বলিতে গেলেই দার্শনিক বিচার আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহা কোন মতে নিবারণ করা যাইতে পারে না। কিন্তু যদি কেহ মনে করেন যে দর্শনজ্ঞান সর্ব্বাপেক্ষা গরীয়ান্ তাহা হইলে তাঁহার আর ভ্রমের সীমা থাকে না। ঈশ্বরের অনেক অকিঞ্চন অনুচর আছেন যাঁহাদিগের দর্শনক্ষেত্রে দর্শন তাহার নীরস কঠোর মূর্ত্তি কখন প্রদর্শন করে নাই। কিন্তু অনেক দর্শন-শাস্ত্র-বিশারদ বিদ্বান্ অপেক্ষা তাঁহারা শ্রেষ্ঠ। দার্শনিক তর্কদ্বারা যে পর্য্যন্ত না ধর্ম্মতত্ত্ব সকল প্রমাণীকৃত হয়, তাহাতে বিশ্বাস করা উচিত নহে, এরূপ যাঁহারা মনে করেন তাঁহাদিগেরও ভ্রমের সীমা নাই। যেমন কোন অবোধ ব্যক্তি নদীর প্রস্রবণ না আবিষ্কৃত হইলে তাহার সুশীতল সুনির্ম্মল জল পান করিব না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করে তাঁহারাও সেইরূপ নির্ব্বোধের কার্য্য করেন।

কেহ কেহ এইরূপ বলিতে পারেন যে যে সকল বিষয় এই গ্রন্থে লেখা হইয়াছে তাহা অতি সংক্ষেপরূপে লিখা হইয়াছে। কিন্তু

তাঁহারা যদি এই গ্রন্থ প্রণয়নের অভিপ্রায় বিবেচনা করেন তাহা হইলে তাঁহারা উহা দোষ বলিয়া গণ্য করিবেন না। এই গ্রন্থ প্রণয়নে আমার অভিপ্রায় এই যে পাঠকবর্গ এই গ্রন্থদ্বারা ব্রাহ্মধর্ম্ম সম্বন্ধীয় বিষয় সকল স্থূলরূপে অবগত হইবেন; তাহা হইলে ইহার প্রত্যেক বিষয় সম্বন্ধীয় বিশেষ গ্রন্থ পাঠ করিয়া সেই বিষয়টি বিশেষ রূপে অবগত হইবার পক্ষে ইহা উপকারী হইবে। এই গ্রন্থকে ব্রাহ্মধর্ম্মের পুরদ্বার স্বরূপ করিতে চেষ্টা করিয়াছি; কত দূর আমার চেষ্টা সুসিদ্ধ হইয়াছে তাহা বলিতে পারি না।

পৃথিবীতে কিছুই সম্পূর্ণরূপে নূতন নাই। এই গ্রন্থের অনেক ভাব অন্যান্য গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত। কিন্তু আমি ভরসা করি, পাঠকবর্গ কোন কোন স্থানে নূতন ভাবও পাইবেন।

এই গ্রন্থদ্বারা যদি ব্রাহ্মধর্ম্মের কিঞ্চিন্মাত্র উপকার হয় তাহা হইলে আমার এই কয়েক বৎসরের পরিশ্রম সফল হইবে।

শ্রীরাজনারায়ণ বসু।

দ্বিতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপন।

এবারে এই পুস্তকের অনেক পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন হইয়াছে। বিজ্ঞানের পুস্তকের মূল্য পূর্ব্বে এক টাকা ছিল, কিন্তু সাধারণের সুবিধার্থে মূল্য দশ আনা করা হইল। ইতি ২১এ শ্রাবণ, ১২৯৩ সাল।

নির্ঘণ্ট পত্র।

—:*:—

ধর্ম্মতত্ত্বদীপিকা।

প্রথমভাগ।

ধর্ম্মতত্ত্ব-বিবেক।

উপক্রমণিকা।

মনুষ্য ভূমিষ্ঠ হওয়া অবধি মৃত্যু পর্য্যন্ত জ্ঞানোপার্জ্জন করে। সে সমস্ত জীবন জ্ঞানোপার্জ্জন না করিয়া কখনই থাকিতে পারে না। দুগ্ধপোষ্য শিশু কথাও কহিতে পারে না। পুস্তক পাঠ করিতেও পারে না, তথাপি সে ইন্দ্রিয় সকলের দ্বারা জ্ঞানোপার্জ্জন করে। সে জ্ঞানেন্দ্রিয় দ্বারা বাহ্য বস্তু সকলের অস্তিত্ব ও গুণ অনুভব করে। তৎপরে যখন অন্যের সহিত কথা কহিতে সমর্থ হয়, তখন সে জ্ঞানোপার্জ্জনের আর একটি উপায় লাভ করে। তৎপরে যখন সে গ্রন্থপাঠ করিতে সক্ষম হয়, তখন তৎসহকারে তাহার জ্ঞানের আয়তন ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতে থাকে। তৎপরে তাহার চিন্তা শক্তির যখন বিশেষ স্ফূর্ত্তি হয়, তখন কথোপকথন ও গ্রন্থ পাঠ দ্বারা যাহা অবগত হয় তাহার সত্যাসত্য পরীক্ষা করিতে সমর্থ হয়। এইরূপে মনুষ্য ভূমিষ্ঠ হওয়া অবধি মৃত্যু পর্য্যন্ত জ্ঞানোপার্জ্জন করে। মনুষ্যের জ্ঞান তাহার জীবনের সমকালব্যাপী সে সমস্ত জীবন জ্ঞানোপার্জ্জন না করিয়া কখনই থাকিতে পারে না। মনুষ্য যেমন জ্ঞানোপার্জ্জন না করিয়া কখনও থাকিতে পারে না, তেমনি সে যাহা জানিতে পারে তাহাতে বিশ্বাস না করিয়াও কখনও থাকিতে পারে না। বিশ্বাস

মনুষ্যের স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম। বিশ্বাস বিষয়ে সে আপনার স্বভাবকে কখনই অতিক্রম করিতে সমর্থ হয় না। যে ঘোর সংশয়বাদী, যে সকল বস্তুর অস্তিত্ব অস্বীকার করে, সে কেন আপনার সংশয়াত্মক মত প্রচার করিতে এত ব্যগ্র? তাহাতেই বোধ হইতেছে যে সে অন্যের অস্তিত্বে বিশ্বাস করে। যাহারা এরূপ ঘোর সংশয়বাদী নহে, যাহারা কেবল ভৌতিক পদার্থের অস্তিত্বে বিশ্বাস করে, কোন অতীন্দ্রিয় পদার্থের অস্তিত্বে বিশ্বাস করে না, তাহাদিগকে জিজ্ঞাস্য এই যে, তাহারা শক্তির অস্তিত্বে বিশ্বাস না করিয়া থাকিতে পারে কি না? শক্তির অস্তিত্বে অবশ্যই তাহারা বিশ্বাস করে। কিন্তু শক্তি বিজ্ঞানশাস্ত্রানুসারে পরিমেয় হইলেও তাহা ইন্দ্রিয়ের অগোচর। অতীন্দ্রিয় পদার্থে অবিশ্বাসকারীর গাত্রে কোন বস্তুর আঘাত হইলে সে ক্লেশ অনুভব করে। ক্লেশ সেই বস্তুর শক্তির কার্য্যমাত্র, তাহা কিছু নিজে শক্তি নহে। তথাপি তাহা শক্তিহইতে উৎপন্ন ইহা না বিশ্বাস করিয়া সে ব্যক্তি কখনই থাকিতে পারে না। এইরূপ বিবেচনা করিলে প্রতীত হইবে যে, আমরা কোন প্রকার বিশ্বাস না করিয়া কখনই থাকিতে পারি না।

জ্ঞান তিন প্রকার; সহজ, যুক্তিমূলক ও বিচারলব্ধ। যে তত্ত্বের কোন প্রমাণসিদ্ধ যুক্তি দেওয়া যাইতে পারে না, অথচ যাহাতে আমরা না বিশ্বাস করিয়া কখনই থাকিতে পারি না, তাহার জ্ঞানকে সহজ জ্ঞান বলে। তর্কের সময় দেখা যায় যে কোন তত্ত্বের প্রমাণ কি, আবার সে প্রমাণের প্রমাণ কি, এইরূপ করিয়া চলিয়া গেলে, এমন কতগুলি তত্ত্বে উত্তীর্ণ হইতে হয়, যাহার কোন প্রমাণ নাই, অথচ তাহাতে আমরা না বিশ্বাস করিয়া থাকিতে পারি না। ঐ সকল তত্ত্বের জ্ঞানকে সহজ জ্ঞান বলা যায়*। সম্মুখস্থিত বৃক্ষ আছে, ইহা সহজ জ্ঞান। ইহার কোন যৌক্তিক প্রমাণ দেওয়া যাইতে পারে না, অথচ আমরা তাহাতে না বিশ্বাস করিয়া থাকিতে পারি না। আমি আছি এই জ্ঞান সহজজ্ঞান। আমি আছি ইহার কোন যৌক্তিক প্রমাণ

---

* জ্ঞানের সঙ্গে প্রত্যয়জড়িত আছে, যে প্রত্যয় সহজ জ্ঞানের সঙ্গে জড়িত তাহাকে আত্ম প্রত্যয় বলা যায়।

দেওয়া যাইতে পারে না, অথচ আমরা তাহাতে না বিশ্বাস করিয়া কথনই থাকিতে পারি না। আমার অনিষ্ট করা অন্যের পক্ষে অন্যায় এই জ্ঞান সহজ জ্ঞান। এই তত্ত্বের কোন যৌক্তিক প্রমাণ দেওয়া যাইতে পারে না, অথচ আমরা তাহাতে না বিশ্বাস করিয়া কথনই থাকিতে পারি না। সকাম পরোপকার অপেক্ষা নিষ্কাম পরোপকার মহৎ, এই জ্ঞান সহজ জ্ঞান। এই তত্ত্বের কোন যৌক্তিক প্রমাণ দেওয়া যাইতে পারে না, অথচ আমরা তাহাতে না বিশ্বাস করিয়া কথনই থাকিতে পারি না।

যৌক্তিক প্রমাণের অনাবশ্যকতা অর্থাৎ স্বতঃসিদ্ধতা, এবং বিশ্বাস না করিয়া থাকা যায় না অর্থাৎ অবশ্য-বিশ্বাসনীয়তা, সহজ জ্ঞানের এই দুই লক্ষণ ব্যতীত অন্যান্য লক্ষণ আছে।

সহজ জ্ঞান মূল জ্ঞান। সহজ-জ্ঞান দ্বারা আমরা যে জ্ঞান লাভ করি তাহা অন্য কোন প্রকারে লভনীয় নহে, তাহাই আমাদিগের সকল জ্ঞানের পত্তন ভূমি। বৃক্ষের অস্তিত্ব জ্ঞান আমরা কেবল সহজ-জ্ঞান দ্বারা লাভ করি। আমাদের সহজজ্ঞান রূপ উপায় না থাকিলে যুক্তি অথবা কল্পনা দ্বারা বৃক্ষের অস্তিত্বজ্ঞান লাভ করিতে আমরা কথনই সমর্থ হইতাম না। ন্যায় অন্যায়ের ভাব এবং মহৎ ও নীচের ভাব মূল ভাব, অন্য কোন ভাব হইতে উৎপন্ন হয় নাই। আমাদের সহজজ্ঞানরূপ উপায় না থাকিলে যুক্তি অথবা কল্পনা দ্বারা ন্যায় অন্যায়ের ভাব অথবা মহৎ ও নীচের ভাব লাভ করিতে আমরা কথনই সমর্থ হইতাম না। সহজ-জ্ঞান স্বয়ং নিরবলম্ব ; কিন্তু তাহাকে অবলম্বন করিয়া যুক্তি ও কল্পনা প্রভৃতি অন্যান্য মনোবৃত্তি কার্য্য করিতে সমর্থ হয়। যুক্তি সহজ-জ্ঞান দ্বারা পরিজ্ঞাত বস্তু হইতে সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন অন্য কোন বস্তুর অস্তিত্ব নিরূপণ করিতে সমর্থ হয় না। যথন কোন জ্যোতির্ব্বেত্তা চক্ষুর অদৃশ্য কোন গ্রহের অস্তিত্ব নিরূপণ করেন, তথন মনুষ্যের পূর্ব্ববিজ্ঞাত বস্তু হইতে সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন কোন বস্তু নিরূপণ করেন না। যথন ভূতত্ত্ববেত্তা পৃথিবীর গর্ভস্থিত মনুষ্যের অগম্য প্রকাণ্ড জ্বলন্ত দ্রব ধাতুপিণ্ডের অস্তিত্ব নিরূপণ করেন তথন মনুষ্যের পূর্ব্ববিজ্ঞাত বস্তু হইতে সম্পূর্ণ রূপে স্বতন্ত্র বস্তু নিরূপণ করেন না। অতএব প্রমাণ হইতেছে যে যুক্তিদ্বারা আমরা কোন মূল ভাব উপার্জ্জন করিতে পারি না। সহজ-জ্ঞান দ্বারা আমরা যে সকল

পদার্থ জানিতে সক্ষম হই, কল্পনা সেই সকল পদার্থকে অবলম্বন করিয়া স্বীয় সংযোজন, বিয়োজন, প্রসারণ ও আকুঞ্চন শক্তি সকলের সহকারে কার্য্য করে। স্বর্ণময় পর্ব্বত, স্কন্দহীন দানব, প্রকাণ্ড আকার দৈত্য অঙ্গুষ্ঠপরিমাণ মনুষ্য, এই সকল ভাব সহজ-জ্ঞান দ্বারা উপার্জ্জিত ভাবে সংরচিত। সহজজ্ঞান উপলক্ষ বশতঃ মনুষ্যের মনে সঞ্চারিত হয়। যে উপলক্ষে বিশেষ বিশেষ সহজ জ্ঞানের সঞ্চার হয়,সে উপলক্ষ কোন ব্যক্তির সম্বন্ধে না ঘটিলে, সে সহজ জ্ঞান তাহার মনে সঞ্চারিত হয় না। সূর্য্য সকলেরই দর্শনীয় পদার্থ অতএব সূর্য্যের অস্তিত্বজ্ঞান সকল মনুষ্যেরই আছে, কিন্তু যে বস্তুটি পৃথিবীর কেবল একটি দেশ মাত্রে আছে তাহার দর্শন সকল মনুষ্যের সম্বন্ধে ঘটেনা অতএব তাহার জ্ঞান সকল মনুষ্যের মনে বিদ্যমান নাই।

সহজ জ্ঞানের লক্ষণ সকল বর্ণনা করিয়া কয় প্রকার সহজ জ্ঞান আছে তাহা লেখা যাইতেছে।

এই বৃক্ষটী যথার্থই আছে, সূর্য্য যথার্থই দীপ্তি পাইতেছে, সম্মুখস্থিত মেজ্ যথার্থই আছে, বায়ু যথার্থই গাত্রে সংস্পর্শ হইতেছে, এই সকল জ্ঞান এক প্রকার সহজ জ্ঞান। আমি আছি, আমি শরীর হইতে পৃথক্ পদার্থ, আমি পূর্ব্বে যে ব্যক্তি ছিলাম এখনো সেই ব্যক্তি আছি, আমি নানা ব্যক্তি নহি একমাত্র ব্যক্তি, আমার শক্তি আছে, এবম্বিধ জ্ঞান আর একপ্রকার সহজজ্ঞান। এই সম্মুখস্থিত মেজের যাহা কিছু অনুভব করিতেছি অর্থাৎ তাহার বর্ণ কঠিনতা প্রভৃতি এ সকলই তাহার গুণমাত্র, সেই সকল গুণের আধাব আছে, এইরূপ জ্ঞান আর একপ্রকার সহজ জ্ঞান। আমার অনিষ্ট অন্যের করা অনুচিত, অমুকের যথার্থ অধিকার আক্রমণ করা উচিত নহে ও অমুককে যাহা দেয় তাহা দেওয়া উচিত, এইরূপ জ্ঞান আর একপ্রকার সহজ জ্ঞান। অজ্ঞান অমুক মনুষ্য অপেক্ষা জ্ঞানী অমুক মনুষ্য শ্রেষ্ঠ, আমার নিকটস্থিত সহস্র মুদ্রা যশঃপ্রাপ্তি জন্য দান করা অপেক্ষা নিষ্কাম হইয়া কেবল দরিদ্রের দুঃখ মোচন জন্য দান করা শ্রেষ্ঠ, এবম্বিধ জ্ঞান আর একপ্রকার সহজ জ্ঞান। উল্লিখিত কয়েকপ্রকার সহজ জ্ঞান ব্যতীত অন্যান্য প্রকার সহজ জ্ঞান আছে।

উপরে যে সকল সহজ জ্ঞানের কথা বলা হইল, তাহা বিশেষ বিশেষ সহজ জ্ঞান। এই সকল বিশেষ বিশেষ সহজ জ্ঞান দ্বারা আমরা সাধারণ সহজ জ্ঞানে উপনীত হই। আমরা বিশেষ বিশেষ ইন্দ্রিয়গোচর পদার্থ দর্শন করিয়া এই সাধারণ তত্ত্বে উপনীত হই যে বাহ্য বিষয় আছে। আমাদিগের নিজের কার্য্যের মূলে শক্তি আছে ইহা অনুভব করিয়া আমরা শক্তির ভাব প্রাপ্ত হই এবং সকল কার্য্যের মূলে শক্তি আছে এই সাধারণ তত্ত্বে উপনীত হই। আমাদিগের নিজের কৌশলের কারণ জ্ঞান, ইহা অনুভব করিয়া কৌশলের কারণ জ্ঞান এই সাধারণ তত্ত্বে উপনীত হই। আমরা বিশেষ বিশেষ বস্তুর গুণাধার অনুভব করিয়া এই সাধারণ তত্ত্বে উপনীত হই যে সকল বস্তুরই গুণাধার আছে। আমরা বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির যাহা প্রাপ্য তাহা তাহাকে দেওয়া উচিত ইহা অনুভব করিয়া, এই সাধারণ তত্ত্বে উপনীত হই যে যাহার যাহা প্রাপ্য তাহাকে তাহা দেওয়া উচিত। আমরা বিশেষ বিশেষ নিষ্কাম পরোপকারজনক কর্ম্মের মহত্ত্ব অনুভব করিয়া এই সাধারণ তত্ত্বে উপনীত হই যে নিষ্কাম পরোপকার, সকাম পরোপকার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। কেহ কেহ এই কথা বলেন যে, সাধারণ সহজ জ্ঞান সকল আমাদিগের আত্মাতে স্বভাবতঃ আছে, কিন্তু এই কথা সত্য নহে। এই সকল সাধারণ সহজ জ্ঞান আমরা সাধারণ তত্ত্বাকারে, হয় আমাদিগের পিতৃপুরুষদিগের নিকট হইতে লাভ করি, নয় নিজে আমরা সে সকলে উপনীত হই।

আমরা বিশেষ বিশেষ সহজ জ্ঞান দ্বারা সাধারণ সহজ জ্ঞানে উপনীত হই বটে, কিন্তু সেই সকল বিশেষ বিশেষ সহজ জ্ঞান সাধারণ সহজ জ্ঞানের হেতু নহে। সাধারণ সহজ জ্ঞান ও যুক্তিমূলক সাধারণ জ্ঞান এই দুয়ের মধ্যে প্রভেদ এই যে সাধারণ সহজ জ্ঞানে উত্তীর্ণ হইবার সময় আমরা যে বিশেষ বিশেষ সহজ জ্ঞান দ্বারা তাহাতে উত্তীর্ণ হই, তাহা তাহার হেতু নহে। আর যুক্তিমূলক সাধারণ জ্ঞানে উত্তীর্ণ হইবার সময় আমরা বিশেষ বিশেষ দৃষ্টান্তকে হেতু করিয়া সেই সকল সাধারণ তত্ত্বে উপনীত হই। বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির যাহা প্রাপ্য তাহা তাহাকে না দেওয়া অনুচিত, ইহা, যাহার যাহা প্রাপ্য তাহাকে তাহা না দেওয়া অনুচিত,

এই তত্ত্বের প্রমাণ নহে। সেই সকল বিশেষ বিশেষ দৃষ্টান্ত ঐ সাধারণ জ্ঞানের উদয়ের উপলক্ষমাত্র। এই সাধারণ জ্ঞান আপনার প্রমাণ আপনিই বহন করে; তাহা মনে উদিত হইলেই মন তাহা সত্য বলিয়া স্বীকার করে; বিশেষ বিশেষ দৃষ্টান্তের অনুরোধে সেরূপ করে না। যদি এমন হইতে পারিত যে একেবারেই ঐ সকল সাধারণ প্রত্যয় মনে উদিত হইত, তাহা হইলে আমরা বিশেষ বিশেষ দৃষ্টান্তের কিছুমাত্র অপেক্ষা না করিয়া সে সকলের সত্য স্বীকার করিতাম। যুক্তিমূলক সাধারণ তত্ত্ব এরূপ নহে। বিশেষ বিশেষ স্থলে উৎক্ষিপ্ত বস্তুর গতি পৃথিবীর দিকে হইতে দেখিয়া আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে সমস্ত পৃথিবীতে এই-রূপ ঘটিয়া থাকে। উৎক্ষিপ্ত বস্তুর পৃথিবীর দিকে গতির বিশেষ দৃষ্টান্ত যদি আমরা না দেখিতাম তবে আমরা ঐ সাধারণ তত্ত্বে কখনই উত্তীর্ণ হইতাম না। ঐ সকল বিশেষ দৃষ্টান্ত, ঐ সাধারণ তত্ত্বের প্রমাণ। ঐ সাধারণ তত্ত্ব আপনার প্রমাণ আপনিই বহন করে না। ঐ সকল বিশেষ দৃষ্টান্তের অনুরোধে আমরা ঐ সাধারণ তত্ত্বে বিশ্বাস করি।

সহজ জ্ঞান সামান্যতঃ চারি শ্রেণীতে বিভাগ করা যাইতে পারে। ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ সংঘটিত সহজ জ্ঞান, প্রতিবোধ সংঘটিত সহজ জ্ঞান, বুদ্ধি সংঘটিত সহজ জ্ঞান এবং বিবেক সংঘটিত সহজ জ্ঞান। ইন্দ্রিয়গোচর গুণের জ্ঞানকে ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ সংঘটিত সহজ জ্ঞান বলে। আমি আছি, আমি শরীর হইতে ভিন্ন পদার্থ, আমি একই ব্যক্তি নানা ব্যক্তি নহি, আমার ইচ্ছা স্বাধীন, আমি দেখিতেছি, শুনিতেছি, স্মরণ করিতেছি ও মানসিক অন্যান্য কার্য্য করিতেছি, ইত্যাদি সহজ জ্ঞান প্রতিবোধ সংঘটিত অথবা সংজ্ঞা সংঘটিত সহজ জ্ঞান। ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ সংঘটিত সহজ জ্ঞান ও সংজ্ঞা ঘটিত সহজ জ্ঞান এই দুই প্রকার সহজ জ্ঞানকে সামান্যতঃ পদার্থবোধ সহজ জ্ঞান বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে, যেহেতু তদ্দ্বারা আমরা পদার্থ সকলের অস্তিত্ব অনুভব করি। এই দুই প্রকার সহজ জ্ঞান না থাকিলে আমরা পদার্থ সকলের অস্তিত্ব কখনই অনুভব করিতে পারিতাম না। ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ সংঘটিত সহজ জ্ঞান দ্বারা আমরা বাহ্য বস্তু সকল অনুভব করি, আর প্রতিবোধ সংঘটিত সহজ জ্ঞান দ্বারা আমরা

আত্মার অস্তিত্ব অনুভব করি। এই দুই প্রকার পদার্থবোধক সহজ জ্ঞান ব্যতীত আর একপ্রকার পদার্থবোধক সহজ জ্ঞান আছে, তদ্দ্বারা আমরা বাহ্য বস্তুর ও আত্মার সম্পূর্ণ নির্ভর স্থল ঈশ্বর পদার্থ অনুভব করি। এই প্রকার সহজ জ্ঞানের বিষয় এই উপক্রমণিকায় উল্লেখ না করিয়া মূল গ্রন্থে উল্লেখ করা যাইবে। জড়ের গুণের আধার জড় আছে, মনের গুণের আধার মন আছে, এ প্রকার সহজ জ্ঞান বুদ্ধিসংঘটিত সহজ জ্ঞান, যে হেতু এস্থলে জ্ঞাত গুণকে অবলম্বন করিয়া আমরা অজ্ঞাত আধারে উপনীত হইতেছি। জ্ঞাতকে অবলম্বন করিয়া অজ্ঞাতে পহুছন বুদ্ধির কার্য্য। অন্যের যথার্থ অধিকার আক্রমণ করা অন্যায়, যাহার যাহা প্রাপ্য, তাহাকে তাহা দেওয়া উচিত, স্বার্থপর কর্ম্ম অপেক্ষা স্বার্থপরতা-শূন্য কর্ম্ম মহৎ, এ প্রকার সহজ জ্ঞানকে বিবেক সংঘটিত সহজ জ্ঞান বলে।

সহজ জ্ঞানের বিষয় বলিয়া এইক্ষণে যুক্তিমূলক জ্ঞানের বিষয় বলা যাইতেছে।

হেতু অবলম্বন পূর্ব্বক কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার নাম যুক্তি। পর্ব্বত হইতে ধূম উদ্গীর্ণ হইতেছে অতএব পর্ব্বতে অগ্নি আছে। এস্থলে পর্ব্বতে অগ্নি আছে এই বিশ্বাসের হেতু আর এক বিশ্বাস। সে বিশ্বাস এই, অগ্নি সংযোগ ব্যতীত ধূম উদ্গত হইতে পারে না।

যুক্তি তিন প্রকারে বিভক্ত; বিশেষ-দৃষ্টান্ত-পর, ব্যাপ্তিনিশ্চয় ও ব্যাপ্যনিরূপণ। যাহা এক স্থলে সত্য তাহা অন্য একটি স্থলেও সত্য, ইহা যে প্রণালীদ্বারা নিরূপণ করা যায় তাহাকে বিশেষ-দৃষ্টান্ত-পর যুক্তি বলে। কোন ঔষধ দ্বারা কোন একটি বিশেষ ব্যক্তিকে আরোগ্যলাভ করিতে দেখিয়া অন্য এক ব্যক্তি তদ্দ্বারা আরোগ্য লাভ করিবে, ইহা অনুমান করা বিশেষ দৃষ্টান্তপর যুক্তির দৃষ্টান্ত। এক শ্রেণীর বস্তুর অথবা ঘটনার অন্তর্গত বিশেষ বিশেষ বস্তু অথবা বিশেষ বিশেষ ঘটনার প্রতি যাহা খাটে, তাহা সেই সমস্ত শ্রেণী সম্বন্ধে খাটে, ইহা যে প্রণালীদ্বারা নিরূপণ করা যায় তাহাকে ব্যাপ্তিনিশ্চয় বলে। বিশেষ বিশেষ স্থলে পৃথিবীর আকর্ষণ কার্য্য দেখিয়া আমরা এই ব্যাপ্তি নিশ্চয় করি যে, সমস্ত

পৃথিবীর আকর্ষণী শক্তি আছে। যে কথা একপ্রকার বস্তু অথবা ঘটনার প্রতি খাটে, তাহা সেই বস্তু অথবা ঘটনা শ্রেণীর অন্তর্গত বিশেষ বিশেষ বস্তু অথবা ঘটনার প্রতি খাটে ইহা যে প্রণালী দ্বারা অবধারণ করা যায় তাহাকে ব্যাপ্যনিরূপণ বলে। সকল মনুষ্যই মরণশীল, অতএব রামচন্দ্র মরণশীল, এই সিদ্ধান্ত ব্যাপ্যনিরূপণের দৃষ্টান্ত। সকল ব্যাপ্যনিরূপণে এক একটি ব্যাপ্তিনিশ্চয় আছে। সকল মনুষ্যই মরণশীল এই ব্যাপ্তিনিশ্চয় উল্লিখিত ব্যাপ্য-নিরূপণে আছে।

বিশেষ দৃষ্টান্তপর, ব্যাপ্তিনিশ্চয় ও ব্যাপ্যনিরূপণ এই তিন প্রকার যুক্তি লইয়া কয়েক প্রকার বিমিশ্র যুক্তি হইয়াছে, তাহাদের নাম ভাব-মূলক যুক্তি, কার্য্য-মূলক যুক্তি এবং সাদৃশ্য-মূলক যুক্তি। ভাবমূলক যুক্তি তাহাকে বলা যায়, যাহা বস্তুর ভাবকে অবলম্বন করিয়া তদ্বিষয়ক তত্ত্ব নিরূপণ করে। তাবৎ সৃষ্ট বস্তু অপূর্ণ, অতএব মনুষ্য অপেক্ষা উচ্চতর জীব যদি থাকে, তাহারাও অপূর্ণ। সৃষ্ট বস্তুর অপূর্ণতার ভাব হইতে আমরা স্থির করিতেছি যে, মনুষ্য অপেক্ষা উচ্চতর জীব সকল অপূর্ণ। কার্য্য-মূলক যুক্তি তাহাকে বলা যায়, যদ্দ্বারা কার্য্য-বিজ্ঞান সহকারে কারণের অস্তিত্ব ও স্বরূপ নিরূপণ করা যায়। ঘটিকা-যন্ত্র দেখিয়া আমরা স্থির করি যে তাহার কারণ কোন ঘটিকাকার আছে ও তাহার জ্ঞান আছে। কার্য্য-কারণ-সম্বন্ধ বিবেচনা না করিয়া কেবল বস্তুর সাদৃশ্য বিবেচনা পূর্ব্বক কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার নাম সাদৃশ্য মূলক যুক্তি। কাক-শরীরের সহিত কৃষ্ণবর্ণের কার্য্য-কারণ-সম্বন্ধ আছে কি না, ইহা বিবেচনা না করিয়া কেবল এক কাকের সহিত অন্য কাকের সকল বিষয়ে সাদৃশ্য থাকিবে, ইহা বিবেচনা করিয়া, সকল কাকই কৃষ্ণবর্ণ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সাদৃশ্যমূলক যুক্তির এক দৃষ্টান্ত। *

সহজ জ্ঞান ও যুক্তিমূলক জ্ঞানের বিষয় বলিয়া এক্ষণে বিচারলব্ধ জ্ঞানের বিষয় বলা যাইতেছে।

মনের যেবৃত্তি দ্বারা আমরা দুই জনার পরস্পর ঐক্যানক্য বিবেচনা করি তাহাকে বিবেক দ্বারা বিচার বলা যায়। অগ্নি শীতল পদার্থ এই

* অষ্ট্রেলিয়া দেশে শ্বেত কাক দৃষ্ট হইয়াছে।

বাক্যের অযথার্থতা আমরা বিবেক দ্বারা নির্দ্ধারণ করি। আমরা বিবেচনা করি যে অগ্নির জলের সঙ্গে শৈত্যভাবের ঐক্যতা নাই অতএব অগ্নি শীতল পদার্থ এই বাক্য কখনই সত্য হইতে পারে না। অমুক যেরূপ সচ্চরিত্র ব্যক্তি তাহাতে কখনই এমন বোধ হয় না যে তিনি এইরূপ কুকর্ম্ম করিয়াছেন। এস্থলে আমরা উল্লিখিত ব্যক্তির সচ্চরিত্রতাব ভাবের উল্লিখিত কুকার্য্যের ভাবের অনৈক্য বিবেচনা করিয়া আমরা নির্দ্ধারণ করি যে তিনি কখনই উল্লিখিত কুকর্ম্ম করেন নাই। প্রত্যেক বিচার কার্য্যে সহজ জ্ঞান আমাদিগকে সহায়তা করে। অগ্নি শীতল পদার্থ নহে এই তত্ত্ব অবধারণে এই সহজ জ্ঞান আমাদিগকে সহায়তা করে যে অগ্নি উষ্ণ পদার্থ। অমুক সচ্চরিত্র ব্যক্তি এই কুকার্য্য কখনই করেন নাই এই সিদ্ধান্তে এই সহজ জ্ঞান আমাদিগকে সহায়তা করে যে তিনি সচ্চরিত্র। তাহার সচ্চরিত্রতা আমরা ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ সংঘটিত সহজ জ্ঞান ও বিবেক সংঘটিত সহজ জ্ঞান দ্বারা অনুভব করি। ইন্দ্রিয় দ্বারা আমরা তাহার কার্য্য সকল দেখি এবং বিবেক দ্বারা তাহার উৎকর্ষানুৎকর্ষ অনুভব করি।

যুক্তি ও সহজ জ্ঞান দ্বারা সত্য লাভ করা যায়। সত্যলাভের এই দুই উপায়ের মধ্যে কোনটিই অবজ্ঞার যোগ্য নহে। তাহাদের দুয়ের মধ্যে প্রভেদ এই যে সহজ জ্ঞান দ্বারা অব্যবহিতরূপে সত্যলাভ করা যায় আর যুক্তি দ্বারা ব্যবহিতরূপে সত্যলাভ করা যায় কিন্তু যে যুক্তি সহজ জ্ঞানের বিরোধী তাহা সম্পূর্ণরূপে অগ্রাহ্য। যে হেতু সহজ জ্ঞান আমাদিগের সকল জ্ঞানের পত্তনভূমি। যে শাস্ত্রে সহজ জ্ঞান ও যুক্তির কার্য্য পরস্পর সম্বন্ধ, নিয়ম ও ভ্রম নিবারণের উপায় অবধারণ করে তাহাকে প্রকৃত ন্যায়-শাস্ত্র বলে।

জ্ঞানের বিষয় বলিয়াএক্ষণে বিশ্বাসের বিষয় বলা যাইতেছে।

প্রত্যেক প্রত্যয় হয় আত্মপ্রত্যয়, নতুবা, যুক্তিমূলক প্রত্যয়, অন্য প্রকার হইতে পারে না। যে বিশ্বাসকে কল্পনামূলক বলিয়া আপাততঃ জ্ঞান হয় তাহা ক্ষীণ যুক্তি-মূলক। আকাশ প্রস্তরময় ইহা কল্পনামূলক বিশ্বাস বলিয়া আপাততঃ বোধ হয়। কিন্তু উহা ক্ষীণ-যুক্তি-মূলক বিশ্বাস। সে ক্ষীণ যুক্তি এই—কোন বিশেষ প্রস্তরের বর্ণ আকাশের বর্ণের ন্যায় অতএব

আকাশ সেই প্রস্তর রচিত পদার্থ। মেঘ জীবিত পদার্থ এই বিশ্বাসকে আপাততঃ কল্পনামূলক বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু তাহা ক্ষীণ যুক্তিমূলক। সে ক্ষীণ যুক্তি এই—যাহা গতিবিশিষ্ট তাহাই জীবিত পদার্থ। মেঘ গতি-বিশিষ্ট পদার্থ অতএব তাহা জীবিত পদার্থ। কোন কোন বিশ্বাসকে আপাততঃ মানসবিকার-মূলক বলিয়া বোধ হয় বটে, কিন্তু বস্তুতঃ তাহা ক্ষীণ-যুক্তি-মূলক বিশ্বাস। কোন মনুষ্য ভূত দেখিয়াছে এমন বিশ্বাস করে, তাহার সেই বিশ্বাস আপাততঃ মানসবিকার-মূলক অর্থাৎ ভয়-মূলক বিশ্বাস বলিয়া বোধ হইতে পারে, কিন্তু বস্তুতঃ তাহা ক্ষীণ যুক্তি-মূলক বিশ্বাস। সে ব্যক্তি আলোক ও ছায়ার মিশ্র কার্য্য জনিত মনুষ্যাকারবৎ কোন আকার দেখিয়া থাকিবে তাহাতে তাহার ঐ বিশ্বাস জন্মিয়াছে। যে ক্ষীণ যুক্তি অবলম্বন করিয়া সে ঐ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছে তাহা এই—মনুষ্যাকার-বৎ আকার অবশ্য মনুষ্যেরই হইবে, কিন্তু যেখানে সে আকার দৃষ্ট হইয়াছে তথায় কোন জীবিত মনুষ্যের থাকা সম্ভব নয়, অতএব সেই আকার অবশ্যই কোন মৃত ব্যক্তির আকার হইবে। আমূল অনুসন্ধান করিলে শব্দ-প্রমাণ মূলক্ বিশ্বাসও হয় যুক্তি-মূলক, নতুবা আত্মপ্রত্যয় হইয়া দাঁড়ায়। যাহা-দিগের কথাতে আমরা নির্ভর করিয়া কোন বিষয়ে বিশ্বাস করি সে বিষয়, হয় তাঁহারা নিজে সহজ জ্ঞান দ্বারা জানিতে পারিয়াছিলেন অথবা যুক্তি-দ্বারা স্থির করিয়াছিলেন। যদি তাঁহারা নিজে সহজ জ্ঞান দ্বারা তাহা জানিতে পারিয়াছিলেন এমন হয়, তবে ঐ বিশ্বাস সহজ জ্ঞান মূলক বিশ্বাস বলিতে হইবে। যদি নিজে যুক্তি দ্বারা অবগত হইয়া থাকেন তবে তাহাকে যুক্তি-মূলক বিশ্বাস বলিতে হইবে। সূর্য্য পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে এই বিশ্বাস শব্দ-প্রমাণ-মূলক অর্থাৎ পূর্ব্বকালের মহাজনেরা তাহা বলিয়া গিয়াছেন, এজন্য অনেকে তাহাতে বিশ্বাস করে। কিন্তু তাঁহাদিগের ঐ বিশ্বাসের মূল তাঁহাদিগের ক্ষীণ যুক্তি মাত্র। অতএব স্থিরীকৃত হইতেছে যে প্রত্যেক প্রত্যয় হয় সহজ-জ্ঞান-মূলক,নয় যুক্তি-মূলক।

মনোবৃত্তিতে আমাদের বিশ্বাস করিতেই হইবে, এই প্রাকৃতিক নিয়ম দ্বারা আমাদিগের সকল বিশ্বাস নিয়মিত হয়। মনোবৃত্তিতে বিশ্বাস আমা-দিগের সকল বিশ্বাসের মূল। সহজ জ্ঞান আমাদিগকে যাহা জানাইয়া

দিতেছে তাহা আমরা না বিশ্বাস করিয়া কখনই থাকিতে পারি না। যুক্তি আমাদিগকে যাহা জানাইয়া দিতেছে তাহা আমরা না বিশ্বাস করিয়া কখনই থাকিতে পারি না। স্মৃতি দ্বারা যাহা আমরা স্মরণ করিতেছি তাহা যথার্থ, ইহা আমরা না বিশ্বাস করিয়া কখনই থাকিতে পারি না। মনই বলিয়া দেয় যে কোন্ বৃত্তিকে বিশ্বাস করিতে হইবে কোন্ বৃত্তিকে বিশ্বাস করিতে হইবে না। মনই বলিয়া দেয় যে সহজ জ্ঞান, যুক্তি প্রভৃতি বৃত্তি বিশ্বাস করিতে হইবে, কল্পনাকে বিশ্বাস করিতে হইবে না। মনই বলিয়া দেয় যে কোন্ বৃত্তিকে কতদূর বিশ্বাস করিতে হইবে। মনই বলিয়া দেয় যে কোন স্থলে এমন কি আত্মপ্রত্যয়কেও বিশ্বাস করা যাইতে পারে না। * মনই বলিয়া দেয় যে যুক্তির নিয়ম কি কি এবং সেই সকল নিয়ম পালন করিলে আমরা সত্যে উত্তীর্ণ হইতে পারি এবং পালন না করিলে আমরা ভ্রমে পতিত হই। মন যতদূর আমাদিগকে জানাইয়া দেয় ততদূরই আমরা জানিতে পারি, তাহার অধিক জানিতে পারি না। প্রকৃতিকে জিজ্ঞাসা করিবার আমাদিগের অধিকার নাই যে,—তুমি আমাদিগকে এত দূর অবধি জানাইলে, অধিক জানাইলে না কেন? মাতার বিনম্র পুত্রের ন্যায় প্রকৃতির পদতলে বসিয়া তিনি যাহা শিক্ষা দিবেন ও যতদূর শিক্ষা দিবেন, তাহাই আমাদিগকে নত মস্তকে গ্রহণ করিতে হইবে।

---

* কোন কোন ভ্রমোৎপাদক পীড়ার সময় যাহা আমরা দেখি অন্যের পক্ষে তাহা বিশ্বাস-যোগ্য নহে।

প্রস্তাভাস।

সকল বিজ্ঞান শাস্ত্র আত্মপ্রত্যয়ের উপর সংস্থাপিত। আত্ম প্রত্যয় দুই প্রকার, ইন্দ্রিয়গোচর পদার্থ-সম্বন্ধীয় ও ইন্দ্রিয়ের অগোচর পদার্থ-সম্বন্ধীয় ইন্দ্রিয় গোচর পদার্থ যেমন বিজ্ঞানের বিষয় তেমনি ইন্দ্রিয়ের অগোচর পদা , বিজ্ঞানের বিষয়। আত্ম প্রত্যয় যেমন প্রথম প্রকার বিজ্ঞানের পত্তনভূমি তেমনি শেষ প্রকার বিজ্ঞানেরও পত্তনভূমি।

ঈশ্বর ও আত্মা ইন্দ্রিয়ের অগোচর পদার্থ। কার্য্যকারণ সম্বন্ধ পর্য্যালোচনা-রূপ পথদ্বারা আমরা ঈশ্বরে উপনীত হই, এমত নহে; আমরা এক প্রকার দর্শনদ্বারা তাঁহাকে দেখিতে পাই। আমি যেমন এক অতীন্দ্রিয় দর্শন দ্বারা আপনাকে অর্থাৎ আত্মাকে অনুভব করিতেছি, সেইরূপ আত্মার নির্ভরস্থলকে অর্থাৎ আত্মার আত্মাকে অনুভব করিতেছি। অন্যান্য দর্শন গোচর পদার্থ যমন বিজ্ঞানের বিষয় সেইরূপ আত্মা ও পরমাত্মা উভয়ই বিজ্ঞানের বিষয়। আত্মা যেমন মনোবিজ্ঞানের বিষয়, ঈশ্বর তেমনি ব্রহ্মবিদ্যার বিষয়।

পদার্থ বিদ্যা-বিশারদ পণ্ডিতেরা যেমন পদার্থ-সম্বন্ধীয় কতকগুলি প্রধান তত্ত্ব দর্শন ও পরীক্ষা দ্বারা নিরূপণ করিয়াছেন, তেমনি ব্রহ্মবিদ্যা-বিশারদ পণ্ডিতেরা আধ্যাত্মিক দর্শন ও পরীক্ষা দ্বারা ব্রহ্মবিদ্যা সম্বন্ধীয় নিম্ন লিখিত প্রমান তত্ত্ব সকল নিরূপণ করিয়াছেন।

(১) ঈশ্বরের অস্তিত্ব।

(২) ঈশ্বরে অনন্তত্ব।

(৩) আত্মার অস্তিত্ব।

(৪) আত্মার অমরত্ব।

(৫) মনুষ্যের ইচ্ছার স্বাধীনতা।

(৬) ন্যায় অন্যায়ের অস্তিত্ব।

(৭) স্বার্থপরতা পরিত্যাগের মহত্ত্ব।

(৮) ঈশ্বর প্রীতির মহত্ত্ব ও সৌন্দর্য্য।

এই সকল তত্ত্বের সত্য পণ্ডিতেরা যেমন অনুভব করেন তেমনি সামান্য লোকেও অনুভব করিতে সমর্থ হয়। নিজের ও সর্ব্বসাধারণ লোকের অনুভবকে অবলম্বন করিয়া পণ্ডিতেরা এই সম্বন্ধীয় ঐ সকল প্রধান তত্ত্ব নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। সর্ব্বসাধারণ লোকের অনুভবই ব্রহ্মবিদ্যার পত্তন ভূমি।

ঐ সকল তত্ত্ব এই গ্রন্থে ক্রমশঃ প্রমাণীকৃত ও ব্যাখ্যাত হইবে।

প্রথম অধ্যায়।

আত্মপ্রত্যয় ও যুক্তি দ্বারা ঈশ্বরতত্ত্ব সংস্থাপন।

মর্ত্ত্যলোকে অবস্থিত হইয়া মনুষ্যের মনশ্চক্ষু কেবল মর্ত্ত্য লোকে সম্বদ্ধ আছে এমত নহে। তাহার এক লোকাতিগ দৃষ্টি আছে, যদ্দ্বারা তাহার হৃদয়ে সকল পদার্থ ও ঘটনার সম্পূর্ণ ও নিত্য নির্ভর-স্থল কোন পূর্ণ পদার্থে বিশ্বাস সঞ্চারিত হয়।

ঈশ্বরে বিশ্বাস সকল ধর্ম্মের মুল।

এ বিশ্বাস পরম্পরাগত-প্রবাদ-মূলক নহে। কোন কোন পণ্ডিত বলিয়া থাকেন লোকে বাল্য কালে কেবল পিতা মাতা প্রভৃতি গুরুজনের মুখ-বিনির্গত ধর্ম্মোপদেশ প্রাপ্ত হইয়া ঈশ্বরতত্ত্বে বিশ্বাস করে, তাঁহারা বিবেচনা করেন না যে ঈশ্বরতত্ত্বে যাহারা বিশ্বাস করে তাহাদিগের মধ্যে অনেক বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি আছেন, তাঁহারা গুরুপরম্পরা-প্রবাহিত প্রবাদের প্রতি অবিবেচনা পূর্ব্বক নির্ভর না করিয়া স্বীয় স্বীয় বুদ্ধির পরিচালনা দ্বারা মতের সত্যাসত্য পরীক্ষা করিয়া দেখেন। যখন দেখা যাইতেছে যে তাঁহারাও ঈশ্বর-তত্ত্বে বিশ্বাস করেন, তখন তাঁহারা কেবল চির পরম্পরাগত প্রবাদের প্রতি নির্ভর করিয়া ঐ তত্ত্বে বিশ্বাস করিতেছেন, এমন কথনই বলা যাইতে পারে না। পরন্তু চিরপরম্পরাগত প্রবাদ অনাদি নহে; অবশ্য এক সময়ে তাহার প্রথম উৎপত্তি হইয়া থাকিবে।

ঈশ্বরতত্ত্বে বিশ্বাস ঈশ্বরের আত্মপরিচয় প্রদানমূলকও নহে। ঈশ্বর আছেন ও তিনি অভ্রান্ত, ইহা অগ্রে না মানিলে ঈশ্বরের আত্মপরিচয় প্রদানে বিশ্বাস করা যাইতে পারে না। ঈশ্বরের অভ্রান্ত স্বরূপ মানিতে গেলে তাঁহার পূর্ণতাও মানিতে হয়। অতএব প্রমাণ হইতেছে যে ঈশ্বরে বিশ্বাস তাঁহার আত্মপরিচয় প্রদান মূলক নহে।

ঐ বিশ্বাস, ভয়, ভক্তি প্রভৃতি মানস-বিকার জনিত নহে। পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে যে মানস বিকারের কোন প্রকার বিশ্বাস জন্মাইবার ক্ষমতা নাই।

ঐ বিশ্বাস কল্পনামূলকও নহে। পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে যে, কল্পনাও কোন প্রকার বিশ্বাস জন্মাইতে পারে না। অধিকন্তু পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে, কল্পনা কোন মৌলিক ভাব উৎপাদন করিতে পারে না, ঈশ্বরের ভাব মূল ভাব।

ঈশ্বরের ভাব যে মূল ভাব, তাহা নিম্নে প্রদর্শিত হইতেছে।

ঈশ্বর প্রকৃতির ভাব অন্য কোন ভাব হইতে উৎপন্ন হয় নাই। ঈশ্বর লোকাতীত পদার্থ, লোকাতীত পদার্থ অন্য সকল বস্তু হইতে ভিন্ন। লোকাতীত পদার্থের ভাব অন্য কোন বস্তু হইতে উৎপন্ন হয় নাই।

যখন প্রমাণীকৃত হইল যে ঈশ্বরের ভাব মূল ভাব, তখন তাহা কল্পনা-মূলক বলা যাইতে পারে না।

ঈশ্বর-তত্ত্ব-প্রত্যয় যুক্তি-মূলকও নহে। পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে যে যুক্তির বিষয়ীভূত বস্তু অন্যান্য বস্তুসদৃশ, কিন্তু ঈশ্বরের ভাব মূল ভাব।

অতএব ঈশ্বরে বিশ্বাস কল্পনা অথবা যুক্তি মূলক বিশ্বাস বলা যাইতে পারে না। ঈশ্বরের অস্তিত্বে প্রত্যয় আত্ম প্রত্যয়। ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস আত্ম প্রত্যয়, তাহা নিম্নে প্রদর্শিত হইতেছে।

আমরা স্বতন্ত্র নহি, আমরা অপূর্ণ ও পদে পদে আমাদিগের পরতন্ত্রতা অনুভব করি। আমরা নিয়তই যে স্বতন্ত্র-স্বভাব কোন পূর্ণ পুরুষের প্রতি নির্ভর করিতেছি, ইহা না বিশ্বাস করিয়া আমরা কখনই থাকিতে পারি না। আত্মার নির্ভর ভাবের ভিতর শেষ নির্ভরস্থল স্বরূপ অনাদি নিরালম্ব পূর্ণ পদার্থের ভাব ভুক্ত আছে। নির্ভরের ভাব শেষ নির্ভর স্থলের অস্তিত্ব বুঝায়। আমাদের স্বভাব ও বাহ্য বিষয়ের স্বভাব অপূর্ণ, ইহা যেমন আমরা না বিশ্বাস করিয়া থাকিতে পারি না; তেমনি কোন পূর্ণ পদার্থের প্রতি আমরা ও বাহ্য পদার্থ সর্ব্বদা নির্ভর করিতেছে, এ বিশ্বাস আমরা না করিয়া থাকিতে পারি না। অতএব ঐ প্রত্যয় অবশ্য বিশ্বসনীয়। এ বিশ্বাসের কোন যৌক্তিক প্রমাণ দেওয়া যাইতে পারে না, অথচ আমরা তাহাতে না বিশ্বাস

করিয়া থাকিতে পারি না, অতএব তাহা স্বতঃসিদ্ধ। ঈশ্বরের ভাব মূল ভাব, তাহা ইতি পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে। অতএব ঐ ভাব আদিম।

ঈশ্বরতত্ত্ব-প্রত্যয় যেমন অবশ্য বিশ্বসনীয়, স্বতঃসিদ্ধ ও মৌলিক তেমনি তাহা সর্ব্বহৃদয়াধিষ্ঠিত।

আত্মপ্রত্যয় সকল উপলক্ষ-বশতঃ মানব-মনে উদিত হয়; অতএব সকল আত্মপ্রত্যয় প্রকৃতপ্রস্তাবে সর্ব্বহৃদয়াধিষ্ঠিত নহে। কিন্তু ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে ঈশ্বরতত্ত্ব প্রত্যয় সেরূপ নয়। তাহার উদয়ের উপলক্ষ সকল মনুষ্যের সম্বন্ধে ঘটে, মনুষ্য আপনার অপূর্ণতা আলোচনা করিলেই তাহার মনে এক পূর্ণ পুরুষের ভাব উদিত হয়। অতএব ঈশ্বরতত্ত্ব প্রত্যয় প্রকৃত প্রস্তাবে সর্ব্বহৃদয়াধিষ্ঠিত ইহা প্রমাণ করা কর্ত্তব্য।

সকল মনুষ্য বস্তুর অলৌকিক নির্ভর স্থলে বিশ্বাস করে। পর্য্যটকেরা যে সকল জাতির ঐ বিশ্বাস নাই বলিয়া প্রথমে স্থির করিয়াছিলেন, পরে বিশেষ অনুসন্ধানের দ্বারা জানা গিয়াছে, তাহাদের ঐ বিশ্বাস আছে। যেমন উষ্ণ মণ্ডলের কোন বৃক্ষ বা লতা শীত মণ্ডলে রোপণ করিলে তাহা এমনি পরিবর্ত্তিত ও বিকৃতাকার হইয়া যায় যে তাহাকে সেই বৃক্ষ অথবা লতা বলিয়া ডাকা যাইতে পারে না; সেইরূপ যদ্যপি এমন কোন জাতি পাওয়া যায়, যাহাদিগের ধর্ম্মভাব কিছুমাত্র নাই, তাঁহাদিগকে মনুষ্য বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে না। কেহ কেহ এই কথা বলেন যে, যখন কোন কোন ব্যক্তিকে অর্থাৎ নাস্তিকদিগকে ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস না করিতে দৃষ্ট হয়, তখন ঈশ্বর-তত্ত্বপ্রত্যয় সর্ব্বহৃদয়াধিষ্ঠায়ী, ইহা কি প্রকারে বলা যাইতে পারে? তাহার উত্তর এই—যেমন সকল নিয়মের ব্যভিচার স্থল আছে তেমনি ঈশ্বর-তত্ত্ব-প্রত্যয় সম্বন্ধীয় নিয়মেরও ব্যভিচার স্থল আছে। যেমন একহস্তবিশিষ্ট শিশু জন্মিতে দেখা দ্বারা কখনই প্রমাণ হয় না যে মনুষ্য স্বভাবতঃ দুই হস্ত বিশিষ্ট নহে, তেমনি দুই একটি নাস্তিক থাকাতে কখনই প্রমাণ হয় না যে মনুষ্যের স্বভাবতঃ ধর্ম্মভাব নাই। মনুষ্য যেমন বস্তুর অলৌকিক নির্ভর স্থলে বিশ্বাস করে, তেমনি তাহাকে সকল বস্তুর নির্ভর স্থল বলিয়া বিশ্বাস করে। এক-ঈশ্বরবাদীরা বিশ্বাস করে যে সকল পদার্থই এক ঈশ্বরের প্রতি নির্ভর করে। বহুদেবোপাসকেরা বিশ্বাস করে যে সকল

জ্ঞাত বস্তুরই দেবতা আছে। যখন তাহারা কোন নূতন বস্তু অথবা ঘটনা দেখে তখন তাহারা তাহার অধিষ্ঠাত্রী নূতন দেবতার কল্পনা করে। সকল মনুষ্যই বিশ্বাস করে যে অলৌকিক পদার্থের প্রতি সকল বস্তু সম্পূর্ণ রূপে নির্ভর করিতেছে। একেশ্বর-বাদীরা বিশ্বাস করে যে ঈশ্বরের প্রতি সকল বস্তু সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেছে। বহুদেবোপাসকদিগের সম্পূর্ণ নির্ভরের ভাব অদ্যাপি উজ্জ্বল নহে, তথাপি সকল বস্তুই যে দেবতাদিগের উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিতেছে এ বিশ্বাস যে তাহাদিগের হৃদয়েই বিরাজমান আছে, তাহা তাহাদের স্তোত্র ও প্রার্থনাদ্বারা প্রকাশিত হয়। সকল মনুষ্যই বিশ্বাস করে যে অলৌকিক পদার্থের প্রতি সকল বস্তু নিত্যকাল নির্ভর করিতেছে। এবং সেই অলৌকিক পদার্থ পুরুষ অর্থাৎ আত্মা। একেশ্বর বাদিরা বিশ্বাস করে যে সকল বস্তুই ঈশ্বরের প্রতি নিত্যকাল নির্ভর করিতেছে। বহুদেবোপাসকেরা বিশ্বাস করে যে এমন সময় কখন হয় নাই এবং হইবেকও না, যখন পদার্থসকল দেবতাদিগের উপর নির্ভর করে নাই এবং করিবেক না। কোন কোন ধর্ম্মাবলম্বী ঈশ্বরকে সাকার ও কোন কোন ধর্ম্মাবলম্বী তাঁহাকে নিরাকার বলিয়া জ্ঞান করে কিন্তু সকলেই তাঁহাকে পুরুষ অর্থাৎ আত্মা বলিয়া বিশ্বাস করে। সকল মনুষ্য সকল বস্তুর সম্পূর্ণ ও নিত্য অলৌকিক নির্ভর স্থলকে পূর্ণস্বরূপ বলিয়া বিশ্বাস করে। একেশ্বরবাদী জাতি সকল বস্তুর নির্ভর স্থল একমাত্র অদ্বিতীয় পরমেশ্বরকে পূর্ণ পদার্থ বলিয়া বিশ্বাস করে। বহুদেবোপাসক জাতি তাহাদের উপাস্য দেবতা সমূহকে পূর্ণস্বরূপ বলিয়া বিশ্বাস করে। দৈববল অপেক্ষা বল নাই, দেবতারা সকল দেখিতেছেন ও সকল করিতেছেন, দেবতারা অমর ও সুখস্বরূপ, বহুদেবোপাসক জাতিদিগের মধ্যে প্রচলিত ঐ সকল বাক্য দ্বারা প্রমাণ হইতেছে যে তাহারা তাহাদিগের উপাসিত দেবতা সমূহকে পূর্ণতার আধার বলিয়া জ্ঞান করে। আবার কোন কোন বহুদেবোপাসক জাতি আপনাদিগের উপাসিত দেবতা সকলের মধ্যে একটী দেবতাকে পূর্ণস্বরূপ ও অন্য সকল দেবতা তাহার নিতান্ত অধীন এইরূপ বিশ্বাস করে। কোন কোন জাতি অধিক হস্ত ও অধিক মস্তক থাকাকে পূর্ণতার লক্ষণ বলিয়া জ্ঞান করে। কোন কোন জাতি নিরাকারত্বকে পূর্ণ-

তার লক্ষণ বলিয়া জ্ঞান করে। কোন কোন জাতি একটী পর্ব্বত অথবা বনের উপর নিয়ন্তৃত্বকে পূর্ণতার লক্ষণ বলিয়া জ্ঞান করে। তাহাদের হৃদয়ে পূর্ণতার উচ্চতর ভাব নাই। তাহাদের মন যেমন ক্ষুদ্র, জ্ঞান যেমন সংকীর্ণ, পূর্ণতার ভাবও তাহাদিগের তদ্রূপ। কোন কোন জাতি সমস্ত জগতের উপর নিয়ন্তৃত্বকে পূর্ণতার লক্ষণ বলিয়া জ্ঞান করে। পূর্ণতার ভাব ভিন্ন ভিন্ন হউক, কিন্তু সকল জাতি এক পূর্ণস্বরূপ পদার্থকে বিশ্বাস করে ইহার সন্দেহ নাই। অতএব স্থিরীকৃত হইতেছে যে, সকল বস্তুর সম্পূর্ণ ও নিত্য নির্ভর স্থল কোন পূর্ণ পুরুষ আছেন, এই বিশ্বাস সকল মনুষ্যেরই আছে।

স্বতঃসিদ্ধতা, আদিমত্ব, অবশ্য বিশ্বসনীয়তা এই সকল লক্ষণ থাকাতে সকল বস্তুর সম্পূর্ণ নির্ভর স্থল এক পূর্ণ পদার্থ আছে এই বিশ্বাসকে আত্ম প্রত্যয় বলা যায়। উহা পদার্থ বোধক আত্মপ্রত্যয়। পদার্থ বোধক আত্ম প্রত্যয়ের এক আকার স্বাভাবিক সংস্কার। এই স্বাভাবিক সংস্কারের প্রধান লক্ষণ এই যে তাহা অন্ধরূপে কার্য্য করে। যখন বিশেষ বিশেষ পক্ষী যে দেশে বসন্ত বিরাজ করিতেছে সেই সেই দেশের দিকে গমন করে, তখন সেই দেশ কোন্ দেশ অবিজ্ঞাত থাকিয়াও সেই দিকে গমন করে। যখন নব মধুমক্ষিকা প্রথম মধুগর্ভ পুষ্পের দিকে গমন করে, তখন মধু কি পদার্থ তাহা অবিজ্ঞাত থাকিলেও মধুগর্ভ পুষ্প দিকে গমন করে। মনুষ্যের আত্মা বাহ্য বিষয় কি আত্মাকে সহজ জ্ঞান দ্বারা যে রূপ স্পষ্ট রূপে অনুভব করে, ঈশ্বরকে সেরূপ অনুভব করিবার পূর্ব্বে এই অন্ধ সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া কার্য্য করে। তাহা ঈশ্বরকে অবিজ্ঞাত থাকিয়াও এই অন্ধ সংস্কারের বশ-বর্ত্তী হইয়া তাহার প্রতি নির্ভর জন্য তাঁহার দিকে গমন করে। কুক্কুটী যেমন একখণ্ড খড়িকে ভ্রমবশতঃ আপনার অণ্ডমনে করিয়া তাহাকে উত্তাপ প্রদান করে। সেইরূপ মনুষ্য নৈসর্গিক পদার্থ সকলকে ঈশ্বর মনে করিয়া তাহাদের উপাসনা করে। কিন্তু যখন তাহাদের মধ্যে কৌশলের সামান্য অনুভব করে তখন এক মাত্র অদ্বিতীয় সত্য স্বরূপ ঈশ্বরকে উপাসনা করে, তখন সে যে সহজ জ্ঞানের

দ্বারা পদার্থ সকল স্পষ্ট রূপে অনুভব করে, সেই সহজ জ্ঞান দ্বারা ঈশ্বরকেও স্পষ্টরূপে অনুভব করে। তখন যে ঈশ্বরকে তাহার আত্মা পূর্ব্বে স্বাভাবিক সংস্কার বশতঃ অন্ধরূপে অন্বেষণ করিতেছিল সেই ঈশ্বরকে প্রাপ্ত হয়। উল্লিখিত কৌশলের সামান্য অনুভব ঈশ্বরকে পদার্থ বোধক সহজ জ্ঞান দ্বারা স্পষ্ট রূপে অনুভবের উপলক্ষ স্বরূপ হয়।

উল্লিখিত সহজজ্ঞান দ্বারা ঈশ্বরের স্পষ্ট অনুভবের বিষয় নিম্নে বিবৃত হইতেছে।

একই প্রকার অনুভব শক্তিদ্বারা আমরা বাহ্য পদার্থ, আত্মা এবং ঈশ্বরকে অনুভব করি, কিন্তু যে অনুভব দ্বারা আমরা বাহ্য পদার্থকে অনুভব করি তাহা ইন্দ্রিয়ের সাহায্য দ্বারা করিয়া থাকি কিন্তু আত্মা এবং ঈশ্বর অনুভবকার্য্যে ইন্দ্রিয়ের সাহায্য আবশ্যক করে না। আমরা আপনাকে যে অনুভব করিতেছি তাহা ইন্দ্রিয়ের সাহায্য না লইয়া অনুভব করি-তেছি। আমি আমার মস্তক নহি, চক্ষু নহি, কর্ণ নহি, আমি আমার শরীর অথবা শরীরের অঙ্গ নহি, "আমি" পদার্থকে আমার ইন্দ্রিয় দ্বারা অনুভব করি না, ঈশ্বরকেও সেইরূপ কোন ইন্দ্রিয় দ্বারা আমি অনুভব করি না। একই প্রকার অনুভব শক্তি দ্বারা আমরা বাহ্য পদার্থ আত্মা ও ঈশ্বর অনুভব করিতেছি বলিয়া প্রাচীনেরা বলিয়া গিয়াছেন যে ঈশ্বর দৃষ্টব্যপদার্থ। পদার্থ বিদ্যা ইন্দ্রিয়গোচর পদার্থ প্রতিপাদন করে, মনোবিজ্ঞান এবং অধ্যাত্ম্য বিদ্যা আত্মাকে প্রতিপাদন করে এবং ব্রহ্ম বিদ্যা ঈশ্বরকে প্রতিপাদন করে। ইহারা প্রত্যেকে বিজ্ঞান শাস্ত্র। প্রত্যেক বিজ্ঞান শাস্ত্র যেমন কতকগুলি আত্ম প্রত্যয়ের উপর সংস্থাপিত, তেমনি ব্রহ্ম বিদ্যাও কতকগুলি আত্ম প্রত্যয়ের উপর সংস্থাপিত। অন্যান্য বিজ্ঞান শাস্ত্র যেমন দর্শন ও পরীক্ষা দ্বারা উন্নত হয়, তেমনি ব্রহ্মবিদ্যাও আধ্যা-ত্মিক দর্শন ও পরীক্ষা দ্বারা উন্নত হয়।

কোন ভৌতিক পদার্থ দর্শন করিলে যেমন আমারা এক কালে পদার্থের অস্তিত্ব ও গুণ সকল অনুভব করি তেমনি ঈশ্বরকে অনুভব করিবার সময় আমরা তাঁহার অস্তিত্বের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার কতকগুলি গুণ অনু-ভব করি। যেমন সম্মুখস্থিত বৃক্ষ অনুভব কালে তাহার আকৃতি ও বর্ণ

অনুভব করি, তেমনি ঈশ্বরকে অনুভব করিবার সময় তাঁহার নিরতিশয় মহত্ত্ব ও অস্তিত্ব ও তাঁহার প্রতি সকল পদার্থের সম্পূর্ণ নির্ভর অনুভব করি। ঈশ্বরকে অনুভব করিবার সময় আমরা তাঁহাকে অর্থাৎ নিরতিশয় মহৎ এবং অসীম পূর্ণ বলিয়া এবং সকল পদার্থ সম্পূর্ণরূপে নিত্যকাল নির্ভর করিতেছে বলিয়া অনুভব করি।

যখন ঈশ্বরানুভবের সঙ্গে কল্পনা মিশ্রিত থাকে তখন নানা উপধর্ম্ম ও কুসংস্কারের উৎপত্তি হয় কিন্তু যখন বিবেক অর্থাৎ বিচারের উদ্রেক হয় তখন প্রকৃত তত্ত্ব জ্ঞানের উদয় হয়। অসভ্য ও অজ্ঞানান্ধ লোকে কল্পনার বশবর্ত্তী হইয়া বিশ্বাস করে যে ঈশ্বরের নিরতিশয় মহত্ত্ব অনেক মস্তক ও অনেক হস্ত বিশিষ্ট প্রকাণ্ড শরীরের প্রতি নির্ভর করে। অতএব তাহারা তাঁহাকে ঐ প্রকার শরীর বিশিষ্ট বলিয়া বিশ্বাস করে, পরিমার্জ্জিত বুদ্ধি সম্পন্ন লোকেরা বিবেক দ্বারা স্থির করে যে ঈশ্বর যখন নিরতিশয় মহৎ তখন তিনি শরীরী হইতে পারেন না। এই প্রকার অজ্ঞানান্ধ অবস্থায় লোকে কল্পনার বশবর্ত্তী হইয়া ঈশ্বর সম্বন্ধীয় নানা প্রকার অমূলক প্রত্যয়ে বিশ্বাস করে কিন্তু বিবেক দ্বারা যখন তাহাদিগের হৃদয়ে জ্ঞানালোকের কিরণ স্ফুরণ হয় তখন তাহার আলোকে ঐ সকল অমূলক কল্পনা অন্তর্হিত হয়।

বিচার দ্বারা কি প্রকারে মনে প্রকৃত তত্ত্ব জ্ঞানের উদয় হয় তাহা নিম্নে প্রদর্শিত হইতেছে।

ঈশ্বর যখন সকল বস্তুর সম্পূর্ণ নির্ভর স্থল তখন সকল বস্তুর সৃজন, বর্ত্তমানতা, অস্তিত্ব ও শক্তি তাঁহার প্রতি সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিতেছে। সকল বস্তুই তাঁহারই দ্বারা সৃষ্ট হইয়াছে এবং তাঁহারই দ্বারা বিধৃত হইয়া স্থিতি করিতেছে। কোন কোন পণ্ডিত বলেন যে ঈশ্বর ও জগৎ উভয় নিত্যকাল আছে, ঈশ্বর জগতের নির্ম্মাতা ও নিয়ন্তা, স্রষ্টা নহেন। ঈশ্বর ও জগৎ উভয়েই নিত্যকাল বর্ত্তমান রহিয়াছে, আমরা এরূপ কখনই স্বীকার করিতে পারি না, যেহেতু আমাদিগের আত্ম প্রত্যয় এই যে ঈশ্বর অন্য সকল বস্তুর সম্পূর্ণ নির্ভর স্থল। জগৎ নিত্য পরমাণু দ্বারা ঈশ্বর কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছে ইহা মানিতে হইলে জগৎ ঈশ্বরের সম্পূর্ণরূপ অধীন ইহা মনে হয় না কিন্তু আমাদিগের আত্মপ্রত্যয় বলিয়া দিতেছে যে জগৎ ঈশ্বরের সম্পূর্ণরূপে অধীন।

অতএব প্রমাণ হইতেছে যে জগৎ ঈশ্বরের দ্বারা এক সময় সৃষ্ট হইয়াছিল। ভূতত্ত্ববেত্তারা পৃথিবী ও জ্যোতির্ব্বেত্তারা দ্যুলোক সম্বন্ধীয় যে সকল বিশাল পরিবর্ত্তনের কথা বলেন, জগৎ এক সময় সৃষ্ট না হইয়া কেবল সেই সকল পরিবর্ত্তনের প্রবাহ যে নিত্যকাল তাহাতে প্রবাহিত হইয়া আসিতেছে এমন নহে। জগৎ এক সময় সৃষ্ট হইয়াছিল, সৃষ্টির পর ঐ সকল পরিবর্ত্তন তাহাতে ঘটিয়াছে।

ঈশ্বর আত্মা কিন্তু তিনি নিরতিশয় মহান, অতএব তিনি শরীর বিশিষ্ট আত্মা নহেন এবং তাঁহাতে আত্মার নিকৃষ্ট গুণ সকল নাই। যখন শরীর নিকৃষ্ট পদার্থ এবং কাম ও ক্রোধাদি প্রবৃত্তি নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি, তখন সে সকল পূর্ণ পুরুষ পরমেশ্বরে থাকিতে পারে না। যখন যুক্তি, বিবেক, স্মরণ প্রভৃতি * মানসিক বৃত্তি স্বভাবতঃ ক্ষীণ, তখন সে সকল বৃত্তি ঈশ্বরে থাকিতে পারে না। যে আত্মার সমান আত্মা আছে অথবা যাহা অপেক্ষা অন্য আত্মা শ্রেষ্ঠ তাহা কখন নিরতিশয় মহান আত্মা নহে, ঈশ্বর যখন নিরতিশয় মহান তখন তিনি অদ্বিতীয়। যে আত্মা পরিমিত দেশ ব্যাপি ও পরিমিত কাল স্থায়ী সে আত্মা পূর্ণ আত্মা নহে। অতএব ঈশ্বর পরিমিত দেশ ব্যাপী অথবা পরিমিত কাল-স্থায়ী নহেন। তিনি অনন্ত দেশ ব্যাপী অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপী ও অনন্তকাল স্থায়ী অর্থাৎ নিত্য।

যে আত্মার জ্ঞান, শক্তি, করুণা ও আনন্দ নাই, তাহাকে পূর্ণ আত্মা বলা যায় না। অতএব সে সকল পূর্ণ পুরুষে আছে ও প্রত্যেক লক্ষণ তাঁহাতে পূর্ণ ভাবে আছে অর্থাৎ তিনি অনন্ত জ্ঞান, অনন্ত শক্তি, অনন্ত করুণা ও অনন্ত আনন্দবিশিষ্ট। যে আত্মা সম্পূর্ণ রূপে পবিত্র নহে তাঁহাকে কখনই পূর্ণ বলা যায় না অতএব ঈশ্বর সম্পূর্ণ রূপে পবিত্র।

উল্লিখিত বিচার আত্মপ্রত্যয়ের সাহায্য লইয়া কার্য্য করে, কিরূপে আত্মপ্রত্যয়ের সাহায্য লইয়া কার্য্য করে, তাহা নিম্নে প্রদর্শিত হইতেছে।

আমরা আত্মপ্রত্যয় দ্বারা জানিতেছি যে, উৎপত্তি, বর্ত্তমান অস্তিত্ব, ও শক্তির জন্য নির্ভরকে সম্পূর্ণ নির্ভর বলে। আমরা বিচার দ্বারা জানি-

* যুক্তি করিয়া বাহির করিতে হয়, বিবেচনা করিয়া স্থির করিতে হয়, অতএব এই সকল বৃত্তিকে ক্ষীণতা সূচক অবশ্য বলিতে হইবে।

তেছি যে, যখন ঈশ্বর সকল পদার্থের সম্পূর্ণ নির্ভরস্থল, তখন তিনি সকল বস্তুর উৎপত্তি, বর্ত্তমান অস্তিত্ব ও শক্তির নির্ভর স্থল।

আত্মপ্রত্যয় আমাদিগকে বলিয়া দেয় যে, শরীর নিকৃষ্ট পদার্থ ও কাম ক্রোধাদি প্রবৃত্তি নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি। বিবেক আমাদিগকে বলিয়া দেয় যে, যখন শরীর নিকৃষ্ট পদার্থ ও কাম ক্রোধাদি নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি তখন সে সকল পূর্ণ পুরুষ পরমেশ্বরে থাকিতে পারে না। আত্মপ্রত্যয় আমাদিগকে বলিয়া দেয় যে, যুক্তি, বিবেক, স্মরণ প্রভৃতি মানসিক বৃত্তি স্বভাবতঃ ক্ষীণ; বিবেক আমাদিগকে বলিয়া দেয় যে, সে সকল বৃত্তি যখন স্বভাবতঃ ক্ষীণ, তখন তাহা ঈশ্বরে নাই। আত্মপ্রত্যয় আমাদিগকে জানাইয়া দেয় যে, অদ্বিতীয়ত্ব পূর্ণতার লক্ষণ; বিবেক আমাদিগকে জানাইয়া দেয় যে, পূর্ণ পুরুষ যিনি তিনি অদ্বিতীয়। আত্মপ্রত্যয় আমাদিগকে বলিয়া দেয় যে, পরিমিত দেশ-ব্যাপিত্ব অথবা পরিমিত-কাল স্থায়িত্ব অপূর্ণতার লক্ষণ; বিবেক আমাদিগকে বলিয়া দেয়, সে সকল গুণ ঈশ্বরে থাকিতে পারে না। তিনি অনন্ত দেশব্যাপী অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপী ও অনন্তকালস্থায়ী অর্থাৎ নিত্য।

আত্মপ্রত্যয় আমাদিগকে বলিয়া দেয় যে, জ্ঞান, শক্তি, করুণা ও আনন্দ পূর্ণতার লক্ষণ; বিচার আমাদিগকে বলিয়া দেয় যে, যখন সে সকল পূর্ণতার লক্ষণ, তখন তাহা অবশ্য পূর্ণ পুরুষে আছে, ও প্রত্যেক লক্ষণ তাহাতে পূর্ণভাবে আছে, অর্থাৎ তিনি অনন্ত জ্ঞান, অনন্ত শক্তি, অনন্ত করুণা ও অনন্ত আনন্দ বিশিষ্ট। আত্মপ্রত্যয় আমাদিগকে বলিয়া দেয় যে, সম্পূর্ণ পবিত্রতা পূর্ণতার লক্ষণ; বিবেক আমাদিগকে বলিয়া দেয় যে, যিনি পূর্ণস্বরূপ তিনি অবশ্য সম্পূর্ণরূপে পবিত্র হইবেন।

ঈশ্বরের প্রকৃতি নির্ণায়ক আত্মপ্রত্যয় সকল বিবেক-সংঘটিত আত্ম-প্রত্যয়। সে সকল বিবেক অন্তর্গত মহত্ত্বামহত্ত্ব বোধবৃত্তি * সঞ্চারিত। সে সকল প্রত্যয় যে আত্মপ্রত্যয় তাহার প্রমাণ এই যে, সে সকল যৌক্তিক প্রমাণের প্রতি নির্ভর করে না অথচ তাহাতে আমরা না বিশ্বাস করিয়া থাকিতে পারি না; এবং সে সকল প্রত্যয়ের অন্তর্গত ভাব সকল মূলভাব।

---

* মহত্ত্বামহত্ত্ব-বোধ-বৃত্তি দ্বারা আমরা কি মহৎ কি অমহৎ, তাহা জানিতে সক্ষম হই।

উল্লিখিত প্রত্যয় সকলেতে কেন আমরা বিশ্বাস করি, তাহার কোন যৌক্তিক প্রমাণ দিতে পারি না, অথচ তাহাতে আমরা না বিশ্বাস করিয়া থাকিতে পারি না। জ্ঞান, শক্তি করুণাকে—শুদ্ধ জ্ঞান, শক্তি, করুণা নহে, অনন্ত জ্ঞান, অনন্ত শক্তি ও অনন্ত করুণাকে পূর্ণতার লক্ষণ বলিয়া কেন আমরা বিশ্বাস করি, শরীর ও আমাদিগের মানসিক বৃত্তি সকলকে কেন আমরা ক্ষীণ ও অপূর্ণ মনে করি, উৎপত্তি, বর্ত্তমান অস্তিত্ব ও শক্তি জন্য নির্ভরকে কেন আমরা সম্পূর্ণ নির্ভর জ্ঞান করি, ইহার কোন যৌক্তিক প্রমাণ আমরা দিতে পারি না, অথচ তাহাতে আমরা না বিশ্বাস করিয়া থাকিতে পারি না।

উল্লিখিত প্রত্যয় সকলের অন্তর্গত ভাব মূলভাব। মহত্ত্বের ভাব সামান্যতঃ মূলভাব; অধিকন্তু কোন বিশেষ পদার্থের মহত্ত্বের ভাব অন্য কোন মহৎ পদার্থের ভাব হইতে উৎপন্ন নহে। কোন বিশেষ পদার্থের মহত্ত্ব বা নিকৃষ্টত্ব সেই পদার্থেরই আছে অন্য পদার্থের নাই। এই কথা নিরতিশয় মহৎ পদার্থে আরো অধিক খাটে। নিরতিশয় মহত্ত্বের ভাব অন্য সকল প্রকার মহত্ত্বের ভাব হইতে সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন।

উল্লিখিত কারণবশতঃ প্রতীত হইতেছে যে উল্লিখিত প্রত্যয় সকল আত্মপ্রত্যয়। ঐ সকল আত্মপ্রত্যয়ের সাহায্য লইয়া উল্লিখিত বিচার কার্য্য সম্পাদিত হয় কিন্তু ঐ সমস্ত বিচারের পত্তনভূমি পদার্থ-বোধক সহজ জ্ঞান। সকল বস্তুর সম্পূর্ণ নির্ভর স্থল একজন পূর্ণ পুরুষ আছেন এই পদার্থ বোধক সহজ জ্ঞান না থাকিলে আদোবেই এ বিচারের উদ্রেক হইত না। ইহার পরে গ্রন্থের সকল স্থলে ঐ বিচারকে ঈশ্বর পদার্থ-বোধক সহজ জ্ঞানমূলক বিচার বাক্যে উক্ত করা যাইবেক।

আমাদিগের সম্পূর্ণ নির্ভরস্থল কোন পূর্ণ পুরুষ আছেন, কেবল এই পদার্থ বোধক সহজ জ্ঞানের প্রতি নির্ভর করিলে ঈশ্বর কেবল অগম, অগোচর, নিরঞ্জন, অদ্ভুত কারণ বলিয়া উপলব্ধ হয়েন। উল্লিখিত সহজ জ্ঞান আমাদিগকে কেবল এইমাত্র জানাইয়া দেয় যে, ঈশ্বর নিরতিশয় মহৎ। কিন্তু নিরতিশয় মহত্ত্বে কোন প্রকার বিদিত বা বচনীয় লক্ষণ না থাকিলেও না থাকিতে পারে। কিন্তু সহজ জ্ঞান আমাদিগকে ইহাও বলিয়া দেয় যে,

ঈশ্বর আত্মা। যদ্যপি তিনি আমাদিগের আত্মার ন্যায় আত্মা নহেন তথাপি যখন তিনি আত্মা, তখন তিনি কিয়ৎ পরিমাণে বিদিতব্য ও বচনীয়। যে মূল হইতে ঈশ্বরের অস্তিত্ব ও অনির্ব্বচনীয়ত্ব আমরা জানিতে পারিতেছি, সেই মূল হইতে আমরা জানিতেছি যে তিনি কিয়ৎ পরিমাণে বিদিতব্য ও বচনীয়। আত্মপ্রত্যয় হইতে যেমন প্রথমোক্ত সত্য লাভ করিতেছি, তেমনি আবার শেষোক্ত সত্য লাভ করিতেছি। এক বিষয়ে আত্মপ্রত্যয়কে বিশ্বাস করা ও অন্য বিষয়ে তাহাতে বিশ্বাস না করা অনুচিত। যদি ঈশ্বরের অস্তিত্বে ও অনির্ব্বচনীয়ত্বে বিশ্বাস করিতে হয়, তবে তিনি কিয়ৎ পরিমাণে বচনীয় ইহাও বিশ্বাস করিতে হইবে।

সকল পদার্থের সম্পূর্ণ নির্ভরস্থল কোন পূর্ণ পদার্থ আছে, এই প্রত্যয় প্রায় সকল মনুষ্যের হৃদয়ে বিরাজিত আছে, কিন্তু ঈশ্বরের প্রকৃতি-নির্ণায়ক সত্য প্রত্যয় সকল মনুষ্যের হৃদয়ে বিরাজমান নাই। তাহার কারণ এই যে, নিজের অপূর্ণতা বোধরূপ উপলক্ষ সকলের সম্বন্ধে ঘটে; ঐ উপলক্ষের ঘটনা হইলেই আমাদিগের মনে আমাদের সম্পূর্ণ নির্ভরস্থল পূর্ণ পদার্থে বিশ্বাস সঞ্চারিত হয়; আর ঈশ্বরের প্রকৃতি সম্বন্ধীয় বিচাররূপ উপলক্ষ সকলের সম্বন্ধে ঘটে না, এই জন্য ঈশ্বরের প্রকৃতি সম্বন্ধীয় সত্য প্রত্যয় সকলের হৃদয়ে বিদ্যমান নাই। বিশেষতঃ কেবল পদার্থ-বোধক আত্মপ্রত্যয়; বিবেক-সংঘটিত আত্মপ্রত্যয় ও তন্মূলক বিচার এই তিনের সংযুক্ত কার্য্য দ্বারা যে প্রকৃত ঈশ্বর-তত্ত্ব জ্ঞানের উদয় হয় তাহাও নহে। কার্য্য-মূলক যুক্তির সহকারিতাও না পাইলে ঐ জ্ঞানের উদয় হয় না। ঈশ্বর-তত্ত্ব-জ্ঞান কার্য্যমূলক যুক্তির অতীত কিন্তু তৎসহকারে তাহা মানবমনে উদিত হয়। ঈশ্বর তত্ত্বজ্ঞান কার্য্য মূলক যুক্তির অতীত তাহা এই গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়ে ও তাহা তৎসহকারে মানবমনে উদিত হয়, তাহা ইহার তৃতীয় অধ্যায়ে প্রদর্শিত হইবে।

ঈশ্বরকে আমরা যতদূর জানি না কেন, তথাপি তিনি আমাদের বাক্য মনের অগোচর, অগম, অনির্দ্দেশ্য পদার্থ থাকেন। যখন তিনি অনন্ত পদার্থ, তখন অন্তবৎ পদার্থ যে আমরা, আমরা তাঁহাকে কি প্রকারে বোধগম্য করিতে পারিব। তাঁহার স্বরূপ আমাদের সম্বন্ধে নিবিড় অন্ধকারে আবৃত।

তাহা সূর্য্যও প্রকাশ করিতে পারে না, চন্দ্র তারকও প্রকাশ করিতে পারে না, এই বিদ্যুৎ সকলও প্রকাশ করিতে পারে না, অগ্নি কি প্রকারে প্রকাশ করিবে? ঈশ্বরের স্বরূপ রূপ গাঢ় তিমিরাচ্ছন্ন অতলস্পর্শ সমুদ্র কেবল ঈশ্বরেরই দ্বারা পরিমেয়।

ঈশ্বরকে আমরা কিয়ৎ পরিমাণে জানিতে সক্ষম হই, আর অধিক পরিমাণে জানিতে সক্ষম হই না। এই জন্য প্রাচীনেরা বলিয়া গিয়াছেন যে, ঈশ্বরকে আমরা জানি যে এমনও নহে, না জানি যে এমনও নহে।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

ঈশ্বরতত্ত্ব সংস্থাপনে কার্য্যমূলক যুক্তির ক্ষীণতা।

আত্মপ্রত্যয় ও ভাবমূলক যুক্তি যেরূপ ঈশ্বরতত্ত্ব সংস্থাপন করে, কার্য্য-মূলক যুক্তি সেরূপ সংস্থাপন করিতে সক্ষম হয় না।

কার্য্যমূলক যুক্তিদ্বারা প্রমাণীকৃত হয় না যে, বস্তু সকলের অনাদি নির্ভর স্থল আছে। কার্য্যমূলক যুক্তি দ্বারা এইরূপ প্রতিপন্ন হয় যে কারণের কারণ, আবার তার কারণ, আবার তাহার কারণ, এইরূপ কারণের অনন্তশ্রেণী চলিয়া গিয়াছে, তদ্দ্বারা অনাদি কারণের অস্তিত্ব স্থিরীকৃত হয় না। অনাদি নির্ভর স্থলে বিশ্বাস যে আত্ম-প্রত্যয়মূলক ইহা প্রথম অধ্যায়ে প্রদর্শিত হইয়াছে।

আমরা দেখিতেছি, যে, কৌশলের কারণ জ্ঞান। অতএব যখন জগতে কৌশল দৃষ্ট হইতেছে তখন সে কৌশলের কারণ কোন জ্ঞানবান্ পুরুষ আছেন ইহা প্রমাণ হইতেছে। এ যুক্তি দ্বারা জগতে প্রদর্শিত কৌশলের কারণ কোন জ্ঞানবান পুরুষ আছেন এইমাত্র প্রমাণীকৃত হয়, তাহার অধিক প্রমাণীকৃত হয় না। এ যুক্তিতে ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ এরূপ প্রমাণ করা যাইতে পারে না। যেহেতু কৌশল উদ্ভাবনের ক্ষমতা ও সর্ব্বজ্ঞতা এই দুই গুণ পরস্পর ভিন্ন। এ যুক্তিতে ঈশ্বর জগতের স্রষ্টা ইহাও প্রমাণ করা যাইতে পারে না; তিনি জগৎ-নির্ম্মাতা এইমাত্র প্রমাণ হয়। কুম্ভকার যেমন মৃত্তিকার আশ্রয় লইয়া কুম্ভ প্রস্তুত করে, তেমনি তিনি নিত্য পরমাণুর আশ্রয় লইয়া জগৎ সৃষ্টি করিয়া থাকিলেও থাকিতে পারেন। এ যুক্তিতে ঈশ্বর যে অদ্যাপি বর্ত্তমান আছেন তাহারও নিশ্চয় হয় না। যন্ত্রকার যেমন যন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়া মরিয়া যায়, তেমনি ঈশ্বর এই জগৎ-রূপ যন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়া এক্ষণে না থাকিলেও না থাকিতে পারেন।

জগতে কৌশলের সমানতা দৃষ্ট হইতেছে, অতএব ঈশ্বর এক মাত্র অদ্বিতীয়। কিন্তু এ যুক্তি, জগতে যে সকল পদার্থের মধ্যে দৃঢ়তর সম্বন্ধ আমরা অনুভব

করিতে সক্ষম হই, কেবল সেই সকল পদার্থ সম্বন্ধে খাটে, অন্য পদার্থ সম্বন্ধে খাটে না। আমরা জগতের সকল পদার্থের মধ্যে দৃঢ়তর সম্বন্ধ উজ্জ্বল রূপে দেখিতে পাই না। বিশেষতঃ এ জগৎ হইতে সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন যদি কোন জগৎ থাকে, তবে তৎসম্বন্ধে উল্লিখিত যুক্তি আদবে খাটে না।

যুক্তি দ্বারা ঈশ্বরের সর্ব্বশক্তিমত্তার সহিত তাঁহার সম্পূর্ণ মঙ্গল স্বরূপের সমন্বয় করা যাইতে পারে না। যখন জগতে দুঃখ ক্লেশ দৃষ্ট হইতেছে, তখন তাঁহাকে যদি সর্ব্বশক্তিমান্ বলা যায়, তবে তাঁহাকে নিষ্ঠুরপ্রকৃতি বলিয়া মানিতে হয়। যেহেতু তিনি ক্লেশ একবারে না দিবার ক্ষমতা সত্ত্বেও ক্লেশ দিতেছেন। আব আবার যদি তাঁহাকে সম্পূর্ণ মঙ্গলস্বরূপ মানা হয়, তবে তাঁহাকে সর্ব্বশক্তিমান্ মানা হইতে পারে না। যেহেতু সম্পূর্ণ মঙ্গলাভিপ্রায় সত্ত্বেও তাঁহাকে ক্লেশবিধান করিতে হইয়াছে। অতএব প্রতিপন্ন হইতেছে যে, যুক্তি দ্বারা তাঁহার সর্ব্বশক্তিমত্তার সহিত তাঁহার সম্পূর্ণ মঙ্গল স্বরূপের সমন্বয় করা যাইতে পারে না। অতএব ঈশ্বর সর্ব্বশক্তিমান্ ও সম্পূর্ণ মঙ্গলময়, ইহা সংস্থাপন করিতে যুক্তি অক্ষম বলিতে হইবে।

পাপ করিলে মনে আত্মগ্লানির উদয় হয় ও পুণ্য করিলে তাহাতে আত্মপ্রসাদের সঞ্চার হয়, অতএব ঈশ্বর পাপের প্রতি অপ্রসন্ন ও পুণ্যের প্রতি প্রসন্ন। এ যুক্তিতে ঈশ্বর সম্পূর্ণরূপে পাপের প্রতি অপ্রসন্ন ও পুণ্যের প্রতি প্রসন্ন এবং তিনি নিজে পবিত্র স্বরূপ, এমন প্রমাণীকৃত হয় না। যেহেতু দেখা যাইতেছে যে, কোন কোন পাপী ব্যক্তি সুখ লাভ করিতেছে ও কোন কোন পুণ্যবান্ ব্যক্তি ক্লেশ পাইতেছে। পৃথিবীতে পাপ পুণ্যের দণ্ড পুরস্কারের সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য নাই। অতএব ঈশ্বর পবিত্রস্বরূপ ইহা সংস্থাপন করিতে কার্য্যমূলক যুক্তি অক্ষম, ইহা প্রতীত হইতেছে। যদ্যপি স্বীকার করা যায় যে, ঈশ্বর সম্পূর্ণরূপে পুণ্যের প্রতি প্রসন্ন ও পাপের প্রতি অপ্রসন্ন ইহা কার্য্যমূলক যুক্তি সংস্থাপন করিতে সক্ষম, তথাপি ইহা অবশ্য বলিতে হইবে যে, ঈশ্বর সম্পূর্ণরূপে পবিত্রস্বরূপ ইহা কার্য্যমূলক যুক্তি সপ্রমাণ করিতে অক্ষম, যেহেতু ঈশ্বর ধর্ম্মের প্রতি প্রসন্ন ও অধর্ম্মের প্রতি অপ্রসন্ন হইয়াও নিজে অপবিত্রস্বরূপ হইতে পারেন।

তৃতীয় অধ্যায়।

ঈশ্বরতত্ত্ব সংস্থাপনে কার্য্যমূলক যুক্তির আবশ্যকতা।

ইহা প্রদর্শিত হইয়াছে যে কল্পনা তত্ত্ব জ্ঞানকে স্ফুরিত হইতে দেয় না। আর বিবেক অর্থাৎ বিচার সেই জ্ঞানের উদ্রেক বিলক্ষণ করে। প্রকৃতরূপে বলিতে গেলে উল্লিখিত বিচার দ্বারা ঈশ্বরতত্ত্বজ্ঞান মনে উদিত হয়। কিন্তু ঐ বিচারের প্রতি কার্য্যমূলকযুক্তি অনেক সহকারিতা করে। কার্য্যমূলক যুক্তি ঐ বিচারের উপলক্ষ স্বরূপ কার্য্য করে।

প্রথমে মনুষ্য কল্পনাবশতঃ আপনাতে শক্তি ও জ্ঞানের সংযোগ দেখিয়া এবং অন্য কোন বস্তুই শক্তিশূন্য নহে,ইহা উপলব্ধি করিয়া সে সকলকে প্রাণ-বিশিষ্ট অথবা মনুষ্যাকার কল্পিত পুরুষের অধিষ্ঠানস্থল বলিয়া মনে করে এবং সেই সকল কল্পিতপ্রাণ অথবা মনুষ্যাকার পুরুষকে পূর্ণস্বরূপ অলৌকিক পুরুষ জ্ঞান করতঃ তাহাদের উপাসনায় প্রবৃত্ত হয়। এই প্রকারে কল্পনা, ঈশ্বর এক মাত্র অদ্বিতীয়, এই জ্ঞানের উদয় হইতে দেয় না। তৎপরে যখন মনুষ্য জগতের দৃশ্যমান পদার্থের মধ্যে দৃঢ় সম্বন্ধ ও তাহাতে কৌশল দর্শন করে, তখন, সেই সকল পদার্থের নির্ভরস্থল একমাত্র অদ্বিতীয় পুরুষ আছেন, এই কার্য্যমূলক যুক্তি সহকারে তাহার হৃদয়ে ও বিবেক প্রভাবে এই জ্ঞানের উদয় হয় যে, সমস্ত জগতের সম্পূর্ণ নির্ভরস্থল একমাত্র অলৌকিক পুরুষ আছেন ; আর যদি এমন সকল জগত থাকে যাহার সহিত ইহার কিছুমাত্র সম্বন্ধ নাই তাহারও নির্ভরস্থল তিনি। এই পরম সত্য কার্য্যমূলক যুক্তি দ্বারা সম্পূর্ণ-রূপে প্রমাণীকৃত হয় না এবং তাহা ঈশ্বর পদার্থবোধক আত্মপ্রত্যয় মূলক বিচার দ্বারা * মানবহৃদয়ে সঞ্চারিত হয়, ইহা পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে। কার্য্যমূলক যুক্তি ঐ বিচারের উপলক্ষ স্বরূপ কর্ম্ম করে।

---

* এই বিচার প্রথম অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে।

জগৎ কার্য্যে কৌশল দৃষ্ট হইতেছে অতএব জগৎ কাহারো কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছে। এই কার্য্যমূলক যুক্তিসহকারে ঈশ্বর পদার্থবোধক আত্মপ্রত্যয় ও তন্মূলক বিচার দ্বারা এই পরমসত্য জ্ঞান মনুষ্যের মনে উদিত হয় যে, সমস্ত জগৎ এক সময় সৃষ্ট হইয়াছিল। কার্য্যমূলক যুক্তি জগতের কেবল দৃশ্যমান পদার্থের রচনা মাত্র প্রমাণ করিতে সমর্থ হয়, তাহা সমস্ত জগতের সৃজন প্রমাণ করিতে সক্ষম হয় না, ইহা পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে এবং জগত ঈশ্বর দ্বারা সৃষ্ট হইয়াছে,এই সত্য জ্ঞান ঈশ্বর পদার্থবোধক সহজ জ্ঞান মূলক বিচার দ্বারা মানবহৃদয়ে উদিত হয়, ইহাও পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে। কার্য্যমূলক যুক্তি ঐ বিচারের উপলক্ষ স্বরূপ,কার্য্য করে। জগৎ কার্য্যে কৌশল দৃষ্ট হইতেছে অতএব ঈশ্বর জ্ঞানবান পুরুষ এই কার্য্যমূলক যুক্তি সহকারে পদার্থবোধক সহজ জ্ঞান মূলক বিচার দ্বারা এই জ্ঞানের উদয় হয় যে ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ অর্থাৎ অনন্ত-জ্ঞান বিশিষ্ট পুরুষ। ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ ইহা কার্য্যমূলক যুক্তি দ্বারা সম্পূর্ণরূপ প্রমাণিত হয় না এবং তাহা ঈশ্বর পদার্থবোধক সহজজ্ঞান মূলক বিচার দ্বারা মানব মনে উদিত হয়, ইহা পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে। কার্য্যমূলক যুক্তি ঐ বিচারের উপলক্ষ স্বরূপ কার্য্য করে।

প্রথমে মনুষ্য জগতে দুঃখ ক্লেশ দেখিয়া অলৌকিক পুরুষকে নিষ্ঠুর ও কোপনস্বভাব বলিয়া বিশ্বাস করে, কিন্তু যখন বিজ্ঞান দ্বারা অবগত হয় যে, অধিকাংশ নৈসর্গিক নিয়মের অভিপ্রায় মঙ্গল, তখন, তাহাদের সংস্থাপক অনেক পরিমাণে মঙ্গলময়, এই কার্য্যমূলক যুক্তিসহকারে ঈশ্বর পদার্থবোধক আত্মপ্রত্যয় মূলক বিচার দ্বারা এই জ্ঞানের উদয় হয় যে, পরমেশ্বর সম্পূর্ণ মঙ্গলময়। ঈশ্বর সম্পূর্ণ মঙ্গলময় ইহা কার্য্যমূলক যুক্তিদ্বারা সম্পূর্ণরূপে প্রমাণ হয় না এবং তাহা ঈশ্বর পদার্থ বোধক সহজ জ্ঞানমূলক বিচার দ্বারা মানব-মনে উদিত হয়, তাহা পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে। কার্য্যমূলক যুক্তি ঐ বিচারের উপলক্ষ স্বরূপ কার্য্য করে।

প্রথমে মনুষ্য কল্পনাবশতঃ ঈশ্বরের মনুষ্যবৎ মানসবিকার ও ইচ্ছার পুনঃ পুনঃ পরিবর্ত্তন আছে এমত বিশ্বাস করে কিন্তু যখন তাহারা দেখে যে,জগতের দৃশ্যমান পদার্থ সকল নির্দ্দিষ্ট নিয়মানুসারে কার্য্য করিতেছে, তখন, তাহাদের কর্ত্তা নির্ব্বিকার, এই কার্য্যমূলক যুক্তি সহকারে ঈশ্বর পদার্থ বোধক সহজ-

জ্ঞানমূলক বিচার দ্বারা এই জ্ঞানের উদয় হয় যে, ঈশ্বর কেবল সেই সকল পদার্থ সম্বন্ধে নির্ব্বিকার নহেন, তিনি সম্পূর্ণরূপে নির্ব্বিকার। জগৎ দেখিয়া কার্য্যমূলক যুক্তি দ্বারা আমরা কখনই স্থির করিতে পারি না যে, ঈশ্বর সম্পূর্ণরূপে নির্ব্বিকার, যেহেতু জগতের আমরা সকল দেশ দেখিতেছি না। কার্য্যমূলকযুক্তি উল্লিখিত বিচারের কেবল উপলক্ষ স্বরূপ কার্য্য করে।

অসভ্য অজ্ঞানান্ধ অবস্থায় যখন মনুষ্যের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য জ্ঞান অনুন্নত থাকে তখন মনুষ্য ঈশ্বরের প্রকৃতির উপর মানবীয় দোষারোপ করে কিন্তু যখন তাহাদের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য জ্ঞান উন্নত হয় এবং পাপ করিলে মনে আত্মগ্লানি জন্মে ও পুণ্য করিলে আত্মপ্রসাদের উদয় হয়, তখন, যিনি এরূপ আত্মগ্লানি ও আত্মপ্রসাদের সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনি অবশ্য পাপের প্রতি অপ্রসন্ন ও পুণ্যের প্রতি প্রসন্ন হইবেন, এই কার্য্যমূলক যুক্তি সহকারে ঈশ্বর পদার্থবোধক সহজ জ্ঞানমূলক বিচার দ্বারা এই পরমতত্ত্বের উদয় হয় যে, ঈশ্বর সম্পূর্ণরূপে পুণ্যের প্রতি প্রসন্ন ও পাপের প্রতি অপ্রসন্ন এবং সম্পূর্ণরূপে পবিত্র স্বরূপ। ঈশ্বর সম্পূর্ণ রূপে পবিত্র ইহা কার্য্যমূলক যুক্তিদ্বারা সম্পূর্ণরূপে প্রমাণ হয় না এবং তাহা ঈশ্বরপদার্থবোধক সহজ জ্ঞানমূলক বিচারদ্বারা মানব-মনে উদিত হয় তাহা পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে। কার্য্যমূলক যুক্তি উল্লিখিত বিচারের উপলক্ষস্বরূপ কার্য্য করে। 27,041

ঈশ্বরের প্রকৃতি নির্দ্ধারণ কার্য্যে কার্য্যমূলক যুক্তি অত্যন্ত আবশ্যক তাহা উপরে প্রদর্শিত হইল। কল্পনা ঈশ্বরের প্রকৃতি সম্বন্ধীয় জ্ঞানকে স্ফুরিত হইতে দেয় না, কার্য্যমূলক যুক্তি তাহার স্ফুরণের সম্বন্ধে অত্যন্ত সহায়তা করে। এমন কি উল্লিখিত যুক্তির যদি কোন হেতু না থাকিত, আর সুতরাং সে যুক্তি যদি উদ্ভাবিত না হইত, তবে উক্ত জ্ঞান আদবেই স্ফুরিত হইত না। মনে কর, যদি জগতে দৃশ্যমান বস্তুর পরস্পর বিলক্ষণ অসম্বন্ধ থাকিত, তবে, তাহাদের নির্ভর স্থল এক মাত্র, এই কার্য্যমূলক যুক্তির উদয় হইত না। সুতরাং ঈশ্বর অদ্বিতীয় এই তত্ত্বস্ফুরণের প্রতি অত্যন্ত ব্যাঘাত জন্মিত। যদি জগতে কেবলই দুঃখ ক্লেশ দৃষ্ট হইত, সুখ কিছুমাত্র না থাকিত, তাহা হইলে এই কার্য্যমূলক যুক্তি উদ্ভাবিত হইত না যে জগতের দৃশ্যমান পদার্থ সৃজনের উদ্দেশ্য মঙ্গল। ঐ যুক্তি উদ্ভাবিত না হইলে এই

জ্ঞানের উদয় হইত না যে ঈশ্বর সম্পূর্ণরূপে মঙ্গলময়। মনের এক বৃত্তির সহিত অন্যবৃত্তির সম্বন্ধ আছে, মানসিক এক কার্য্যের সহিত অন্য কার্য্যের সম্বন্ধ আছে। জগতীয় পদার্থের জ্ঞান অর্থাৎ বিজ্ঞান ও তন্মূলক যুক্তি অর্থাৎ কার্য্যমূলকযুক্তির সহিত ঈশ্বরজ্ঞানোদয়ের দৃঢ়তর সম্বন্ধ আছে। ধর্ম্মতত্ত্বপ্রত্যয়ের স্ফুরণ ও পরিশোধন জন্য বিজ্ঞান এতদ্রূপ আবশ্যক যে, হয় ত বিজ্ঞানাভাবে অধুনাতন কালের সকল লোক অদ্যাপি অশুভাধিষ্ঠাত্রী কদর্য্যপ্রকৃতি কদর্য্যাকার কল্পিত দেবদেবী সকলের উপাসনা করিত। কিন্তু কার্য্য মূলকযুক্তি যদিও এতদ্রূপ আবশ্যক তথাপি পদার্থবোধক আত্মপ্রত্যয় ও বিবেক সংঘটিত আত্মপ্রত্যয় আমাদিগের ঈশ্বর জ্ঞানের প্রধানমূলস্বরূপ বলিতে হইবে। ঐ আত্মপ্রত্যয় ব্যতীত যুক্তি কতদূর গমন করিতে সক্ষম হয়? ঐ আত্মপ্রত্যয় বশতঃ আমরা ভ্রমবণশীল পদার্থ মধ্যে থাকিয়াও এক অমর নিত্য অবিনাশী পদার্থে বিশ্বাস করি; ঐ আত্মপ্রত্যয় বশতঃ আমরা অন্তবৎ পদার্থ সকলের মধ্যে অবস্থিতি করিয়াও এক অনন্ত পদার্থে বিশ্বাস করি; ঐ আত্মপ্রত্যয় বশতঃ আমরা বিচিত্রতা মধ্যে সংস্থাপিত হইয়াও একমাত্র অদ্বিতীয় পদার্থে বিশ্বাস করি; ঐ আত্ম-প্রত্যয় বশতঃ আমরা দর্শনের বিষয়ীভূত পদার্থ সকলের মধ্যে স্থিত থাকিয়াও এক ইন্দ্রিয়াতীত অদৃশ্য অলক্ষ্য পদার্থের অস্তিত্বে বিশ্বাস করি; ঐ আত্মপ্রত্যয় বশতঃ আমরা জগতে দুঃখ ক্লেশ দেখিয়াও এক পূর্ণ মঙ্গলস্বরূপ পদার্থে বিশ্বাস করি।

কার্য্যমূলক যুক্তি যেমন ঈশ্বরতত্ত্ব প্রত্যয়ের স্ফুরণের প্রতি সহকারিতা করে, তেমনি তাহা স্ফুরিত হইলে তাহার বিলক্ষণ পোষকতা করে। জগত্-কার্য্যে কৌশল দৃষ্ট হইতেছে অতএব তাহা অবশ্য কোন পুরুষ দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছে, এই যুক্তি, জগত ঈশ্বর দ্বারা সৃষ্ট হইয়াছে, এই তত্ত্বের বিলক্ষণ পোষকতা করে। বিশাল জগত-কার্য্যে কৌশল দৃষ্ট হইতেছে অতএব তাহার নির্ম্মাতার ইচ্ছা ও প্রভূত জ্ঞান আছে, এই যুক্তি ঈশ্বরের ইচ্ছা ও অনন্ত জ্ঞান আছে, এই তত্ত্বের বিলক্ষণ পোষকতা করিতেছে। জগতকার্য্যে কৌশলের একতা দৃষ্ট হইতেছে অতএব দৃশ্যমান জগতের নির্ম্মাতা এক, এই যুক্তি, ঈশ্বর এক মাত্র অদ্বিতীয়, এই তত্ত্বের সুন্দররূপে পোষকতা করি-

তেছে। দৃশ্যমান জগত নির্দ্দিষ্ট নিয়মানুসারে চলিতেছে অতএব তাহার নির্ম্মাতা নির্ব্বিকার, এই যুক্তি, ঈশ্বর সম্পূর্ণরূপে নির্ব্বিকার, এই তত্ত্বের বিলক্ষণ পোষকতা করিতেছে। দৃশ্যমান জগতের নিয়ম সকলের উদ্দেশ্য মঙ্গল অতএব তাহার রচয়িতা মঙ্গলময়, এই যুক্তি, ঈশ্বর সম্পূর্ণরূপে মঙ্গলময়, এই তত্ত্বের সুন্দর রূপে পোষকতা করিতেছে। যখন পাপ করিলে আত্ম-গ্লানি উপস্থিত হয় ও লোকের ঘৃণার আস্পদ হইতে হয় এবং পুণ্য করিলে আত্ম-প্রসাদের সঞ্চার হয়, তখন এরূপ আত্মগ্লানি ও আত্মপ্রসাদের স্রষ্টা ঈশ্বর অবশ্যই পাপের প্রতি অপ্রসন্ন ও পুণ্যের প্রতি প্রসন্ন, এই যুক্তি, ঈশ্বর সম্পূর্ণরূপে পবিত্র স্বরূপ, এই তত্ত্বের বিলক্ষণ পোষকতা করে।

কোন কোন যুক্তি ঈশ্বরতত্ত্ব প্রত্যয়ের স্ফুরণের প্রতি সহকারিতা না করিয়া কেবল তাহার পোষকতা করে। তাহার একটী দৃষ্টান্ত নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে।

যখন আমাদের ক্ষুধার বিষয় আহার আছে, তৃষ্ণার বিষয় জল আছে, আসঙ্গ-লিপ্সার বিষয় অন্য লোকের সহবাস আছে, এইরূপ যখন আমাদিগের প্রত্যেক প্রবৃত্তির বিষয় আছে, তখন, সকল প্রবৃত্তি অপেক্ষা প্রবল পূর্ণ পুরুষের প্রতি নির্ভর প্রবৃত্তির বিষয় পূর্ণপুরুষ নাই, ইহা কিপ্রকারে সম্ভব হয়? যখন অন্য সকল প্রয়োজন পূরণার্থ নৈসর্গিক বিধান আছে, তখন শ্রদ্ধা ভক্তি ও প্রীতিবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য পূর্ণ পুরুষের অস্তিত্বরূপ নৈসর্গিক বিধান নাই, ইহা কি প্রকারে বলা যাইতে পারে? এই যুক্তি ঈশ্বরতত্ত্ব সম্বন্ধীয় আত্ম-প্রত্যয়ের বিলক্ষণ পোষকতা করিতেছে। স্বভাব যাঁহাদিগের দেবতা তাঁহারা স্বভাবকে এ বিষয়ে কেন বিশ্বাস করেন না বলা যায় না।

ঈশ্বর-সম্বন্ধীয় যেসকল কার্য্য-মূলক যুক্তি ক্ষীণ, আত্মপ্রত্যয় দ্বারা তাহাদের অপূর্ণতার পূরণ হয়, আর যে সকল কার্য্যমূলক যুক্তি বলবতী, তাহা সুন্দররূপে আত্মপ্রত্যয়ের পোষকতা করে।

চতুর্থ অধ্যায়।

ঈশ্বরতত্ত্ব-প্রত্যয় ক্রমে স্ফুরিত হয়।

প্রথম অধ্যায়ে প্রদর্শিত হইয়াছে যে, সকল পদার্থের সম্পূর্ণ নির্ভরস্থল কোন পূর্ণ-পদার্থ আছে, এই বুদ্ধি সংঘটিত আত্মপ্রত্যয় প্রথমে মানব-মনে উদিত হয় ; তৎপরে মহত্ত্ব-বোধ-বৃত্তি ও ভাবমূলক যুক্তি উভয়ের সংযুক্ত কার্য্যদ্বারা ঈশ্বরতত্ত্বজ্ঞান তাহাতে উদিত হয় । ঐ অধ্যায়ে দেখান গিয়াছে যে, ঈশ্বরতত্ত্বজ্ঞান একবারে সহসা মানবমনে উদিত হয় না। তৃতীয় অধ্যায়ে প্রদর্শিত হইয়াছে যে, অনেক পরিমাণে কার্য্যমূলক যুক্তিরূপ উপলক্ষ না ঘটিলে ও তাহার সহকারিতা না পাইলে উল্লিখিত বৃত্তিদ্বয় ঈশ্বরতত্ত্ব জ্ঞানের সঞ্চার করিতে সমর্থ হয় না।

প্রথম অধ্যায়ে ও তৃতীয় অধ্যায়ে যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহা পাঠ করিলে প্রতীত হইবে যে, মনুষ্যের ধর্ম্মোন্নতি সংসাধন কার্য্য ক্রমে ক্রমে সম্পাদিত হয়। অন্য সকল প্রকার জ্ঞান যেমন প্রথমে অনতিস্ফুট থাকে, তৎপরে ক্রমে পরিস্ফুট হইয়া আইসে ঈশ্বরজ্ঞানও তদ্রূপ। যেমন তামসী নিশাতে অজ্ঞাত প্রদেশে সন্মুখস্থ কোন বৃহৎ অট্টালিকাকে দেখিয়া কেবল সন্মুখে একটি অট্টালিকা মাত্র আছে এই বোধ হয়, দিবালোক সমুদিত না হইলে তাহা কি প্রকার অট্টালিকা তাহা জানা যায় না, সেইরূপ, কোন পূর্ণ পুরুষ আছেন, মনুষ্য প্রথমে এইমাত্র জানিতে সক্ষম হয়, তৎপরে জ্ঞানালোকের উদয় হইলে তাঁহাকে বিশেষরূপে জানিতে পারে। যাঁহারা মনুষ্যের অজ্ঞানান্ধ অবস্থার ধর্ম্মের সহিত সভ্যাবস্থার ধর্ম্মের তুলনা করিয়া উভয়ের মধ্যে কোন সম্বন্ধ দেখিতে পান না, তাঁহারা বৃক্ষবীজের সহিত ফলফুলে পরিশোভিত বিস্তীর্ণছায়াপ্রদ মহোপকারী মহাদ্রুমের তুলনা করিয়া দুয়ের মধ্যে কোন সম্পর্ক না দেখিলেও না দেখিতে পারেন। কিন্তু

বাস্তবিক যেমন বৃক্ষ-বীজের সহিত বৃক্ষের সম্বন্ধ আছে তেমনি মনুষ্যের অজ্ঞানান্ধ অবস্থার ধর্ম্মের সহিত জ্ঞানালোক সমুজ্জ্বলিত অবস্থার ধর্ম্মের সম্বন্ধ আছে। অন্য সকল প্রকার জ্ঞানের উন্মেষ জন্য যেমন ঈশ্বর-বাক্য আবশ্যক করে না তেমনি ঈশ্বর জ্ঞানের উন্মেষ জন্য ঈশ্বরের আত্মপরিচয় প্রদান আবশ্যক করে না। অন্য বিষয় সম্বন্ধীয় ভ্রমাত্মক মতের উচ্ছেদ জন্য যেমন ঈশ্বর প্রত্যাদেশ আবশ্যক করে না, তেমনি ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় ভ্রমাত্মক মতের উচ্ছেদ জন্য ঈশ্বরপ্রত্যাদেশ আবশ্যক করে না। ঈশ্বরের নিয়মে পক্ষপাত নাই। উন্নতি-বিষয়ে অন্যান্য প্রকার জ্ঞান যে নিয়মের অধীন ঈশ্বরজ্ঞানও সেই নিয়মের অধীন।

অন্যান্য জ্ঞান লাভ অপেক্ষা ঈশ্বরজ্ঞানলাভ দুরূহ নহে তাহার প্রমাণ এই যে, অনেক অসভ্য জাতিদিগের ধর্ম্মমতে ঈশ্বরসম্বন্ধীয় সত্য জ্ঞানের নিদর্শন লক্ষিত হয়।* ঈশ্বরসম্বন্ধীয় আত্মপ্রত্যয় তো সকলেরই মনে নিহিত আছে। যে সকল যুক্তির প্রতি সেই সত্যজ্ঞানের স্ফুরণ নির্ভর করে সে সকল যুক্তিকেও অসভ্য লোকদিগের মধ্যে জ্ঞানী লোকেরা সেই অসভ্যা-বস্থায় থাকিয়াই উদ্ভাবন করিতে সমর্থ হয়। কারণ সে সকল যুক্তি যেমন আবশ্যক তেমনি সহজ। যে সকল অত্যন্ত অসভ্য লোকেরা সেই যুক্তি উদ্ভাবন করিতে সমর্থ হয় না তাহারাও যে ঈশ্বরের প্রকৃতি সম্বন্ধীয় সত্য ভাব বিবর্জ্জিত এমন নহে। তাহারা যে সকল দেবদেবীর উপাসনা করে সেই সকল দেবদেবী-সম্বন্ধীয় বিশ্বাসেও সত্যভাব লক্ষিত হয়। যিনি জগতের কর্ত্তা তিনি কোন বিশেষ পদার্থেরও কর্ত্তা। যিনি জগতে অধি-ষ্ঠিত হইয়া আছেন তিনি কোন বিশেষ পদার্থেরও অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। প্রভূত জ্ঞান ও প্রভূতশক্তি অনন্ত জ্ঞান ও অনন্ত শক্তিতে ভুক্ত। এক-ঈশ্বর-বাদীরা যেমন ঈশ্বরকে অন্তর্দর্শী বলিয়া বিশ্বাস করে তেমনি বহু-দেবোপাসকেরা তাহাদের উপাসিত দেবদেবীকেও অন্তরদর্শী বলিয়া বিশ্বাস করে। এক-ঈশ্বর-বাদীরা যেমন ঈশ্বরকে অমর বলিয়া বিশ্বাস করে তেমনি বহুদেবোপাসকেরা দেবদেবীদিগকে অমর বলিয়া বিশ্বাস করে। একেশ্বর

* পরিশিষ্ট দেখ।

বাদীরা যেমন ঈশ্বরকে সমস্ত জগতের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা এবং প্রত্যেক পদার্থেরও অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বলিয়া বিশ্বাস করে তেমন বহুদেবোপাসকেরা সাধারণ দৈবশক্তিকে [সমস্ত জগতের অধীশ্বর ও প্রত্যেক পদার্থের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাকে তাহার অধীশ্বর বলিয়া বিশ্বাস করে। অতএব বিবেচনা করিলে প্রতীত হইবে যে ঈশ্বরের লক্ষণ সম্বন্ধীয় সত্য কি এক-ঈশ্বরবাদী কি বহুদেবোপাসক সকলের ধর্ম্মমতে প্রাপ্ত হওয়া যায়। কোন ধর্ম্ম সত্য বিবর্জ্জিত নহে। সকল ধর্ম্মমতে অল্প পরিমাণে হউক অথবা অধিক পরিমাণে হউক সত্য নিহিত আছে। অতএব যে কোন ধর্ম্মাবলম্বী হউক যদ্যপি অকপট রূপে সেই ধর্ম্ম যাজনা করে তবে নিজ জ্ঞান ও ধর্ম্মের উৎকর্ষানুসারে উপযুক্ত পুরস্কার প্রাপ্ত হইবে। কেবল সকল ধর্ম্মের কপট অনুচরদিগের নিস্কৃতি হওয়া ভার।

পঞ্চম অধ্যায়।

ঈশ্বরের সহিত জগতের সম্বন্ধ।

ঈশ্বর যখন জগতের সকল পদার্থ ও ঘটনার নিত্য নির্ভর স্থল তখন জগতের সকল ঘটনা তাঁহার বর্ত্তমান অনুশাসনে ঘটিতেছে।

ঈশ্বরকে যখন পূর্ণ বলিয়া মানা হইতেছে তখন ঈশ্বর স্বহস্তে জগতের সকল ঘটনা বিধান করিতেছেন ইহা বিশ্বাস না করিয়া, তাঁহার ইচ্ছানুসারে সকল ঘটনা ঘটিতেছে, ইহা বিশ্বাস করিতেই হয়।

জগতের সকল ঘটনা ঈশ্বরের অনুশাসনে নির্দ্দিষ্ট নিয়মানুসারে ঘটিতেছে।

যে জড় বস্তুর যে স্বভাব তাহার পরিবর্ত্তন হয় না। এক জড় পদার্থ অন্য জড় পদার্থের সহিত মিশ্রিত হইয়া যেরূপ গুণ ধারণ করে সে দুই পদার্থ মিশ্রিত করিলেই সেইরূপ গুণ ধারণ করিবে। তাহার অন্যথা হয় না।

বাহ্য জগতের যেমন বদ্ধ ভাব সেইরূপ মানসিক জগতেরও বদ্ধভাব। মানসিক জগতও নিয়মের অধীন।

বদ্ধভাবসম্পন্ন ভৌতিক ও মানসিক জগৎ ঈশ্বরের শক্তিকে অবলম্বন করিয়া নির্দ্দিষ্ট ঐশিক অভিপ্রায়ানুসারে কার্য্য করিতেছে। কিন্তু তা বলিয়া কোন বস্তুই যে স্বাধীন নহে এমন নহে।

আমাদের এক আত্মপ্রত্যয় আছে যে আমাদিগের ইচ্ছা স্বাধীন। সে আত্মপ্রত্যয়কে দার্শনিক তর্ক কোন রূপে বিনাশ করিতে সক্ষম হয় না। যখন মনুষ্য চেষ্টা করিলে আপনার স্বভাবকে ক্রমশঃ পরিবর্ত্তন করিতে সক্ষম হয় তখন তাহার যে স্বাধীনতা আছে তাহার আর সন্দেহ নাই। আমাদিগের ইচ্ছাকে পুনঃ পুনঃ পরিবর্ত্তন করিবার ক্ষমতা আছে,

আমরা তাহা শতবার—সহস্রবার পরিবর্ত্তন করিতে সক্ষম হই। এ বিষয়ে আমাদের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা আছে। ইহা যথার্থ বটে যে, হেতুবশতঃ আমরা সকল কার্য্য করি কিন্তু আমাদিগের এক সহজ জ্ঞান আছে যে আমরা হেতুর অধীন নই। এক প্রকার কার্য্যের প্রবল হেতু সত্বেও তদ্বি-পরীত কার্য্য, যাহার হেতু এত প্রবল নহে, তাহা আমরা অনায়াসে করিতে পারি।

বদ্ধভাবযুক্ত জগতের কার্য্য ও মনুষ্যের স্বাধীন-ইচ্ছা-সমুদ্ভূত কার্য্য এই দুই প্রকার কার্য্যের সামঞ্জস্য করিয়া ঈশ্বর কিরূপে জগৎ চালাইতেছেন তাহা আমরা জ্ঞাত নহি। জ্ঞাত না থাকিবার কারণ এই যে, আমরা নিজে ঈশ্বর নহি। কিন্তু আমরা এই মাত্র জ্ঞাত আছি যে, জগতের সকল কার্য্য মঙ্গলের দিকে উন্মুখ। ঈশ্বর যে সকল জীবকে সম্যক্‌রূপে সুখী করিবেন তাহার আর সন্দেহ নাই। তাঁহার মঙ্গলস্বরূপ পর্য্যালোচনা করিয়া আমরা ইহা স্থির করিতে সক্ষম হই তাঁহার যেমন সকল জগতের প্রতি দৃষ্টি আছে তেমনি প্রত্যেক মনুষ্যের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি আছে। তাঁহার মঙ্গলাভি-প্রায় যেরূপ সমুদায় জগতের কার্য্যে লক্ষিত হয় তেমনি প্রত্যেক মনুষ্যের জীবনের ঘটনা সকলেতেও লক্ষিত হয়।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

ঈশ্বরের সহিত মনুষ্যের সম্বন্ধ।

ঈশ্বরের নিরতিশয় মহত্ত্ব মানিতে গেলে মনুষ্যের প্রতি ঈশ্বরের প্রীতি আছে ইহা অবশ্য মানিতে হয়। তিনি প্রীতিস্বরূপ ; তিনি প্রীতিস্বরূপ ইহা না মানিলে তাঁহাকে নিরতিশয় মহৎ বলিয়া মানা হয় না। আমরা যেমন ঈশ্বরের প্রকৃতি আলোচনা করিয়া জানিতে পারি যে, মনুষ্যের প্রতি তাঁহার প্রীতি আছে তেমনি বস্তুতঃ আমরা দেখিতে পাই যে তিনি আমাদিগকে প্রীতি করিতেছেন। তিনি আমাদিগকে পিতা মাতা অপেক্ষা অধিক যত্নের সহিত পালন করিতেছেন। আমরা প্রতি নিমেষে তাঁহার নিকট হইতে যে উপকার প্রাপ্ত হইতেছি তাহা গণনা করা দুঃসাধ্য। কিন্তু কেহ কেহ বলেন যে, আমরা তাঁহাহইতে যে সকল উপকার প্রাপ্ত হইতেছি তাহা নির্দ্দিষ্ট নিয়মানুসারে তাঁহার সৃষ্ট বস্তু হইতে প্রাপ্ত হইতেছি, তিনি আমাদিগকে এক্ষণে আর ভালবাসেন না অথবা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে আমাদের উপকার সাধন করেন না। তিনি নিষ্ক্রিয় ও নিস্পন্দ। ঈশ্বর-ভক্তের মন এই সিদ্ধান্তে কখনই সায় দিতে পারে না। ঈশ্বর আমাদিগকে এখনো ভাল বাসিতেছেন। যখন ঈশ্বরের ইচ্ছার বিরাম হইলে জগৎ বিধ্বংস হয়, তখন আমরা তাঁহার সিকট হইতে যে সকল উপকার প্রাপ্ত হইতেছি তাহার বর্ত্তমান ইচ্ছানুসারে প্রাপ্ত হইতেছি তাহা আর সন্দেহ নাই। যখন সে সকল উপকার তাঁহার বর্ত্তমান ইচ্ছানুসারে প্রাপ্ত হইতেছি তখন যে এক্ষণে আমাদিগের প্রতি তাঁহার যত্ন ও প্রীতি নাই তাহা আমরা কি প্রকারে বিশ্বাস করিতে পারি। সেই জীবন্ত দেবতাই আমাদিগকে এক্ষণে অন্নপানে পুষ্ট করিতেছেন, তিনি আমাদিগকে বুদ্ধিবৃত্তি প্রেরণ করিতেছেন, তিনি আমাদিগকে শুভ বুদ্ধিতে নিযুক্ত করিতেছেন, তিনি পাপ পুণ্যের দণ্ড পুরস্কার

বিধান করিতেছেন, তিনি আমাদিগকে পাপ হইতে মুক্ত করিতেছেন, তিনি আমাদিগের মনে ধর্ম্মবল প্রদান করিতেছেন, তিনি আমাদিগের আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধন করিতেছেন, তিনি আমাদিগের পরিত্রাণ কার্য্য সম্পাদন করিতেছেন, তিনি আমাদিগের সম্বন্ধে পাপ ব্যতীত সকল ঘটনাই বিধান কবিতেছেন। উল্লিখিত উপকারজনক কার্য্য সকল তিনি সাধারণ মনুষ্য সম্বন্ধে বিধান করিতেছেন, তন্মধ্যে আবার যে ব্যক্তি তাঁহার নিতান্ত অনুগত ও একান্ত শরণাপন্ন হয়েন তিনি তাঁহার প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ প্রকাশ করেন। তিনি ঈশ্বরকে যেরূপ প্রীতি করেন ঈশ্বর তাহা অপেক্ষা তাঁহাকে সমধিক প্রীতি করেন। ভক্ত যদি ঈশ্বরের দিকে একপদ অগ্রসর হয়েন, ঈশ্বর ভক্তের দিকে শত পদ অগ্রসর হয়েন। তিনি ভক্তকে তাঁহার প্রেম মুখ প্রদর্শন দ্বারা কৃতার্থ করেন। "কত তাঁর আনন্দ তাঁরে পাইয়া অন্তরে"। উপরে যাহা লিখিত হইল তাহা পরীক্ষার বিষয়। তাহা যে সত্য তাহা সকল দেশের সকল কালের সাধকেরা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন। ঈশ্বরের যেমন অন্যান্য নিয়মিত কার্য্য আছে তেমনি সাধককে কৃতার্থ কবা তাঁহার এক নিয়মিত কার্য্য।

ঈশ্বর যেমন মনুষ্যকে আপনা হইতে সাহায্য করেন তেমনি মনুষ্য তাঁহার নিকট সাহায্যের জন্য প্রার্থনা করিলে তিনি সে প্রার্থনা সিদ্ধ করেন।

ঈশ্বর মনুষ্যের প্রার্থনা সিদ্ধ করেন এই কথা যাহারা অস্বীকার করে তাহারা, যে স্বাধীনতা মনুষ্যের আছে তাহা ঈশ্বরের আছে, ইহা অস্বীকার করে। এক জন মনুষ্য অন্য মনুষ্যের প্রার্থনা পূরণ করিতে সক্ষম কিন্তু ঈশ্বরের প্রকৃতির কি এমনি বদ্ধভাব যে যিনি মনুষ্যের একটী প্রার্থনাও পূর্ণ করিতে সক্ষম নহেন? কোন পৃথিবীস্থ রাজা আপনা দ্বারা সংস্থাপিত নিয়ম ভঙ্গ না করিয়াও অনেক স্থলে প্রজার প্রার্থনা পূরণ করিতে পারেন, আর যিনি রাজার রাজা ও সকল ভূতের অধিপতি তাঁহার স্বভাবের কি এমন বদ্ধভাব যে তিনি নিয়ম ভঙ্গ না করিয়া আমাদিগের কোন প্রার্থনা পূরণ করিতে পারেন না?

ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিবার এক প্রবল ইচ্ছা ঈশ্বর আমাদিগকে প্রদান করিয়াছেন। ঈশ্বর এমন প্রবল ইচ্ছা প্রদান করিয়াছেন

অথচ কোন কালে তাহা পূর্ণ করেন না ইহা কি কখন সম্ভব হইতে পারে? ঈশ্বর কি আমাদিগের সঙ্গে উপহাস করিতেছেন? এমন বিশ্বাসকে আমরা কখনই মনে স্থান দিতে পারি না।

ঈশ্বর করুণাময় পিতা হইয়া যে আমাদের কোন প্রার্থনা শ্রবণ করেন না ইহা কি প্রকারে বিশ্বাস করা যাইতে পারে?

ঈশ্বর অনন্ত গুণে মহৎ, অতএব আমরা এমন কখনই বিশ্বাস করিতে পারিনা যে, মনুষ্যের যে স্বাধীনতা আছে তাহা তাঁহার নাই, তিনি আমাদিগের সঙ্গে উপহাস করিতেছেন এবং তিনি নিদারুণ পুরুষ। অতএব ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে ঈশ্বর মনুষ্যের প্রার্থনা পূরণ করেন।

আমরা যেমন ঈশ্বরের প্রকৃতি আলোচনা করিয়া অনুভব করিতে সমর্থ হই যে ঈশ্বর মনুষ্যের প্রার্থনা পূরণ করেন, তেমনি আমরা পরীক্ষা দ্বারা দেখিতেছি যে তিনি মনুষ্যের প্রার্থনা পূরণ করেন। ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিলে দেখা যায় যে আমাদের সকল প্রার্থনা তিনি পূর্ণ না করুন, কোন কোন প্রার্থনা পূর্ণ করেন।

ঈশ্বর কিন্তু আপনার সংস্থাপিত অখণ্ড বিশ্বব্যাপী নিয়ম সকল ভঙ্গ করিয়া মনুষ্যের কোন প্রার্থনা পূর্ণ করেন না। কারণ তাহা হইলে তাঁহাকে অব্যবস্থিতচিত্ত ও পক্ষপাতী হইতে হয়। তিনি কি প্রকারে সেই সকল নিয়ম ভঙ্গ না করিয়াও মনুষ্যের প্রার্থনা পূর্ণ করেন তাহা আমরা জানিতে পারি না। নিজে ঈশ্বর না হইলে ঈশ্বরের নিগূঢ় বিষয় সকল জানা যায় না যখন আমরা নিজে ঈশ্বর নই তখন আমরা তাহা কি প্রকারে বুঝিতে পারিব?

ঈশ্বরের নিকট সাংসারিক কামনা সিদ্ধি জন্য প্রার্থনা করাতে দোষ নাই, কিন্তু আধ্যাত্মিক কামনা সিদ্ধি জন্য প্রার্থনাই অসংখ্য গুণে শ্রেষ্ঠতর। শেষোক্ত প্রকার প্রার্থনা যে শ্রেষ্ঠতর তাহা আমাদিগের মহত্ত্ব-বোধবৃত্তি বলিয়া দিতেছে। সাংসারিক কামনা সিদ্ধির প্রার্থনা অপেক্ষা আধ্যাত্মিক কামনা সিদ্ধির নিমিত্ত প্রার্থনা যে অসংখ্য গুণে মহৎ তাহার আর সন্দেহ নাই। প্রথমোক্ত প্রার্থনা অপেক্ষা শেষোক্ত প্রার্থনা শ্রেষ্ঠতর,

তাহা আবার ঈশ্বরের এই বিধান হইতে জানা যাইতেছে যে প্রার্থনা দ্বারা সাংসারিক কামনা সুসিদ্ধির স্থিরতা নাই। এপ্রকার কামনা কখন সিদ্ধ হয়, কখন হয় না। অনেক স্থলে স্পষ্ট দেখা যায় যে, সাংসারিক কামনার সিদ্ধি প্রাকৃতিক নিয়ম ভঙ্গের প্রতি নির্ভর করে, কিন্তু ঈশ্বর নিয়ম ভঙ্গ করিয়া কোন প্রার্থনা পূর্ণ করেন না। পরন্তু আধ্যাত্মিক কামনা সিদ্ধি সম্বন্ধে ঈশ্বর এইরূপ বিধান করিয়া দিয়াছেন যে, একান্ত চিত্তে প্রার্থনা করিলে সে প্রার্থনা অবশ্যই পূর্ণ হয়। অন্য প্রাকৃতিক নিয়ম সকলের মধ্যে ইহাও এক নিয়ম। বিশেষতঃ আধ্যাত্মিক কামনার প্রকৃতি আলোচনা করিলে প্রতীত হইবে যে, ঈশ্বরের নিকট তাহার সুসিদ্ধির জন্য প্রার্থনা না করিলে কোন মতেই চলে না। ঈশ্বরকে প্রাপ্ত হইবার নিমিত্ত ইচ্ছা না হইলে তাঁহাকে কি প্রকারে পাওয়া যাইতে পারে? কিন্তু ইহা একটী প্রাকৃতিক নিয়ম যে ঈশ্বর প্রাপ্তির ইচ্ছা হইলে তাহার সঙ্গে সঙ্গে তাহার জন্য তাঁহার নিকট প্রার্থনা উত্থিত হয়, তাহা কোন মতে না হইয়া থাকিতে পারে না। এইরূপ প্রার্থনা স্বভাবতঃ মন হইতে উত্থিত হয়। ঈশ্বর নিরতিশয় মহান্, আমরা ক্ষুদ্র কীট, তাঁহার সহবাস লাভ করা আমাদিগের পক্ষে অতীব দুরূহ। অতএব ঈশ্বরের সহবাস লাভ করিতে তাঁহার নিকট তজ্জন্য প্রার্থনা না করিয়া কি প্রকারে থাকা যাইতে পারে? ঈশ্বরের নিকট ঈশ্বরের সহবাস ও ধর্ম্ম বল জন্য প্রার্থনা করা যেমন স্বাভাবিক, ঈশ্বরের সে প্রার্থনা পূরণ করা তেমনি স্বাভাবিক। ঘরের বাতায়ন উদ্‌ঘাটন করিলেই যেমন সূর্য্য-জ্যোতি তাহাতে প্রবেশ করে, তেমনি প্রার্থনা দ্বারা মনের দ্বার উদ্‌ঘাটন করিয়া দিলেই তাহাতে ঈশ্বরের বল প্রবেশ করে। কেহ কেহ এই কথা বলেন যে, যখন এইরূপ প্রার্থনা পূরণ আমরা স্বভাব হইতে প্রাপ্ত হইতেছি তখন ঈশ্বর আর সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সেই প্রার্থনা পূর্ণ করিলেন, ইহা কি প্রকারে বলা যাইতে পারে? তাহার উত্তর এই যে, যখন ঈশ্বরকে অবলম্বন করিয়া প্রকৃতি কার্য্য করিতেছে, ও যখন ঈশ্বর আমাদিগের প্রার্থনা জানিতেছেন, ও যখন ঈশ্বরের বর্ত্তমান ইচ্ছার উপর সকল বস্তু ও ঘটনা নির্ভর করিতেছে, তখন

ঈশ্বর যে নিজে সেই প্রার্থনা পূর্ণ করিলেন না ইহা আমরা কি প্রকারে বিশ্বাস করিতে পারি?

কামনা সিদ্ধি জন্য ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা যেমন আবশ্যক, আত্ম-চেষ্টাও তেমনি আবশ্যক। ঈশ্বর তাহাদিগকে সাহায্য করেন, যাহারা আপনা-দিগকে আপনারা সাহায্য করে। "আত্ম-প্রভাবৎ দেব-প্রসাদাৎ" অর্থাৎ আত্মচেষ্টা ও ঈশ্বরের অনুগ্রহ দ্বারা সকল কামনা সিদ্ধ হয়। মনুষ্যের স্বাধীনতা আছে, এই জন্য আত্ম-চেষ্টা কর্ত্তব্য; মনুষ্য ক্ষীণ, এই জন্য ঈশ্বরের সহায়তা আবশ্যক।

সপ্তম অধ্যায়।

ঈশ্বরোপাসনা।

অলৌকিক পুরুষের প্রতি নির্ভর বোধে কতকগুলি ভাব মনে উদিত হয় ও সেই ভাব হইতে কত প্রকার কার্য্যের উৎপত্তি হয়। এইরূপ ভাব ও কার্য্যের নাম দেবোপাসনা। উল্লিখিত নির্ভর বোধ হইতে এইরূপ ভাব ও কার্য্যের উৎপত্তি হইবেই হইবে। তাহা স্বাভাবিক। যিনি সর্ব্বশক্তিমান্ ও যাঁহার প্রতি আমরা সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেছি তাঁহাকে ভয় করা ও তাঁহার আদেশ পালন করা, এবং তাঁহাকে করুণাময় সুহৃৎ বলিয়া জানিলে তাঁহাকে ভক্তি ও প্রীতি করা, এবং যে সকল কার্য্য তাঁহার প্রিয়কার্য্য বলিয়া জ্ঞান হয় তাহা সম্পাদন করা মনুষ্যের স্বাভাবিক কার্য্য। দোবোপাসনা প্রবৃত্তি মনুষ্য কখন একবারে উচ্ছেদ করিতে পারে না এ বিষয়ে মনুষ্য আপনার স্বভাবকে কখনই অতিক্রম করিতে সক্ষম হয় না।

দেবোপাসনা-প্রবৃত্তির তিন লক্ষণ আছে। প্রথম লক্ষণ এই যে, তাহা পৃথিবীর সকল দেশেই ব্যাপ্ত। "প্রত্যেক জাতীয় মনুষ্য-মণ্ডলীর মধ্যে কতক ব্যক্তি ধর্ম্মের যাজনার্থ পৌরোহিত্য কর্ম্মে ব্রতী হইয়াছেন; ঈশ্বরের অধিষ্ঠানোদ্দেশে মন্দির চৈত্য দেবালয় প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে; এবং কেবল ঈশ্বরকেই উপলক্ষ করিয়া যাগ যজ্ঞ ব্রত মহোৎসব তীর্থ পর্য্যটনাদি ব্যাপ্ত হইয়াছে। উদ্যত বজ্রঙ্কুশের ন্যায় তাঁহার ভয়ঙ্কর নাম উচ্চারণ মাত্র লোক সকল ত্রস্ত হইয়া কত কুক্রিয়া হইতে সঙ্কুচিত ও নিবৃত্ত হইয়া থাকে! কত রাজমুকুট-ধারী ব্যক্তিকে ভক্তি সহকারে তাঁহার নামে নতশির হইতে দৃষ্ট হয়, এবং কত মনুষ্য অনিত্য অধম সংসারাসক্তি পরিত্যাগ পূর্ব্বক ঈশ্বরপ্রেমানন্দে নিমগ্ন হয়। সকল প্রকার শুভ কর্ম্মেই তিনি অধিষ্ঠাতা দেবতারূপে বরণীয় হইয়াছেন। সম্পদ কালে তাঁহার নামে জয়-

ধ্বনি উত্থিত হইতে থাকে, এবং বিপদ সময়ে তিনি কাণ্ডারী স্বরূপে শরণাপন্নদিগের অবলম্বনের বিষয় হয়েন। পারত্রিক মঙ্গলের বিষয়েও তাহারা তাঁহারই উপাসনা ও তাঁহার অনুজ্ঞাত কার্য্য সাধনকেই তদীয় হেতুভূতরূপে অবধারণ করে, এবং আপনাদের অভীষ্ট সিদ্ধির নিমিত্ত তাঁহারই উপাসনা করিয়া থাকে।" * ঈশ্বরের উপাসনার দ্বিতীয় লক্ষণ এই যে, তাহা অবিনাশী। এই জন্য গোলাব পুষ্প যেমন আপনা হইতেই প্রস্ফুটিত হয়, তেমনি ভক্তিভাব সকল চিরকাল মনুষ্যের মনে আপনা হইতেই উদিত হয়। এই জন্য প্রাচীনকালের ঈশ্বর-পরায়ণ ব্যক্তিদিগের রচিত ধর্ম্মসঙ্গীত এখনও আমাদের মনে ভক্তির উদ্রেক করে। এই জন্য প্রাচীনদিগের ধর্ম্মবিষয়ক প্রবচন দহ্যমান দারুনিঃসৃত অনলোপম উৎসাহের সহিত আমাদিগের মনকে পূর্ণ করে। ঈশ্বর উপাসনা প্রবৃত্তির তৃতীয় লক্ষণ এই যে তাহা অতি বলবতী। আহারের কষ্টে ও প্রচণ্ডাতপে পরিব্রজন জন্য বিশীর্ণকলেবর হইয়া কত লোক ঈশ্বর উদ্দেশে অনেক সঙ্কটস্থল অতি দূরস্থ তীর্থ পর্য্যটন কার্য্য সমাধা করে, কত লোকে ঈশ্বরের জন্য ধন মান যশঃ প্রভৃতি বিসর্জ্জন দেয়, ঈশ্বর জন্য কত লোকে প্রাণ পর্য্যন্ত সমর্পণ করে। ধন মান ও সাংসারিক সুখ স্বচ্ছন্দতা প্রাপ্তির আশয়ে কেহ স্ত্রী জাতির সহিত সহবাস পরিত্যাগ করে না, কিন্তু তাহা ধর্ম্মের জন্য পরিত্যাগ করিতে কত ব্যক্তিকে দৃষ্ট হইতেছে। ইহা উক্ত হইতে পারে যে উল্লিখিত কর্ম্ম সকলের মধ্যে কোন কোন ধর্ম্ম ঈশ্বরোপাসনা প্রবৃত্তির বিকার জনিত কিন্তু ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে সে সকল উক্ত প্রবৃত্তির বলের বিলক্ষণ পরিচয় দিতেছে।

ঈশ্বরের উপাসনা করা স্বভাবসিদ্ধ কার্য্য অতএব তাহা অন্যান্য স্বভাবসিদ্ধ কার্য্যের ন্যায় নিয়ম পূর্ব্বক সম্পাদন করা কর্ত্তব্য। ঈশ্বরোপাসনা প্রবৃত্তিকে নিয়মিত করা কর্ত্তব্য কিন্তু তাহা নিরোধ করা কখনই কর্ত্তব্য নহে। যাহার প্রতি আমাদিগের সম্পূর্ণ নির্ভর ও যিনি সর্ব্বশক্তিমান তাঁহাকে যে ভয় করা কর্ত্তব্য, যিনি আমাদিগকে জীবন প্রদান করিয়াছেন ও অহর্নিশ উপকার সাধন করিতেছেন তাঁহার প্রতি যে কৃতজ্ঞচিত্ত হওয়া উচিত, যিনি সকল পদার্থ

* তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা।

হইতে শ্রেষ্ঠ ও উৎকৃষ্ট তাঁহাকে যে প্রীতি করা কর্ত্তব্য, যিনি আমাদিগের প্রভু তাঁহার যে আদেশ পালন করা উচিত, যিনি আমাদিগের বন্ধু তাঁহার যে প্রিয় কার্য্য সাধন করা কর্ত্তব্য ইহার আর কোন যৌক্তিক প্রমাণ আবশ্যক করে না। যে ঈশ্বরে বিশ্বাস করে, যে ঈশ্বরকে সাংসারিক অথবা আধ্যাত্মিক সকল সুখের প্রদাতা বলিয়া জানে তাহার মনে উল্লিখিত ভাব উদিত না হইয়া এবং সে উল্লিখিত কার্য্য না করিয়া কখনই থাকিতে পারেনা। যে সকল ব্যক্তি ঈশ্বরে ও ঈশ্বরের কর্ত্তৃত্ব ও মাহাত্ম্যে বিশ্বাস করে ও তাঁহাকে জীবন্ত দেবতা বলিয়া জানে.তাহারা জীবনের উদ্দেশ্য সুখ উপভোগের জন্য তাঁহার উপাসনা কর্ত্তব্য জ্ঞান করিবেই করিবে। তন্মধ্যে যে ঈশ্বরকে কেবল সাংসারিক সুখ দাতা বলিয়া জানে সে সাংসারিক কামনা সুসিদ্ধি জন্য তাঁহার উপাসনা কর্ত্তব্য জ্ঞান করে, যে অন্য সকল পদার্থে অতৃপ্তি বোধ করে এবং ঈশ্বরকে সর্ব্বোৎকৃষ্ট পদার্থ ও সৌন্দর্য্যের সমুদ্র ও তৃপ্তির একমাত্র আকর বলিয়া জানে সে তাঁহার সহিত সম্মিলিত হইয়া আধ্যাত্মিক আনন্দ উপভোগ জন্য তাঁহার উপাসনা কর্ত্তব্য জ্ঞান করে।

ঈশ্বরোপাসনা প্রবৃত্তিতে মনের এই কয়েকটী ভাব ভুক্ত আছে। (১) ভয়, (২) মঙ্গলাভিপ্রায়ে বিশ্বাস, (৩) কৃতজ্ঞতা, (৪) ভক্তি, (৫) প্রীতি। যেমন পিতার শক্তি দেখিয়া বালকের মনে তাঁহার প্রতি ভয়ের উদ্রেক হয়; তাঁহাকে নিয়মানুসারে তাহার কল্যাণ সাধন করিতে দেখিয়া তাহার মনে তাঁহার মঙ্গলাভিপ্রায়ে বিশ্বাসের উদয় হয়, তাঁহাকে তাহার উপকার করিতে দেখিয়া তাঁহার প্রতি তাহার হৃদয়ে কৃতজ্ঞতার সঞ্চার হয়; তাঁহার জ্ঞান ও শক্তি তাহা অপেক্ষা অধিক ও সেই জ্ঞান ও শক্তি তাহার কল্যাণ সম্পাদন জন্য নিয়োজিত দেখিয়া তাঁহার প্রতি তাহার ভক্তির উদ্রেক হয়; আপনার প্রতি তাঁহার প্রীতি দেখিয়া তাঁহার প্রতি তাহার প্রীতির সঞ্চার হয়, সেইরূপ ঈশ্বরের প্রতি জীবাত্মার ঐ সকল ভাবের উদয় হয়।

উল্লিখিত কয়েক ভাবের মধ্যে লোকের মনে যখন ঈশ্বরভয় প্রবল থাকে তখন অন্য সকল ভাব বর্ত্তমান থাকে কিন্তু ম্লান ভাবে অবস্থিতি করে। আর যখন প্রীতি প্রবল হয় তখন প্রীতির প্রতিপোষক কিরণে বিশ্বাস কৃতজ্ঞতা ও ভক্তি পূর্ব্বাপেক্ষা, দ্বিগুণ তেজ ধারণ করিয়া ধর্ম্মের পরম রমণীয় শোভা

সম্পাদন করে। বিবেক বৃত্তির অন্তর্গত মহত্ত্ব-বোধ সঞ্চারিত সহজ জ্ঞান দ্বারা আমরা জানিতেছি যে ভয়প্রধান অর্থাৎ সকাম উপাসনা অপেক্ষা প্রীতি-প্রধান অর্থাৎ নিষ্কাম উপাসনা শ্রেষ্ঠ।

যে ব্যক্তি কোন সাংসারিক কামনা সুসিদ্ধির উদ্দেশে ঈশ্বরের উপাসনা করে তাহার সদাই ভয় যে তিনি অসন্তুষ্ট হইলে কামনা পূর্ণ করিবেন না। ঈশ্বরের এ প্রকার উপাসনা তাঁহার নিকৃষ্ট উপাসনা। অজ্ঞান মনুষ্যই এই-রূপ উপাসনা করে। তাহাদিগের উপাসনা যেরূপ নিকৃষ্ট উপাসনাপ্রণালীও তদ্রূপ নিকৃষ্ট। তাহারা ঈশ্বরে তুষ্টির জন্য স্তব স্তুতি পাঠ ও আপনার প্রিয় ইন্দ্রিয়সুখদ দ্রব্য সকল অর্থাৎ ফল দুগ্ধ অন্ন মাংসাদি বিবিধ উপাদেয় আহার্য্য বস্তু ও চন্দন পুষ্পাদি সুগন্ধ দ্রব্য উপহার প্রদান করে। মানব শরীর ও মানব জীবন বহুমূল্য জ্ঞান করিয়া উল্লিখিত উপাসক আপনার শরীরকে বিবিধ প্রকার প্রচুর কষ্ট প্রদান করে। এমন কি আপনার সন্তানকেও উপাস্য দেবতার সন্তুষ্টির জন্য বলিদান দেয়। যখন ঐ প্রকার উপাসকের মনে এই ভাব জাজ্বল্যমানরূপে উদয় হয় যে ঈশ্বরের নিকট পাপ অত্যন্ত ঘৃণার্হ তখন তাহারা তাঁহাকে তুষ্ট রাখিবার জন্য পাপ মোচন নিমিত্ত শরী-রের অনেক কষ্টদ কৃচ্ছ্র সাধন প্রায়শ্চিত্তাদির অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়।

ঈশ্বরের নিষ্কাম উপাসকই তাঁহার শ্রেষ্ঠ উপাসক। সকামপ্রীতি সবি-রোধ বাক্য। প্রীতি নিষ্কাম। তাহাকে কি সৎ পুত্র বলে, যে পিতার মৃত্যুর পর তাঁহার সঞ্চিত ধন প্রাপ্তি আশয়ে তাঁহার প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়া থাকে? তাহাকে কি স্বদেশপ্রেমী বলা যাইতে পারে যে মান প্রাপ্তির আশয়ে আপনার জন্মভূমির হিতসাধনে প্রবৃত্ত হয়? তাহাকে কি যথার্থ বন্ধু বলা যাইতে পারে যে অর্থ প্রাপ্তির আশয়ে আপনার সুহৃদের প্রতি প্রীতি প্রদর্শন করে? ঈশ্বরের কেবল উৎকৃষ্ট গুণরূপ সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট হইয়া যে তাঁহার প্রেমানন্দে মগ্ন হয় সেই তাঁহার যথার্থ উপাসক। নিষ্কাম উপা-সকের প্রত্যেক মনন, প্রত্যেক বাক্য, প্রত্যেক কর্ম্ম, ঈশ্বরের প্রীত্যর্থ মত উক্ত বা কৃত হয়। যে কর্ম্ম তাঁহার কর্ম্ম নহে তাহাতে তাঁহার অনুরাগ নাই, যে কথা তাঁহার অথবা তাঁহার কার্য্যসম্বন্ধীয় নহে তাহাতে তাঁহার উৎসাহ নাই। নিষ্কাম উপাসক ঈশ্বরের নিকট হইতে ঈশ্বর ব্যতীত অন্য কিছুই

প্রার্থনা করেন না। সাংসারিক সুখ যদি নিত্য হয় আর দুঃখের লেশ মাত্র তাহাতে না থাকে তথাপি তিনি ঈশ্বরপ্রীতি রস সুধাপানের সুখের সহিত তুলনা করিয়া সে সুখকে সুখই বোধ করেন না। পারলৌকিক সুখেও ঈশ্বরজ্ঞান ও প্রীতিজনিত সুখ যদি না থাকে তবে তাহা অতি অকিঞ্চিৎকর রূপে তাহার নিকট প্রতীয়মান হয়। প্রীতির পূর্ণাবস্থা হইলে ভয় দূরীভূত হয়।

ঈশ্বর প্রাপ্তির জন্য ঈশ্বরের প্রীতি যেমন আবশ্যক ঈশ্বরের প্রিয় কার্য্য সাধন তেমনি আবশ্যক। ঈশ্বরের প্রিয় কার্য্য সাধন না করিলে তাঁহার প্রতি যথার্থ প্রীতি করা হয় না। পিতার আদেশ পালন না করিয়া কেবল তাঁহাকে প্রীতি করিলে কি হইবে? কিন্তু আবার ওদিকে কেহ কেহ যাহা বলেন যে কেবল ঈশ্বরের প্রিয় কার্য্য সাধন করিলেই হইল তাঁহাকে প্রীতি করা আবশ্যক করে না, তাহা মনুষ্যস্বভাব সঙ্গত অথবা যুক্তি সঙ্গত নহে। ঈশ্বরকে প্রীতি না করিলে জীবনের উদ্দেশ্য আনন্দোপভোগ জন্য সর্ব্বাপেক্ষা মহৎ বৃত্তি প্রীতিবৃত্তিকে তাহার উপযুক্ত বিষয়ের প্রতি নিয়োজিত করা হয় না। অতএব ঈশ্বরোপাসনাতে ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্য সাধন যেমন আবশ্যক ঈশ্বরের প্রতি প্রীতি তদ্রূপ আবশ্যক। পক্ষী যেমন দুই পক্ষ ব্যতীত উড়িতে সমর্থ হয় না তেমনি ঈশ্বরপ্রীতি ও প্রিয় কার্য্য সাধন এই দুয়ের সংযোগ ব্যতীত আমরা ঈশ্বর সমীপে উপনীত হইতে পারি না।

পৃথিবীস্থ সকল প্রকার উপাসক ঈশ্বরের প্রিয় কার্য্য সাধনকে তাঁহার উপাসনার প্রধান অঙ্গ জ্ঞান করে। নিকৃষ্ট ধর্ম্মাবলম্বীরা ক্রিয়াকলাপরূপ বাহ্য অনুষ্ঠানকে তাঁহার প্রিয় কার্য্য জ্ঞান করে। শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মাবলম্বীরা ন্যায় ও পরোপকার কার্য্যকে তাঁহার প্রিয় কার্য্য জ্ঞান করে।

সাংসারিক কার্য্য সম্পাদন কালে প্রত্যেক স্থলে কিরূপ কর্ম্ম করিলে ঈশ্বরের প্রিয় কার্য্য হয় তাহার বিধি ধর্ম্মপুস্তকে থাকা অসম্ভব। ঈশ্বর মনুষ্যকে ন্যায়পরতা ও উপচিকীর্ষা বৃত্তি প্রদান করিয়াছেন। ঐ দুই বৃত্তি-দ্বারা কোন্ কার্য্য ঈশ্বরের প্রিয় ও কোন্ কার্য্য বা তাঁহার অপ্রিয় তাহা আমরা জানিতে সক্ষম হই ; ঐ দুই বৃত্তি না থাকিলে কেবল ধর্ম্মপুস্তক দ্বারা তাহা জানিতে কখনই সক্ষম হইতাম না। নিম্নে ঐ দুই বৃত্তির বিষয় বলা হইতেছে।

অন্যায় কর্ম্ম দেখিলে আমাদিগের মনে অতুষ্টি জন্মে ও ন্যায় কর্ম্ম দেখিলে তুষ্টি জন্মে এই জন্যই যে আমরা প্রথমোক্ত কর্ম্মকে অন্যায় বলি আর শেষোক্ত কর্ম্মকে ন্যায় বলি এমন নহে। ন্যায়ান্যায় বিবেক-কার্য্যে দুই পক্ষ পরিমাণ কার্য্য অন্তর্ভূত আছে। এই জন্য কোন প্রাচীন জাতির ধর্ম্মে ন্যায়াধিষ্ঠাত্রী দেবতা হস্তে একটী তুলা-যন্ত্র ধরিয়া আছেন এমন বর্ণনা আছে। অন্যের যথার্থ অধিকার আক্রমণ করা অন্যায় এই বিবেক কার্য্যে অন্যের যথার্থ অধিকারের সহিত আক্রমণ কার্য্যের তুলনা অন্তর্ভূত আছে। এই ন্যায়ান্যায় বোধ দ্বারা সকল কর্ম্ম, এমন কি, পরোপকার পর্য্যন্ত নিয়মিত হয়।

ন্যায়ান্যায়-বিশ্বাস আত্মপ্রত্যয়। কোন একটী কর্ম্ম কেন ন্যায় অথবা কেন অন্যায় ইহার নিদান কারণ অনুসন্ধান করিতে গেলে দেখা যায় যে তাহার কোন যৌক্তিক প্রমাণ দেওয়া যাইতে পারে না অথচ আমরা তাহাতে না বিশ্বাস করিয়া থাকিতে পারি না। ন্যায়ান্যায়ের ভাব মূল ভাব। তাহা অন্য কোন ভাব হইতে উৎপন্ন নহে। এই ন্যায়ান্যায় বোধ সকল দেশের সকল কালের সকল লোকেরই আছে যে হেতু ন্যায়ান্যায়ের ভাব হৃদয়ে সঞ্চারিত হইবার উপলক্ষ সকলেরই সম্বন্ধে ঘটে। সকল দেশেই ন্যায়বান্ ব্যক্তি পূজিত হন; সকল দেশেই অন্যায়াচারী পরপীড়োপজীবী দুরাত্মা ঘৃণিত হয়। প্রত্যেক জাতি মধ্যে সর্ব্বজন-মান্য নীতিসূত্র সকল প্রচলিত আছে। যেখানে লোকে সমাজবদ্ধ হইয়া আছে সেইখানেই এই ন্যায়ান্যায় বোধ তাহাদের হৃদয়ে বর্ত্তমান দেখা যায়। দস্যুদলের মধ্যেও এই বোধের সদ্ভাব কিয়ৎ পরিমাণে দৃষ্ট হয়। ন্যায়ের নিয়ম সকল কিয়ৎ পরিমাণে পালন না করিলে দস্যুদলও থাকে না।

ঈশ্বর এই ন্যায়ান্যায় বোধ মনুষ্যের মনে স্থাপন করিয়া কার্য্যের ন্যায়ান্যায় বিষয়ে তাঁহার অভিপ্রায় মনুষ্যদিগকে ব্যক্ত করিয়াছেন। ঈশ্বর মনে করিলে মনের প্রকৃতি অন্যপ্রকার করিতে পারিতেন কিন্তু যিনি মনের অধিপতি, মানবমন যাঁহার অতি যত্নের ধন, তিনি সুনির্ম্মল শান্তির উদ্দেশে তাহাকে উক্ত শুভকরী বৃত্তি প্রদান করিয়াছেন। এই ন্যায়ান্যায়-বিবেক-বৃত্তি লোক-সমাজের সম্ভেদ নিবারণার্থে সেতুস্বরূপ হইয়াছে। মনুষ্যের ঐ বৃত্তির এক-বারে উচ্ছেদ হইলে লোকসমাজ এক দণ্ড রক্ষা পায় না। যে সকল সংশয়-

বাদীরা মনুষ্যের উক্ত বৃত্তির সদ্ভাব স্বীকার করেন না তাঁহারাই লোক-সমাজে থাকিয়া উক্ত বৃত্তির শুভ ফল লাভ করিতেছেন।

ধর্ম্মের শোভা তখন অতি উজ্জ্বল রূপে প্রকাশ পায়, যখন ন্যায় বৃত্তি যত দূর লোকের উপকার করিতে বলে তাহা অপেক্ষা অধিক উপকার করা হয়। যে সকল মহাত্মারা পরের উপকার সাধনে প্রচুর কষ্ট স্বীকার এমন কি প্রাণ পর্য্যন্ত অর্পণ করিয়াছিলেন তাঁহারা কি চিরস্মরণীয় ব্যক্তি!

পরোপকার মহৎ কার্য্য ইহা মহত্ত্ববোধজনিত আত্মপ্রত্যয়।

কর্ম্মের ন্যায়ান্যায় বোধ ও কর্ম্মের মহত্ত্ব বোধ এই দুই লইয়া ধর্ম্মাধর্ম্ম বোধ হইয়াছে। এই ধর্ম্মাধর্ম্ম বোধ মানবহৃদয়স্থিত ধর্ম্মপুস্তক। ইহা মনুষ্যের অশেষ কল্যাণের প্রস্রবণ। ইহার আদেশানুসারে চলিলে ঈশ্বরোপাসনার এক প্রধান অঙ্গ অর্থাৎ তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধন সম্পন্ন হয় ও মনুষ্যের ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গল সাধন হয়।

অষ্টম অধ্যায়।

পরকাল।

ঈশ্বরে বিশ্বাস যেমন ধর্ম্মের এক প্রধান অঙ্গ তেমনি পরকালে বিশ্বা ধর্ম্মের আর এক প্রধান অঙ্গ।

অধিকাংশ ব্যক্তি শরীর হইতে আত্মার বিভিন্নতায় বিশ্বাস কর কিন্তু তাহারা তাহার কোন যৌক্তিক প্রমাণ দিতে অক্ষম অথচ তাহার তাহাতে না বিশ্বাস করিয়া থাকিতে পারে না। শরীর ও আত্মার প্রভে বিষয়ে কোন যৌক্তিক প্রমাণ আবশ্যক করে না, সংজ্ঞাই তাহা সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। ঐ বিশ্বাসান্তর্গত ভাব মূল ভাব। আত্মা স্বরূপ অন্য কোন বস্তুর স্বরূপের ন্যায় নহে। আত্মার আকৃতি ও পরিমাণ নাই। আত্মা এত দীর্ঘ এত প্রস্থ ও এত পরিমাণ, বলিতে গেলে হাস্যাস্পদ বাক্য হয়। আত্মা শরীর হইতে ভিন্ন এই বিশ্বাস সকল লোকেরই আছে। অতএব প্রমাণ হইতেছে যে শরীর হইতে আত্মার পার্থক্য বিশ্বাস আত্মপ্রত্যয়।

আমরা আত্মপ্রত্যয় দ্বারা শরীর হইতে আত্মার পার্থক্য যাহা জানিতেছি তাহা আবার যুক্তি হইতে পোষকতা প্রাপ্ত হয়। যখন আমি একই ব্যক্তি নানা ব্যক্তি নহি, তখন আমার আত্মা কখনই ভৌতিক পদার্থ হইতে পারে না। কেননা ভৌতিক পদার্থ হইলে তাহা ভিন্ন ভিন্ন পরমাণু দ্বারা রচিত হইত এবং সেই পরমাণু-পুঞ্জের সংজ্ঞা গুণ থাকাতে প্রত্যেক পরমাণুরই সংজ্ঞা গুণ থাকিত। তাহা হইলে আমি আপনাকে এক ব্যক্তি মনে না করিয়া অনেক ব্যক্তি মনে করিতাম। কিন্তু যখন সেটী মনে করিতেছি না তখন আমার আত্মা যে অভৌতিক তাহা বিলক্ষণ প্রতীত হইতেছে।

শরীর হইতে আত্মা পৃথক এই তত্ত্ব হইতে আমরা সহজ যুক্তি দ্বারা নিরূপণ করি যে আত্মা অমর। যখন আত্মা অভৌতিক তখন ভঙ্গুরত্ব ও বিনশ্বরত্ব প্রভৃতি ভৌতিক পদার্থের গুণ তাঁহাতে থাকিতে পারে না। ঐ যুক্তি এমন সহজ যে অসভ্য জাতিদিগের মধ্যেও পরকালে বিশ্বাস দৃষ্ট হয়। *

পরকালের আর এক যুক্তি এই যে যখন জগতে কোন পদার্থেরই বিনাশ নাই তখন কেবল আত্মারই বিনাশ হইবে ইহা কি প্রকারে সম্ভব হইতে পারে? জগতের পদার্থ সকলেব পবিণাম হয় মাত্র, তাহার ধ্বংস হয় না, তবে কেবল আত্মাবই যে ধ্বংস হইবে তাহার সম্ভাবনা কি?

পরকালের আর এক যুক্তি এই যে যেমন চক্ষুর অস্তিত্ব দৃশ্যপদার্থের অস্তিত্ব বুঝায়, যেমন বুভুক্ষার অস্তিত্ব আহার্য্য বস্তুব অস্তিত্ব বুঝায়, তেমনি আমাদেব সুখৈষণাবৃত্তির অস্তিত্ব এক নির্ম্মল ও নিত্য সুখেব অস্তিত্ব বুঝাব। কিন্তু যখন ইহকালের অবস্থা নির্ম্মল নিত্যসুখের অবস্থা নহে তখন স্বীকাব করিতে হইবে যে পরকাল আছে, ও নির্ম্মল নিত্য সুখের অবস্থা পারলৌকিক। স্বভাব যাহাদিগেব দেবতা তাহারা এবিষযে স্বভাবকে কেন বিশ্বাস কবেন না বলা যাইতে পারে না।

পরলোকের অস্তিত্ব সংস্থাপক যুক্তির মধ্যে ঈশ্বর স্বরূপ মূলক যুক্তি সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান। ঈশ্বরের ন্যায়গুণ বলিয়া দিতেছে যে পবকাল আছে। ঈশ্বর যখন ন্যায়স্বরূপ, তখন তিনি অবশ্য পাপের শাস্তা ও পুণ্যের পুরস্কর্ত্তা। কিন্তু প্রত্যক্ষ হইতেছে যে "যদিও লোকে ইহকালে আপনাপন কর্ম্মানুযায়ী ফলাফল প্রাপ্ত হয় তথাপি অনেক কুকর্ম্মাচারী স্বীয় বুদ্ধিচাতুর্য্য দ্বারা দুষ্কর্ম্মজনিত লোকাপবাদ ও রাজদণ্ড ভোগ হইতে উত্তীর্ণ হয় এবং ক্রমাগত পাপাচরণ দ্বারা চিত্ত কঠোর হইয়া যাওয়াতে অনুতাপ রূপ শাস্তিও প্রাপ্ত হয় না। ধার্ম্মিক ব্যক্তিরা কখন কখন অজ্ঞ লোকের অত্যাচার জন্য স্বকীয় মহৎ কর্ম্মের ফলভোগ করিতে অসমর্থ হয়েন।" †

* পরিশিষ্ট দেখ।

† তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা।

দণ্ড পুরস্কারের এইরূপ অব্যবস্থা যে চিরকালের মত রহিয়া গেল এই মত সুচারু নিয়মাবদ্ধ ভৌতিক জগতের সর্ব্বসামঞ্জসীভূত শাসন প্রণালী সহিত ও ইহলোকে অনেক স্থানে পাপ পুণ্যের দণ্ড পুরস্কারের সহি ঐক্য হয় না। অতএব প্রমাণ হইতেছে যে পরকাল আছে আর সেই পর কালের উক্ত দণ্ড পুরস্কারের সমন্বয় হইবে।

ঈশ্বরের মঙ্গল স্বরূপও বলিয়া দিতেছে যে পরকাল আছে। আমা দিগের জিজীবিষা বৃত্তি অর্থাৎ জীবিত থাকিবার এক স্বাভাবিক ইচ্ছ আছে; কেবল জীবিত থাকিবার ইচ্ছা নহে, সুখে জীবিত থাকিবা ইচ্ছা আছে। শুষ্ক তালু মৃগ যেমন জলের জন্য ব্যগ্র তেমনি সক মনুষ্য পূর্ণ শাশ্বত সুখের নিমিত্ত ব্যগ্র। আমরা ধন মান যশঃ উপার্জ্জ সময়ে মনে করি যে উক্ত উপায় সকল দ্বারা প্রকৃত সুখ লাভ করিব কিন্তু ঐ সকল ঈপ্সিত বস্তু প্রাপ্ত হইলে প্রাচীনেরা যাহা বলিয়াছে তাহার যাথার্থ্য অনুভব করি যে সে সকলের দ্বারা প্রকৃত সুখ সাধন হ না। আমাদের জীবনোজ্জ্বলকর পদার্থ সকল একে একে নির্ব্বাণ হয় আমাদের অনেক মনোরথ হৃদয়ে উত্থিত হইয়া হৃদয়েই লীন হয় আমরা অগ্রে দেখি ও পশ্চাতে দেখি কিন্তু যাহা আমরা চাই তাহা ন পাইয়া ক্ষুণ্ণ হই; আমাদের মধুরতম সঙ্গীত তাহা যাহা বিষাদভাবে ম্লানীভূত স্রোতের উপর যেমন সূর্য্যরশ্মির চাকচিক্য কিন্তু তাহার অভ্যন্তরে অন্ধকার ও শৈত্য, তেমনি ইহা অনেকবার ঘটে যে আমাদিগের মুখে হাস্য কিন্তু হৃদয় বিষণ্ণ ও গ্লানিযুক্ত। আমাদের জ্ঞানের আয়তন অতি সঙ্কীর্ণ। প্রাচীন কালের শ্রেষ্ঠতম জ্ঞানী কহিয়া গিয়াছেন "আমরা এই মাত্র জানি যে আমরা কিছুই জানি না।" * অধুনাতন জ্ঞানী দিগের মধ্যে যিনি শ্রেষ্ঠ তিনি উক্ত করিয়াছেন "আমি শিশুর ন্যায় বেলা-ভূমিতে কেবল উপল সকল সংগ্রহ করিতেছি, জ্ঞান মহোদধি পুরো ভাবে অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে।" † আমরা বস্তুর স্বরূপ কিছু মাত্র জানি না

* সক্রেটিস।

† নিউটন্।

আমরা তাহার কতিপয় গুণ এবং কার্য্য মাত্র জানিতে সক্ষম হই। আমাদিগের বিবিদিষা বৃত্তি অল্পেতে সন্তুষ্ট হয় না। আমরা চাই অনেক কিন্তু পাই অল্প। বৃহৎ তিমি মৎস্য তড়াগেতে রাখিলে কিম্বা যুদ্ধ ঘোষে উল্লসিতব্য তেজঃপুঞ্জ সমরাশ্বকে আবর্জ্জনাবহ শকটে যোজিত করিলে সে যেমন অসুখে কাল যাপন করে তদ্রূপ অসুখে আমরা এই শরীরে অজ্ঞানান্ধ অবস্থায় বদ্ধ আছি। আমরা মর্ত্ত্য কোন পদার্থ হইতে তৃপ্তি সুখ লাভ করিতে পারি না। বাষ্পীয় রথারোহি ব্যক্তি যত শীঘ্র আপনার লক্ষিত স্থানে উত্তীর্ণ হইতে বাসনা করে তত শীঘ্র কি বাষ্পীয় রথ সহকারে তথায় উত্তীর্ণ হইতে পারে? কবির মানস-বিরাজিত কাব্য অথবা ভাস্করের মানসোদিত শোভন মূর্ত্তি অথবা রাজার মনোমত রাজকার্য্য-শৃঙ্খলা কি প্রথমের প্রণীত কবিতা অথবা দ্বিতীয়ের খোদিত পাষাণময়ী মূর্ত্তি অথবা তৃতীয়ের ব্যবস্থিত রাজকার্য্যের শৃঙ্খলার ন্যায়? সাধু-চরিত্র বন্ধুর চরিত্র কি আমাদের মনঃকল্পিত সাধু-চরিত্রের ন্যায় সাধু? আমরা যত ইচ্ছা করি তত কি পাইতে পারি? না আমরা যেরূপ হইতে ইচ্ছা করি সেরূপ হইতে পারি? আমরা কোন পদার্থ হইতে তৃপ্তিসুখ লাভ করিতে পারি না সকলেরই এক এক সময় জীবনের অকিঞ্চিৎকরত্ব উজ্জ্বলরূপে প্রতীয়মান হয়। হা! আমাদিগের বিবিদিষা ও সুখৈষণা বৃত্তি কি কখনই সম্পূর্ণরূপে চরিতার্থ হইবে না? আমাদিগের স্রষ্টা আমাদিগের চতুর্দ্দিকে জ্ঞাতব্য পদার্থ সকল সংস্থাপন পূর্ব্বক তৎসম্বন্ধীয় সমস্ত তত্ত্ব জানিবার ইচ্ছার উদ্রেক করিয়া সে ইচ্ছা কি কখনই সম্পূর্ণ করিবেন না? এই সকল মহৎ মনোবৃত্তি অনন্তরূপে উন্নত হইবার উপযোগ্য দেখা যাইতেছে সে সকল কি তাহাদের উন্নতির প্রথম অবস্থাতেই বিধ্বস্ত হইবে? যে বিমল নিত্য সুখের বাসনা অহরহঃ সকলেরই মনে উদিত হইতেছে তাহা কি কেবল বাসনা মাত্র? আমাদের স্রষ্টা কোন ভাবিকালে আমাদিগকে নির্ম্মল নিত্য সুখের অবস্থা প্রদান করিবেন এই আশা আমাদিগের মন হইতে কখনই অন্তর্হিত হয় না। যদ্যপি দুরবস্থারূপ রজনী চতুর্দ্দিকে ঘোরান্ধরূপে প্রতীয়মান হয় ও সাংসারিক ক্লেশরূপ প্রচণ্ড সমীরণ প্রবল

বেগে প্রবাহিত হয় তথাপি উক্ত আশা দীপালোক-সমুজ্জ্বলিত গৃহের ন্যায় আমাদিগের চিত্তকে উন্নত রাখে। ইহা যথার্থ বটে যে মর্ত্ত্য লোকে আমাদের আশা অনেকবার চরিতার্থ হয় না; কিন্তু রোগ, দরিদ্রতা, প্রিয়জন-বিয়োগ অথবা প্রিয়জনের সহিত প্রীতির বিচ্ছেদ সময়ে— সকল বিপদে, মৃত্যু পর্য্যন্ত কেন এই পারলৌকিক সুখের আশা আমাদিগের মনে প্রদীপ্ত থাকে? ঈশ্বরের গূঢ় মঙ্গল স্বরূপে বিশ্বাস থাকিলে তাহার সঙ্গে সঙ্গে পরকালে বিশ্বাস থাকিবেই থাকিবে। ঈশ্বর-পরায়ণ চিত্ত পরকালের অন্যান্য প্রমাণ সিদ্ধ যুক্তি অপেক্ষা এই ঈশ্বর-লক্ষণ-মূলক যুক্তির প্রতি অধিক নির্ভর করেন। পিতা যদি শিশু সন্তানের মন্দ করেন তবে সে সন্তান কি করিতে পারে? কিন্তু ইহা নিশ্চয় যে পিতা অবশ্যই সন্তানের মঙ্গল সাধন করিবেন।

ঈশ্বরের ন্যায় ও মঙ্গল এই দুয়ের সমন্বয় বলিয়া দিতেছে যে মনুষ্যের পরকালে যে শাস্তি হইবে তাহা নিত্য কাল হইবে না। ঈশ্বর যেমন আমাদের ন্যায়বান রাজা তেমনি করুণাময় পিতা। তিনি আপনার সন্তানদিগকে কোন দোষের জন্য যে নিত্যকাল শাস্তি দিবেন ইহা কখনই বিশ্বাস করা যাইতে পারে না। তিনি অন্তবৎ দোষের জন্য অনন্ত শাস্তি কখনই প্রদান করেন না। ' পীড়ার যাতনা যেমন শরীরের আরোগ্য-চেষ্টার ফল ও তন্নিবন্ধন স্বাস্থ্য লাভের এক উপায় স্বরূপ, তেমনি পাপজন্য পরকালে যে পাপ-তাপ ভোগ হইবে, সেই পাপ-তাপ ভোগই আত্মাকে পাপ-তাপ হইতে মুক্ত করিয়া তাহাকে সুস্থতা প্রদান করিবে। পাপ-তাপ হইতে বিমুক্তির পর বিধৌত শ্বেতাশ্বের ন্যায় আত্মা সুপরিস্কৃত ও সুমার্জ্জিত হইয়া উন্নতির পথে ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে থাকিবে।

ঈশ্বরের মঙ্গল স্বরূপ বলিয়া দিতেছে যে পরকালে আত্মার মহৎ সুখ সম্ভোগ হইবে, কিন্তু সে সুখের অবস্থা ক্রমশঃ স্ফূর্ত্ত হইবে। স্বভাবের সকল কার্য্য ক্রমশঃ সম্পাদিত হয়। পরকালে আত্মার ক্রমশঃ উন্নতি হইবে। যখন প্রতীত হইতেছে যে পৃথিবীর অবয়বের অনেক পরিণাম ও অনেক নিকৃষ্ট জীব শ্রেণী নাশের পর পৃথিবীস্থ বর্ত্তমান পদার্থশ্রেণী ও উৎকৃষ্ট জীব মনুষ্যের সৃষ্টি হইয়াছে, আর যখন প্রতীত হইতেছে যে ভূম-

গুলের কোন স্থানে সভ্যতা অস্ত পাইয়া, পুনরায় যে স্থানে তাহা প্রকাশ পায় তাহা পূর্ব্বাপেক্ষা উজ্জ্বলতর বেশে প্রকাশ পাইয়া থাকে, যখন সকল বস্তুর গতি উন্নতির দিকে হইতেছে তখন ঈশ্বরের মহত্তম সৃষ্টি জীবাত্মা ক্রমশঃ উন্নত হইবে, আর এক অবস্থা অর্থাৎ লোক হইতে উৎকৃষ্টতর লোকে গমন করিবে, এমন অনুমান যুক্তিসিদ্ধ। অতএব প্রতীত হইতেছে যে পরকালে আত্মার ক্রমশঃ উন্নতি হইবে।

মনুষ্যের উৎকৃষ্ট মনোবৃত্তি ক্রমশঃ পরিশোধিত ও উন্নত হইয়া তাহাকে যে আনন্দ প্রদান করিবে তাহা এক্ষণে কল্পনাও করা যাইতে পারে না! কিন্তু আত্মার যত উন্নতি হউক না কেন তাহা কখনই ঈশ্বরের ন্যায় হইতে পারিবে না। সৃষ্ট বস্তু কখন স্রষ্টার ন্যায় হইতে পারে না।

ইন্দ্রিয়-চরিতার্থ-কারী বস্তু সম্ভোগে যে সুখানুভব হয় সে সুখ এবং জ্ঞান ও বিশুদ্ধ প্রীতি জনিত সুখ অর্থাৎ আধ্যাত্মিক সুখ, এই উভয় প্রকার সুখের ভাব তুলনা করিলে আধ্যাত্মিক সুখ যে অনন্ত গুণে উৎকৃষ্ট তাহার সন্দেহ নাই। যখন পারলৌকিক সুখের অবস্থা অত্যুৎকৃষ্ট সুখের অবস্থা তখন তাহা আধ্যাত্মিক সুখের অবস্থা অর্থাৎ ঈশ্বর জ্ঞান ও ঈশ্বর প্রীতি জনিত সুখেব অবস্থা। পূর্ব্বে এক অধ্যায়ে প্রদর্শিত হইয়াছে যে ঈশ্বর প্রকৃতির প্রধান অংশ আমাদিগের জ্ঞান-নেত্রের সম্বন্ধে নিবিড় অন্ধকারে আবৃত। সেই অংশ ক্রমশঃ যত সেই নেত্র-সম্মুখে অনাবৃত হইতে থাকিবে ততই আত্মা কি অপর্য্যাপ্ত আনন্দ রসে প্লাবিত হইতে থাকিবে! যেমন এক ত্রিভুজের দুই ভুজ বিস্তার করিলে সেই দুই ভুজের আধেয় কোণ সমান থাকে কিন্তু সেই ত্রিভুজের কর্ণ ও আয়তনের বৃদ্ধি হয়, তেমনি পরকালে ঈশ্বর জ্ঞান ও ঈশ্বর প্রীতি যত বৃদ্ধি হইতে থাকিবে ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধীয় আত্মপ্রত্যয় সমান থাকিবে, কিন্তু ধর্ম্মের কর্ণের স্বরূপ শান্তি ও আয়তন-স্বরূপ আনন্দ ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতে থাকিবে। * যেমন পর্ব্বত-

---

* ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধীয় আত্ম প্রত্যয়, অতি অসভ্য ও মূঢ় লোকেরও যেমন, অতি উন্নত অবস্থাপন্ন দেবতারও তেমনি, কিন্তু তাহাদের ঈশ্বর জ্ঞান কত ভিন্ন।

শ্রেণী উল্লঙ্ঘন করিতে গিয়া এক পর্ব্বতের উপর উত্থিত হইলে আর এক পর্ব্বত নয়নগোচর হয় তেমনি পরকালে অভিনব আধ্যাত্মিক সুখের এক অবস্থার পর আর এক উৎকৃষ্টতর অবস্থা স্ফূরিত হইয়া জীবকে আশ্চর্য্য রসে প্লাবিত করিতে থাকিবে। সমুদ্র সঙ্গম দিকে ক্রমশঃ প্রসারিত নদী সদৃশ পারলৌকিক সুখ ক্রমে ক্রমে যেমন জীবের সম্মুখে প্রসারিত হইবে তেমনি সে কি বিস্ময়াপন্ন ও কৃতার্থ হইবে!

নবম অধ্যায়।

ব্রহ্মবিদ্যার প্রামাণিকত্ব।

অন্যান্য বিদ্যা যেমন প্রামাণিক ব্রহ্মবিদ্যা তেমনি প্রামাণিক। যেমন অন্যান্য বিদ্যার পত্তন ভূমি আমাদিগের মনোবৃত্তিতে বিশ্বাস সেইরূপ ব্রহ্মবিদ্যার পত্তন ভূমিও আমাদিগের মনোবৃত্তিতে বিশ্বাস। যখন ঈশ্বরকে জানিবার শক্তি আমাদের আছে তখন মনের অন্যান্য শক্তি যেমন বিশ্বাস-যোগ্য উল্লিখিত অনুভব শক্তি কেন না বিশ্বাসযোগ্য হইবে? অন্যান্য বিদ্যা যেমন আত্মপ্রত্যয়মূলক ব্রহ্মবিদ্যাও সেইরূপ আত্মপ্রত্যয়মূলক। পদার্থ বিদ্যা যেমন ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ সংঘটিত আত্মপ্রত্যয় মূলক, মনো-বিজ্ঞান যেমন সংজ্ঞা সংঘটিত আত্মপ্রত্যয় মূলক, সেইরূপ ব্রহ্মবিদ্যাও অনাদি কারণ সম্বন্ধীয় আত্মপ্রত্যয় মূলক। অতএব অন্যান্য বিদ্যা যেমন প্রামাণিক ব্রহ্মবিদ্যাও তেমনি প্রামাণিক বলিতে হইবে।

কোন কোন পণ্ডিতেরা এরূপ বলেন যে অনাদি কারণ ঈশ্বর অত্যদ্ভুত অলৌকিক পদার্থ অতএব ইন্দ্রিয়-গোচর পদার্থ প্রতিপাদক বিদ্যা যেমন প্রামাণিক ঈশ্বর-প্রতিপাদক বিদ্যা কি প্রকারে সেরূপ প্রামাণিক হইতে পারে? তাহার উত্তর এই যে যখন ভৌতিক পদার্থের শক্তি ইন্দ্রিয়ের অগোচর হইয়াও পদার্থবিদ্যার বিষয়, এমন কি, পরিমেয় হইতে পারিল তখন অনাদি কারণ বিজ্ঞানের বিষয় কেন না হইবে? যখন ভৌতিক পদার্থের সহিত সাদৃশ্য না থাকাতেও মন বিজ্ঞানের বিষয় হইতে পারিল তখন ঈশ্বর কেন বিজ্ঞানের বিষয় না হইবেন? বিবেচনা করিলে প্রতীত হইবে যে ইন্দ্রিয়ের অগোচর পদার্থ যেমন অদ্ভুত ও অলৌকিক ইন্দ্রিয়গোচর পদার্থ তদপেক্ষা অল্প অদ্ভুত ও অলৌকিক নহে। কোন কোন পশুর ন্যায় যদি আমাদিগের কোন কোন ইন্দ্রিয় না থাকিত তবে আমরা

সেই সেই ইন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত পদার্থ কোন মতেই অনুভব করিতে সমর্থ হইতাম না।

কোন কোন পণ্ডিত এরূপ বলেন যে ঈশ্বর যখন নিগূঢ় অনির্দ্দেশ্য অনির্ব্বচনীয় ও বুদ্ধির অতীত পদার্থ তখন তৎসম্বন্ধীয় বিদ্যাকে কিরূপে বিজ্ঞান শাস্ত্রের ন্যায় প্রামাণিক জ্ঞান করা যাইতে পারে? যাঁহারা এরূপ আপত্তি করেন তাঁহারা বিবেচনা করেন না যে বিজ্ঞান-শাস্ত্রের অনেক তত্ত্ব বুদ্ধির অতীত অথচ আমরা সে সকলে না বিশ্বাস করিয়া থাকিতে পারি না। ক্ষেত্রতত্ত্ব বিদ্যার এক তত্ত্ব এই যে সরল রেখার দৈর্ঘ্য আছে কিন্তু বিস্তৃতি নাই এবং বিন্দুর স্থিতি আছে কিন্তু অবয়ব নাই। এ তত্ত্ব বুদ্ধির অতীত অথচ আমরা সরল রেখারও বিন্দুর অস্তিত্বে না বিশ্বাস করিয়া থাকিতে পারি না। সূচিভাগ বিদ্যার * এক তত্ত্ব এই যে এমন দুই রেখা আছে যাহা বর্দ্ধিত করিলে পরস্পর পরস্পরের নিকটবর্ত্তী হইবে অথচ তাহাদের সংস্পর্শ হইবে না। এই তত্ত্বটী বোধগম্য নয় অথচ আমরা তাহাতে না বিশ্বাস করিয়া থাকিতে পারি না। বীজগণিতে অনন্তরাশি সম্বন্ধীয় সিদ্ধান্ত সকল বুদ্ধির অগম্য, তথাপি সে সকল সিদ্ধান্তে আমরা বিশ্বাস না করিয়া থাকিতে পারি না। তবে ব্রহ্মবিদ্যার তত্ত্ব সকল বুদ্ধির অতীত হইলেও সে সকল আমরা বিশ্বাস কেন না করিব? আমরা কিছুই সম্যক্ রূপে জানিতে পারি না। মাধ্যাকর্ষণ, তাড়িতাকর্ষণ, চৌম্বকাকর্ষণ, জীবনী শক্তি এসকল বিষয়ক প্রকৃত তত্ত্ব আমরা সম্যক্ রূপে জানিতে পারি না অথচ আমরা তাহাতে না বিশ্বাস করিয়া থাকিতে পারি না। সেই রূপ ঈশ্বরের প্রকৃতি সম্বন্ধীয় তত্ত্ব আমরা সম্যক্ জানিতে পারি না অথচ আমরা তাহাতে না বিশ্বাস করিয়া থাকিতে পারি না।

কেহ কেহ এরূপ বলেন যে যখন ঈশ্বর বিষয়ে মনুষ্যের মধ্যে মতের বৈচিত্র্য দৃষ্ট হইতেছে তখন ব্রহ্মবিদ্যার নিশ্চয় কি? তাহার উত্তর এই— যদি মতবৈচিত্র্য জন্য ব্রহ্মবিদ্যা অপ্রামাণিক বলিয়া গণ্য হয় তবে বিজ্ঞান শাস্ত্রীয় অনেক তত্ত্ব সম্বন্ধে মত-বৈচিত্র্য জন্য বিজ্ঞান শাস্ত্রও অপ্রামাণিক বলিয়া গণ্য হইতে পারে।

---

* Conic Section.

কেহ কেহ এইরূপ বলেন যে সকল ধর্ম্ম-মতেই ভ্রম দৃষ্ট হয় অতএব ধর্ম্ম বিশ্বাস যোগ্য নহে। যাঁহারা এরূপ বলেন তাঁহারা বিবেচনা করেন না যে বিজ্ঞান শাস্ত্রের পূর্ব্বে অনেক ভ্রম ছিল অদ্যাপিও আছে তজ্জন্য বিজ্ঞান শাস্ত্র যেমন পরিত্যাজ্য নহে সেইরূপ মনুষ্যের ধর্ম্ম মতে ভ্রম থাকা জন্য ধর্ম্ম পরিত্যাজ্য নহে।

অতএব স্থিরীকৃত হইতেছে যে অন্যান্য বিদ্যা যেমন প্রামাণিক ব্রহ্মবিদ্যাও তদ্রূপ প্রামাণিক। যথন পদার্থবিদ্যাবিশারদ পণ্ডিতদিগের দর্শন ও পরীক্ষার ফলে আমরা বিশ্বাস করি তথন ধার্ম্মিক ব্যক্তিদিগের আধ্যাত্মিক দর্শন ও পরীক্ষার ফলে আমরা কেন না বিশ্বাস করিব?।

দশম অধ্যায়।

ধর্ম্মসম্বন্ধীয় ভ্রমের কারণ।

পূর্ব্ব কয়েক অধ্যায়ে ধর্ম্ম বিষয়ক সত্য বিবৃত হইয়াছে। সত্য লাভার্থ ভ্রমের কারণ অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য। তাহা হইলে সে ভ্রম হইতে আমরা ত্রাণ পাইতে পারি, অতএব এক্ষণে ধর্ম্মসম্বন্ধীয় ভ্রমের কারণ অনুসন্ধান করা যাইতেছে।

ধর্ম্ম বিষয়ক ভ্রমের প্রথম কারণ মনুষ্যের কতকগুলি মানসবিকার ও প্রবৃত্তি। যে সকল মানসবিকার ও প্রবৃত্তি দ্বারা ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় ভ্রমের উৎপত্তি হয় তাহা নিম্নে বর্ণিত হইতেছে।

(১) আশ্চর্য্য। আশ্চর্য্য ও অজ্ঞান রূপ মিথুন ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় নানা ভ্রম উৎপাদন করে। অসংস্কৃত-মানস অজ্ঞানান্ধ আদিম মনুষ্যদিগের সকলই আশ্চর্য্য বোধ হইত। সূর্য্য গলিত-কনক-সদৃশ সুন্দর রশ্মি দ্বারা পর্ব্বতশৃঙ্গ ও বৃক্ষমস্তক সকল সুশোভিত করত ক্রমে ক্রমে উত্থিত হইয়া সমস্ত জগৎকে জীবন ও চক্ষু প্রদান করে; চন্দ্র, বিস্তীর্ণ নির্জ্জন ক্ষেত্র আকাশে অল্প পারিষদ পরিবৃত হইয়া পরিভ্রমণ করত প্রাণাহ্লাদকর কিরণ দ্বারা পৃথিবীকে রজত-রঞ্জনে রঞ্জিত করে; বায়ু এক নিমেষে মহাদ্রুম সকল উৎপাটন পূর্ব্বক ইতস্ততঃ বিক্ষেপ করত বিস্তীর্ণ মহারণ্যের শ্রী ও শোভা বিনাশ করে, জলস্রোত অকস্মাৎ প্রবল বেগে আগমন করিয়া গৃহ ও গৃহোপকরণ সমস্ত বস্তু কোথায় ভাসাইয়া লইয়া যায়; অগ্নি অনতিবিলম্বে রাশি রাশি ইন্ধন ভস্মসাৎ করে ও বন উপবন সকল দগ্ধ করিয়া ফেলে; পৃথিবী এক ক্ষুদ্র অঙ্কুরকে অত্যুচ্চ বৃক্ষরূপে পরিণত করিয়া তাহাতে মনুষ্যের উপভোগ্য রমণীয় ফল উৎপাদন করে ও তদ্দ্বারা বহু জীবকে সুশীতল ছায়া প্রদান করে, জগতের এ সমস্ত বস্তুই সেই আদিম মনুষ্যদিগের নিকট আশ্চর্য্য বোধ হইত। তাহারা সে সকল বস্তুর শক্তি দেখিয়া তাহাতে চমৎকৃত হইয়া সে সকল বস্তুকে

অলৌকিক ক্ষমতাপন্ন পুরুষ দিগের অধিষ্ঠান স্থল কল্পনা পূর্ব্বক তাহাদের উপাসনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিল। প্রথমাবস্থাতে মনুষ্য কেবল বাহ্য বস্তুর প্রকৃতি আলোচনা করে তখন কাম, ক্রোধ, স্নেহ, ব্রীড়া, মান, অপমান ইত্যাদি ভাব মনে আপনা হইতেই উদিত হইতে দেখিয়া তাহাতে আশ্চর্য্য হইয়া তাহাদের প্রত্যেকের এক এক অধিষ্ঠাত্রী দেবতা কল্পনা করে ও সেই সকল দেবতা-দিগের উপাসনা করিতে প্রবৃত্ত হয়। মনুষ্য ধর্ম্মতত্ত্বানুসন্ধানের এই অসম্পূর্ণ অবস্থায় বিদ্যোপার্জ্জন, শিল্পকার্য্য, যুদ্ধকার্য্য প্রভৃতি কার্য্য সকলের এক এক অধিষ্ঠাত্রী দেবতা কল্পনা করে। যে অসাধারণ ধীশক্তি-সম্পন্ন মনুষ্য স্বীয় প্রভূত মানসিক ক্ষমতা দ্বারা সহস্র সহস্র লোকদিগকে যন্ত্রবৎ যদৃচ্ছা রূপে পরিচালন করেন তাঁহার অসামান্য গুণ পর্য্যালোচনা পূর্ব্বক তাহাতে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে দেবতা অথবা দেবাবতার জ্ঞান করে ও তাঁহার জীবদ্দশাতেই অথবা তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার উপাসনা করে।

(২) কৌতুহল প্রবৃত্তি। ধর্ম্মসম্বন্ধীয় যে সকল নিগূঢ় বিষয় ঈশ্বর আমাদিগকে জানিতে দেন নাই সেই সকল বিষয় জানিতে চেষ্টা করিয়া আমরা ভ্রমে পতিত হই। অজ্ঞ লোকেরা ঈশ্বরের আত্ম পরিচয় প্রদানে বিশ্বাস ও দর্শনকারদিগের ভ্রম এই কারণ হইতে উৎপন্ন হয়। অজ্ঞ-লোকেরা জ্ঞাত নহে যে ধর্ম্মতত্ত্ব সকল ঈশ্বর আমাদিগের হৃদয়ে অবিনশ্বর জাজ্বল্যমান অক্ষরে লিখিয়াদিয়াছেন, বুদ্ধি নিয়োগদ্বারা সেই সকল অক্ষর পাঠ করিয়া আমরা ইহকালে ও পরকালে কৃতার্থ হইতে পারি অতএব তাহারা অবাস্তবিক ঈশ্বর বাক্যে বিশ্বাস করিয়া গ্রন্থের উপাসক হয় ও সেই গ্রন্থে যে সকল ভ্রম থাকে তাহাতেও বিশ্বাস করে। দর্শনকারেরা এইরূপ মনে করেন যে স্বীয় বুদ্ধি পরিচালনা দ্বারা ঈশ্বরের গুপ্ত বিষয় সকল তাঁহারা জানিতে সক্ষম হইবেন। শেষকালে জানিতে গিয়া নানা হাস্যাস্পদ ভ্রম ও গোলযোগে পতিত হয়েন। তাঁহারা বিবেচনা করেন না যে ধর্ম্মতত্ত্বানুসন্ধানে আমাদিগের বুদ্ধির সীমা সকল নিরূপিত আছে। কি প্রকার সীমা সকল নিরূপিত আছে তাহা পরে প্রদর্শিত হইবে।

(৩) আশু বিশ্বাস প্রবৃত্তি। অদ্ভুত পদার্থ ও ঘটনাতে বিশ্বাস করিবার প্রবৃত্তি সাধারণ লোকের আছে, ইহা ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় নানা ভ্রম উৎপাদন করে।

তাহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত পুরাবৃত্তে পাওয়া যায়। অতএব সে বিষয় বাহুল্য রূপে বিবরণ করিবার আবশ্যকতা দৃষ্ট হইতেছে না।

(৪) আখ্যায়িকা ও রূপকানুরাগ। সাধারণ লোকে আখ্যায়িকা ও রূপক বর্ণন প্রিয়। জ্ঞানী মনুষ্যেরা তাহাদের উপদেশ জন্য যে সকল আখ্যায়িকা ও রূপক বর্ণনা ব্যবহার করেন সেই সকল আখ্যায়িকা ও রূপক বর্ণনা পরে যথার্থ বলিয়া বিশ্বাসিত হয়। ভারতবর্ষের পূর্ব্বতন জ্ঞানীরা ঈশ্বরের সৃজন পালন ও সংহার শক্তিকে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিবরূপে বর্ণন করিয়া ছিলেন এবং ধন ও বিদ্যাদ্বারা জগৎ পরিপালিত হইতেছে এই বিবেচনা করিয়া লক্ষ্মী ও সরস্বতীকে বিষ্ণুর স্ত্রী বলিয়া কল্পনা করিয়া ছিলেন, কিন্তু এক্ষণে সেই ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, লক্ষ্মী ও সরস্বতীকে প্রকৃত দেবতা মনে করিয়া লোকে উপাসনা করিতেছে। ঈশ্বর ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান এক-কালে দেখিতেছেন, এই জন্য শিবের তিন নেত্র আছে, ইহাভারতবর্ষেব পূর্ব্ব-তন জ্ঞানীরা কল্পনা করিয়াছেন। কিন্তু লোকে এক্ষণে যথার্থই বিশ্বাস করে যে মনুষ্যের নেত্রের ন্যায় ঈশ্বরের তিন নেত্র আছে। উল্লিখিত জ্ঞানীরা ঈশ্বরের শক্তিকে দুর্গারূপে কল্পনা করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু এক্ষণে লোকে তাঁহাকে প্রকৃত দেবতা জ্ঞান করিয়া তাঁহার উপসানা করে।

(৫) ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তকদিগের লোকানুরাগ-প্রিয়তা। ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তকেরা নিজ নিজ মত প্রথমতঃ বিশুদ্ধ থাকিলেও তাহা প্রচলিত করিবাব অভিপ্রায়ে সাধারণ লোকের প্রিয় ভ্রমের সহিত তাহা জড়িত করিয়া প্রচার করেন। মহম্মদ স্বদেশীয় লোকদিগের আরাধ্য কাবা নামক প্রস্তরখণ্ডের উপাসনা উঠাইতে না পারিয়া ঐ উপাসনা আপনার ধর্ম্ম-ভুক্ত করিয়া লইয়াছিলেন।

(৬) ধর্ম্মপ্রর্ত্তকদিগের প্রতি অন্যায় ভক্তি। কৃত্রিম আচরণ শূন্য বিশুদ্ধ-চরিত্র ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকেরা অত্যন্ত সম্মানের উপযুক্ত। যাঁহারা ঐহিক ও পার-ত্রিক মঙ্গলের একমাত্র উপায়-স্বরূপ পরম পথ প্রদর্শন করেন তাঁহারা অতি-শয় কৃতজ্ঞতার উপযুক্ত। কিন্তু এরূপ ভক্তিকে উপযুক্ত সীমার মধ্যে রাখা কর্ত্তব্য। যেহেতু ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তকদিগের প্রতি অন্যায় ভক্তি ধর্ম্মসম্বন্ধীয় প্রচুর ভ্রমের কারণ। কোন কোন ধর্ম্ম সম্প্রদায় আপনাদিগের অবলম্বিত ধর্ম্ম মতের প্রবর্ত্তককে ঈশ্বরাবতার বলিয়া বিশ্বাস করে। কোন কোন ধর্ম্ম

সম্প্রদায় আপনাদিগের ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তককে ঈশ্বরের প্রেরিত জ্ঞান করিয়া তাহার প্রচারিত ভ্রমকে ভ্রম বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে সমর্থ হয় না। তাহারা আপনাদিগের চিত্তে সত্য প্রবেশের পথ একেবারে রুদ্ধ করিয়া ফেলে। তাহারা বিবেচনা করে না যে সেই সকল ধর্ম্ম প্রবর্ত্তক মনুষ্য ছিলেন এবং মানব-স্বভাবের অপূর্ণতা হেতু কোন মনুষ্য অভ্রান্ত রূপে গণ্য হইতে পারে না।

(৭) পিতৃপুরুষদিগের প্রতি অন্যায় ভক্তি। সাধারণ লোকে মনে করে যে পিতৃ পিতামহ যাহা বিশ্বাস করিয়াছেন তাহা কি কখন ভ্রম হইতে পারে? এই সংস্কার বশতঃ লোকে পিতৃ-পুরুষদিগের ভ্রমে বিশ্বাস করে এবং তজ্জন্য সেই সকল ভ্রম এমনি বদ্ধমূল হয় যে শেষ কালে তাহার উচ্ছেদ করা অত্যন্ত দুরূহ হইয়া উঠে। ভারতবর্ষে এক্ষণে প্রচলিত কল্পিত ধর্ম্ম ও কুরীতি সকল উন্মূলন করিতে যে এত কষ্ট পাইতে হইতেছে উল্লিখিত অন্যায় ভক্তিই তাহার প্রধান কারণ।

(৮) স্বজাতির প্রতি অন্যায় অনুরাগ। পিতৃপুরুষদিগের প্রতি অন্যায় ভক্তি যেমন ধর্ম্মোন্নতি সংসাধন পক্ষে প্রবল প্রতিবন্ধক স্বজাতির প্রতি অন্যায় অনুরাগও তেমনি প্রতিবন্ধক। এই অনুরাগ-বশতঃ লোকে পক্ষপাত-বিকৃত নয়নে স্বজাতির ধর্ম্মকে দর্শন করে এবং অন্য জাতির ধর্ম্মকে ভয়াবহ জ্ঞান করে।

(৯) স্বমতের প্রতি অন্ধ অনুরাগ। স্বমতের প্রতি অন্ধ অনুরাগ অন্যের ধর্ম্মমতে যাহা সত্য আছে তাহা দেখিতে দেয় না ও বিবেচনারূপ-চক্ষুকে নিমীলিত করিয়া রাখে। এই অনুরাগবশতঃ লোকে অন্য ধর্ম্মাবলম্বীর কথা পর্য্যন্তকেও কর্ণে স্থান দেয় না। লোকে এই অনুরাগ-বশতঃ, ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তিরা পরকালে নরকে পতিত হইবে আর আপনারা কেবল স্বর্গে যাইবে, এরূপ মনে করে। তাহারা এমন বিবেচনা করে না যে মনুষ্য ভ্রান্ত জীব, অন্যের যেমন ভ্রম আছে তেমনি আপনারও ভ্রম থাকিতে পারে।

(১০) ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় মতের বৈচিত্র্য জন্য বিরক্তি ও নিরাশতা। কোন কোন ধর্ম্মানুসন্ধিৎসু ব্যক্তি পৃথিবীতে ধর্ম্ম-বিষয়ে মতের বৈচিত্র্য দর্শন করিয়া

এইরূপ ভ্রমে পতিত হয় যে ধর্ম্ম-বিষয়ে কিছুই জানা যায় না। সুতরাং তাহারা সংশয়বাদ অবলম্বন করে।

উল্লিখিত মানস বিকার ও প্রবৃত্তি সকল ক্ষীণ যুক্তি সহকারে ঐরূপ ভ্রম সকল উৎপাদন করে; কেবল নিজের বলে তাহারা কোন ভ্রমাত্মক, বিশ্বাস উৎপাদন করিতে সমর্থ হয় না।

আত্মপ্রত্যয়ের প্রতি কিছুমাত্র নির্ভর না করা, কেবল যুক্তির প্রতি নির্ভর করা, ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় ভ্রমের দ্বিতীয় কারণ। আত্ম প্রত্যয়কে অগ্রাহ্য করিয়া কোন কোন ব্যক্তি ধর্ম্মের মূলসূত্রে অবিশ্বাস করে। তাহারা বিবেচনা করে না যে যদি আত্ম প্রত্যয়কে বিশ্বাস না করা যায় তবে কিছুই আর বিশ্বাস করা যাইতে পারে না। আত্মপ্রত্যয়কে পরিত্যাগ করিয়া কোন দার্শনিক পণ্ডিত হাস্যাস্পদ ভ্রমে পতিত হইয়াছিলেন। তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ স্থির করিয়াছিলেন যে জড় নাই, কেবল জীবাত্মা ও ঈশ্বর আছেন *। কেহ স্থির করিয়াছিলেন যে জড় নাই, জীবাত্মাও নাই, কেবল ঈশ্বর আছেন †। কেহ স্থির করিয়াছিলেন জড়ও নাই, জীবাত্মাও নাই, ঈশ্বরও নাই, কেবল কতকগুলি ভাব ও সংস্কার আছে ‡। যে সকল দার্শনিকেরা আত্ম প্রত্যয়কে অবলম্বন করিয়া তত্ত্ব সকল নির্ণয় করেন তাঁহাদিগেরই মত গ্রাহ্য। অশিক্ষিত সামান্য লোকের বিশ্বসিত আত্ম প্রত্যয় গ্রাহ্য, কিন্তু দার্শনিকের আত্ম প্রত্যয় অস্বীকারমূলক সিদ্ধান্ত গ্রাহ্য নহে।

যুক্তির প্রতি কিছুমাত্র নির্ভর না করা ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় ভ্রমের তৃতীয় কারণ। কোন প্রত্যয় প্রকৃত আত্মপ্রত্যয় কি না তাহা নির্দ্ধারণ করিবার জন্য এবং আত্ম প্রত্যয়ের উপর যদি অন্য প্রকার প্রত্যয় আরোপিত হয় তবে ঐ দুইকে পরস্পর পৃথক করিবার জন্য যুক্তি আবশ্যক। ঈশ্বরতত্ত্ব নিরূপণে ভাবমূলক যুক্তি আবশ্যক এবং ঈশ্বরতত্ত্ব প্রত্যয়ের স্ফুরণ, পরিমার্জ্জন ও উন্নতি কার্য্যমূলক যুক্তির প্রতি নির্ভর করে, তাহা পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে।

---

* বরকলি।

† শঙ্করাচার্য্য।

‡ হিউম্।

অতএব ধর্ম্মতত্ত্বানুসন্ধানে যুক্তি অতীব আবশ্যক ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে।

ধর্ম্মতত্ত্বানুসন্ধানে আমাদিগের বুদ্ধির সীমা সকল নিরূপিত আছে এই বিবেচনার অভাব ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় ভ্রমের চতুর্থ কারণ। ঈশ্বর ধর্ম্মবিষয়ে আমাদের মনশ্চক্ষু সম্মুখে এক যবনিকা ফেলিয়া রাখিয়াছেন, সেই যবনিকার বাহিরে যাহা আছে তাহা জানিতে দিয়াছেন, আর ভিতরে যাহা আছে তাহা জানিতে দেন নাই। কিন্তু আমাদিগের সর্ব্বদা চেষ্টা এই যে সেই যবনিকা ঠেলিয়া তাহার ভিতরে কি আছে তাহা দেখি। এই দুঃসাহসিকতার ফল এই হয় যে আমরা ভ্রমে পতিত হই। কতকগুলি এমন ধর্ম্মতত্ত্ব আছে তাহার আমরা কিছুই জানিতে সক্ষম হই না। ঈশ্বরের পূর্ণ শক্তি, জ্ঞান, ন্যায় ও করুণা এবং তাঁহার নিরাকারত্ব, অদ্বিতীয়ত্ব, সর্ব্বব্যাপিত্ব ও নিত্যত্ব প্রভৃতি কতিপয় লক্ষণমাত্র আমরা জানিতে সক্ষম হই। কিন্তু যখন আমরা বিবেচনা করি যে ঈশ্বর আত্মা হইতেও ভিন্ন তখন অবশ্য স্বীকার করিতে হয় যে এমন সকল লক্ষণ তাঁহাতে আছে যাহা জীবাত্মার নাই এবং যাহা আমাদের বুদ্ধির অগোচর। আমরা এইমাত্র জানি যে পরকাল আছে, পরকালে পাপ পুণ্যের দণ্ড পুরস্কার হইবে এবং আত্মার ক্রমশঃ উন্নতি হইবে, কিন্তু কি প্রকারের কোন্ স্থানে কেমন করিয়া হইবে তাহা আমরা কোন প্রকারে জানিতে সক্ষম হই না। সে যবনিকার অন্তরালস্থ পদার্থের কথা, তাহা জানিবার আমাদের অধিকার নাই, আর আমাদের পরিত্রাণ-জন্য তাহা জানিবার আবশ্যকও করে না। এক ধর্ম্মতত্ত্বের সহিত অন্য ধর্ম্মতত্ত্বের কিম্বা কোন ধর্ম্মতত্ত্বের সহিত বিজ্ঞান-শাস্ত্রীয় কোন সত্যের আমরা কোন মতেই সমন্বয় করিতে পারি না। তথাচ সে সকল ধর্ম্মতত্ত্বে কিম্বা বিজ্ঞানশাস্ত্রীয় তত্ত্বে আমরা কখনই অবিশ্বাস করিয়া থাকিতে পারি না। জগৎ অপূর্ণ, তাহাতে দুঃখ ক্লেশ আছে; আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারি না যে কি প্রকারে পূর্ণ পুরুষ হইতে অপূর্ণ জগতের উৎপত্তি হইল, কিন্তু পরমেশ্বর পূর্ণস্বরূপ ইহা আমরা না বিশ্বাস করিয়া কখনই থাকিতে পারি না। মনুষ্য স্বাধীন এই তত্ত্বের সহিত কার্য্য কারণ শৃঙ্খলে বদ্ধ জগতের অস্তিত্ব ও ঈশ্বরের সর্ব্ব-

জ্ঞতার সমন্বয় করা যাইতে পারে না। কিন্তু মনুষ্যের স্বাধীনতা, জগতের বদ্ধ ভাব ও ঈশ্বরের সর্ব্বজ্ঞতা এ সকলই না মানিয়া আমরা থাকিতে পারি না।

অসম্যক্ দর্শন ধর্ম্মসম্বন্ধীয় ভ্রমের পঞ্চম কারণ। অসম্যক দর্শন দুই প্রকার; দৃষ্টান্ত-সম্বন্ধীয় অসম্যক্ দর্শন ও প্রকরণ-সম্বন্ধীয় অসম্যক্ দর্শন। উপাস্য দেবতার উপাসনা মাহাত্ম্যে কেবল কামনা সুসিদ্ধির দৃষ্টান্ত সকল মনুষ্যেরা প্রণিধান করে। কামনা সিদ্ধি সম্বন্ধে ঐ উপাসনার নিষ্ফলতার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত সকল দেখিয়াও দেখে না। ইহা দৃষ্টান্ত সম্বন্ধীয় অসম্যক দর্শনের দৃষ্টান্ত। রোগী ব্যক্তির সেবিত ঔষধ ও তাহার কৃত দেবোপাসনা এই দুয়ের মধ্যে ঔষধে উপকার দিয়াছে ইহা বিবেচনা না করিয়া উপাস্য দেবতার উপাসনাই রোগ শান্তির কারণ রূপে লোকে নির্ণয় করে। ইহা প্রকরণ সম্বন্ধীয় অসম্যর্শ দর্শনের দৃষ্টান্ত স্থল। বিবেচনা করিলে প্রতীত হইবে যে অসম্যক্ দর্শনই ভ্রমাত্মক ধর্ম্মের প্রধান আশ্রয়।

উপমাকে প্রমাণরূপে গ্রহণ করা ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় ভ্রমের ষষ্ঠ কারণ। উপমা কোন বিষয়ের প্রমাণ হইতে পারে না। উর্ণনাভ যেমন আপনার শরীর হইতে তন্তু নিঃসারণ করিয়া জাল প্রস্তুত করে তেমনি ঈশ্বর স্বকীয় স্বরূপ হইতে জগৎ নিঃসারণ করিয়াছেন, এই উপমা দ্বারা কেহ কেহ প্রমাণ করেন যে ঈশ্বর জগতের কর্ম্ম ও উপাদান কারণ। সেইরূপ, কুম্ভকার যেমন মৃত্তিকা দ্বারা কুম্ভ প্রস্তুত করে তেমনি ঈশ্বর নিত্য পরমাণু-পুঞ্জের দ্বারা জগৎ প্রস্তুত করিয়াছেন, এই উপমা দ্বারা কেহ কেহ প্রমাণ করেন যে ঈশ্বর জগতের কেবল কর্ম্মকারণ। কিন্তু প্রথম উপমা যেমন প্রথমোক্ত মতের প্রমাণ স্বরূপ গণ্য করা যাইতে পারে না তেমনি দ্বিতীয় উপমা দ্বিতীয় মতের প্রমাণ স্বরূপ গণ্য করা যাইতে পারে না। নদী সকল যেমন সমুদ্রের সহিত মিলিত হইয়া নাম রূপ বিহীন হয় ও স্বীয় স্বীয় স্বতন্ত্র অস্তিত্বের বিলোপকে প্রাপ্ত হয়, তেমনি সকল ভিন্ন ভিন্ন জীবাত্মা সেই পরমাত্মাতে লীন হইয়া স্বীয় স্বীয় অস্তিত্বের বিলোপকে প্রাপ্তিপূর্ব্বক তাঁহার সহিত একীভূত হইয়া যায়, এই উপমা দ্বারা কেহ কেহ নির্ব্বাণ-মুক্তির সিদ্ধান্ত করেন। সেইরূপ, যেমন ভিন্ন ভিন্ন পক্ষী ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে আসিয়া কোন বৃহৎ বৃক্ষে অবস্থিতি করে

তেমনি ভিন্ন ভিন্ন জীবাত্মা পরিশেষে সেই পরমাত্মাতে গিয়া অবস্থিতি করে, এই উপমা দ্বারা কেহ কেহ সাযুজ্য মুক্তি সপ্রমাণ করেন। কিন্তু ইহার মধ্যে ও প্রথম উপমা যেমন প্রথমোক্ত মতের স্বপ্রমাণ রূপ গণ্য করা যাইতে পারে না তেমনি দ্বিতীয় উপমা দ্বিতীয়োক্ত মতের প্রমাণ স্বরূপ গণ্য করা যাইতে পারেনা। কারণ দেখা যাইতেছে যে এক উপমা দ্বারা যাহা প্রমাণ হয় তাহাই আবার অন্য উপমা দ্বারা অন্যথা কৃত হয় তবে কোন বিষয় আত্ম-প্রত্যয় ও যুক্তি দ্বারা প্রকৃতরূপে সপ্রমাণ করিয়া বোধ-স্থূলভার্থে উপমা ও উদাহরণ ব্যবহার করা যাইতে পারে, কেবল উপমার প্রতি নির্ভর করা যাইতে পারে না।

সাদৃশ্যমূলক যুক্তির প্রতি অত্যন্ত নির্ভর করা ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় ভ্রমের সপ্তম কারণ। ইহা যথার্থ বটে যে বিবেক-সংঘটিত আত্মপ্রত্যয় দ্বারা আমরা জানিতেছি যে জীবাত্মার কতক গুলি লক্ষণ ঈশ্বরে আছে, কিন্তু আত্মপ্রত্যয় অনু-সারে মনুষ্য যতদূর যাইতে পারে সাদৃশ্য-মূলক যুক্তির বশবর্ত্তী হইয়া তাহা অপেক্ষা অধিক দূরে গমন করিয়া ভ্রমে পতিত হয়। মনুষ্য যেমন করিয়া ঈশ্বরকে ভাবুক না কেন, নিজ স্বভাবের অপূর্ণতা হেতু, ঈশ্বর যেমন অনন্ত রূপে মহৎ সেরূপ ভাবিতে এক বিন্দু মাত্রও সক্ষম হয় না। মহিষের জ্ঞান থাকিলে সে যেমন কল্পিত স্বর্গের 'নবীন তৃণময় বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে বিচরণকারী এক অতি প্রকাণ্ড সুন্দর মহিষের ন্যায় ঈশ্বরকে জ্ঞান করিত, তেমনি মনুষ্য যেমন করিয়া ঈশ্বরকে ভাবুক না কেন সে অনেক পরিমাণে তাঁহাকে মনুষ্যের ন্যায় ভাবে। ঈশ্বরের স্বরূপ ও তাঁহার প্রকৃতির প্রধান অংশ আমরা কিছু-মাত্র জানিতে সক্ষম হই না। যাহা আমরা জানিতে পারি তাহা তাঁহার কতিপয় লক্ষণ মাত্র, সেও আবার ঠিক আমাদের প্রকৃতির লক্ষণের ন্যায় আমরা জ্ঞান করি। তাঁহার জ্ঞান, তাঁহার শক্তি, তাঁহার করুণা, তাঁহার আনন্দ, প্রকার ও পরিমাণে আমাদের জ্ঞান, শক্তি, করুণা, ও আনন্দের ন্যায় নহে, তাহা আমাদিগের জ্ঞান শক্তি করুণা ও আনন্দ হইতে অনন্ত গুণে উৎকৃষ্ট ও অনন্ত পরিমাণে অধিক। জ্ঞানীন্দ্রের ঈশ্বর জ্ঞানের সহিত ঈশ্বরের ঈশ্বর জ্ঞান অর্থাৎ ঈশ্বরের স্বীয় প্রকৃতির জ্ঞান তুলনা করিলে জ্ঞানীন্দ্রের ঈশ্বর জ্ঞান এক অণুমাত্রও হইবে না।

সাদৃশ্য মূলক যুক্তিকে অবলম্বন করিয়া জ্ঞানহীন মনুষ্যেরা বিশ্বাস করে যে আমাদের ন্যায় ঈশ্বরের শরীর ও মন আছে ও স্বর্গ বলিয়া তাঁহার বিশেষ নিবাস স্থান আছে,তথায় তিনি নিত্য পারিষদ দ্বারা সর্ব্বদা বেষ্টিত হইয়া বাস করেন। পৃথিবীস্থ রাজার নিকট যাইবার জন্য যেমন প্রতিহারীর সহায়তা আবশ্যক করে, ঈশ্বর সম্বন্ধে তদ্রূপ জ্ঞান করিয়া মনুষ্য আপনার মনের স্বাধীনতা রূপ পরম রত্ন বিসর্জ্জন দেয় এবং যে সকল ব্যক্তি আপনাদিগকে ঈশ্বর প্রেরিত বলিয়া পরিচয় দেয় তাহাদিগের নিকট আপনাদিগের মন বিক্রয় করে। মনুষ্য যেমন উপহারে সন্তুষ্ট হয় ঈশ্বরকে সেইরূপ মনে করিয়া অজ্ঞানী ব্যক্তিরা তাঁহাকে সুগন্ধি পুষ্প, উপাদেয় আহার,প্রভৃতি ইন্দ্রিয় সুখদ দ্রব্য উপহার দেয়। রাজার সেবায় শরীরকে কষ্ট প্রদানকরিলে তিনি যেমন প্রসন্ন হয়েন,ঈশ্বরকেও তদ্রূপ মনে কবিয়া মনুষ্য কৃচ্ছ তপস্যা সাধনে প্রবৃত্ত হয়। সাদৃশ্যমূলক যুক্তিকে অবলম্বন করিয়া, যে ব্যক্তির যেরূপ স্বভাব, ঈশ্বরকে অধিক পরিমাণে সেই স্বভাব বিশিষ্ট বলিয়া সে বিশ্বাস করে। অত্যন্ত দয়ালু ব্যক্তি তাঁহাকে প্রায় কেবলই করুণাময় জ্ঞান করে। কোপন স্বভাব ব্যক্তি তাঁহাকে কোপন-স্বভাব ও পরকালে পাপীদিগকে নিত্যকাল শাস্তি দিবেন মনে করে। কিন্তু তাহাদের দুয়েরি ভ্রম। তিনি ন্যায়বান্ ও করুণাময় পুরুষ। যে ব্যক্তির পিতৃভক্তি অধিক সে ঈশ্বরকে ঠিক মর্ত্ত লোকের পিতার ন্যায় জ্ঞান করে। যে ব্যক্তির মাতৃভক্তি অধিক সে ঈশ্বরকে ঠিক পৃথিবীর মাতার ন্যায় জ্ঞান করে। যাহার আত্মা অতি কোমল-প্রকৃতি সে ঈশ্বরকে স্বামীরূপে উপাসনা করিতে অধিক ভাল বাসে। এভাবে অনেক মাধুর্য্য আছে বটে কিন্তু বিহিতরূপে ব্যক্ত করা আবশ্যক, নতুবা প্রলাপ বাক্যের ন্যায় প্রতীয়মান হইবার সম্ভাবনা। কোন কোন উপাসকেরা পরম প্রেমাস্পদ ঈশ্বরকে প্রিয়া স্ত্রী রূপে কল্পনা করিয়া নিজ নিজ গ্রন্থে ঈশ্বর-সম্বন্ধীয় মহৎ ভাব সকল ব্যক্ত করিয়াছেন, কিন্তু এ প্রকার উপাসনা কোনরূপেই বিহিত নহে। ঈশ্বরকে কেবল পিতা, মাতা, ও বন্ধুরূপে উপাসনা করা বিহিত।

মনুষ্য সাদৃশ্য-মূলক যুক্তির অত্যন্ত বশবর্ত্তী হইয়া পারলৌকিক অবস্থাকে ঐহিক অবস্থার ন্যায় জ্ঞান করে। অনেক জাতি পরলোককে হর্ম্ম্য আরাম

পরমা সুন্দরী স্ত্রী প্রভৃতি ইন্দ্রিয়-সুখদ দ্রব্যের আধার বলিয়া বিশ্বাস করে।

উপরে সাধারণতঃ ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় ভ্রমের কারণের বিষয় বলা হইল। এক্ষণে পাপ পুণ্য সম্বন্ধীয় ভ্রমের কারণ বিশেষ রূপে নির্ণয় করা যাইতেছে।

অজ্ঞতা, অথবা কোন কর্ম্মের প্রকৃতি বিষয়ে বিবেচনার অভাব, অথবা দুই কর্ত্তব্যের বিরোধ উপস্থিত হইলে তাহার মধ্যে গুরুতর কর্ত্তব্যের গুরুত্ব বিবেচনা না করা, অথবা বাল্যসংস্কার, অথবা কোন বিশেষ কর্ত্তব্যের অযুক্ত গৌরব, অথবা স্বার্থপরতা, অথবা অন্য কোন নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির প্রবলতা পাপ পুণ্য সম্বন্ধীয় ভ্রমের কারণ। কোন ব্যক্তি কোন মন্দ কর্ম্মকে, মন্দ বলিয়া বোধ করিয়া তাহা করে না। তাহার নিকট ভাল বলিয়া প্রতীয়মান হয় এই জন্য তাহা করে। যে কর্ম্মের প্রকৃতি নির্ণয় করা অতি দুরূহ, সম্যক্ বিবেচনা দ্বারা তাহার প্রকৃতি নির্ণীত হইলে তৎসম্বন্ধে ভ্রম জন্মে। দুই কর্ত্তব্যের বিরোধ উপস্থিত হইলে তাহার মধ্যে গুরুতর কর্ত্তব্যের গুরুত্ব বিবেচনা না করা পাপ পুণ্য সম্বন্ধীয়ভ্রমের আর এক কারণ। ঈশ্বর অথবা স্বদেশের প্রতি কর্ত্তব্য কর্ম্ম এবং পিতা মাতার প্রতি কর্ত্তব্য কর্ম্ম, এই দুই প্রকার কর্ত্তব্য কর্ম্মের বিরোধ উপস্থিত হইলে অনেকে অবিবেচনা হেতু শেষোক্ত কর্ত্তব্যকে গুরুতর জ্ঞান করে। বাল্য সংস্কার পাপ পুণ্য সম্বন্ধীয় ভ্রমের আর এক কারণ। বাল্য সংস্কার বশতঃ সহমরণের ন্যায় কোন বিগর্হিত প্রথা ভাল বলিয়া বোধ হয়। এক এক সময়ে লোকে বিশেষ ধর্ম্মের যতদূর গৌরব করা উচিত তাহা অপেক্ষা অধিক গৌরব করে যাঁহারা সহমরণের প্রথা প্রথম বিধান করিয়া গিয়াছিলেন তাঁহারা পাতিব্রত্য ধর্ম্মের যতদূর গৌরব করা উচিত তাহা অপেক্ষা অধিক গৌরব করিতেন। ইহা যথার্থ বটে যে স্ত্রীলোকের সম্বন্ধে পাতিব্রত্য ধর্ম্ম যেমন গরীয়ান্ এমন অন্য কোন ধর্ম্ম নহে। কিন্তু তাহা বলিয়া আত্মঘাতিনী হইয়া মৃত পতির সহগমন করা উচিত নহে। যেমন অহিফেনের মত্ততার সময় অসম্বন্ধ কল্পনা সকল মনে উদিত হয় ও তৎপরে সে সকল অলীক বোধ হয় কিম্বা যেমন প্রবল সমীরণের সময় তটস্থিত বস্তুর প্রতিরূপ প্রদর্শক সুস্থির সুনির্ম্মল হ্রদ-বক্ষ কম্পিত হইলে সেই সকল প্রতিরূপের ভঙ্গ হয়, তৎপরে বায়ুব সাম্যাবস্থা কালে সুস্থির হইলে পুনরায় সেই সকল প্রতিবিম্ব

দৃষ্ট হয়, সেইরূপ মনুষ্য নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির প্রবল বেগের সময়ে মোহান্ধতা প্রযুক্ত মন্দ কর্ম্মকে ভাল কর্ম্ম বলিয়া জ্ঞান করে, তৎপরে সে মোহতিমির তিরোহিত হইলে সেই কর্ম্ম অনুচিত বোধ হয়। উল্লিখিত কারণ বশতঃ উচিতানুচিত বোধ কোন কোন স্থলে বিকৃত হয় বলিয়া কোন কর্ম্মের কর্ত্তব্যতা বা অকর্ত্তব্যতার নিশ্চয় নাই ইহা অতি অযুক্ত বাক্য। পাণ্ডু রোগে সকল বস্তু পীতবর্ণ দেখায় বটে কিন্তু তাহা বলিয়া বস্তুর প্রকৃত বর্ণ অনুভব করা যায় না এমত নহে।

ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় ভ্রম জন্য পরকালে যে নরক-যন্ত্রণা সহ্য করিতে হইবে এমন কখন বিশ্বাস করা যাইতে পারে না। কিন্তু ইহা বলিয়া ভ্রমের অপনোদন করিবার ও ঈশ্বরকে জানিবার যে আমাদিগের ক্ষমতা আছে সে ক্ষমতা পরিচালনা না করা অর্থাৎ অন্ধকার হইতে আলোকে গমন না করা দূষণীয় যিনি সৌভাগ্য ক্রমে ঈশ্বরের যথার্থ জ্ঞান উপার্জ্জন করিতে সক্ষম হইয়াছেন, ঈশ্বরকে তাঁহার যেরূপ উপাসনা করা উচিত সেরূপ উপাসনা না করা তাঁহার পক্ষে অতীব দূষ্য বলিতে হইবে। সকল ধর্ম্মাবলম্বীদিগের মধ্যে অকপট ব্যক্তিরা নিজ নিজ জ্ঞান ও কর্ম্মের উৎকর্ষানুসারে পুরস্কার প্রাপ্ত হইবেন কিন্তু কোন ধর্ম্মের কপট অনুচর দিগের নিষ্কৃতি নাই।

একাদশ অধ্যায়।

ঈশ্বরের আত্ম-পরিচয় প্রদান।

ঈশ্বর স্বকীয় মহিমাতে যে স্বপ্রকাশ রহিয়াছেন তাহা ভঙ্গ করিয়া জ্যোতির্ম্ময় বা অন্য কোনরূপ ধারণ পূর্ব্বক কোন মানবকে প্রত্যাদেশ করিয়াছেন ইহা কোন প্রকারে সম্ভব হইতে পারে না। কারণ যে পদার্থের যে স্বভাব তাহা সে আপনি কথনও অতিক্রম করিতে সমর্থ হয় না। ঈশ্বর যেমন ত্রিভুজকে এককালীন ত্রিভুজ ও বৃত্ত করিতে পারেন না তেমনি তিনি স্বকীয় সত্তাকে পরিবর্ত্তিত করিয়া শরীর ধারণ করিতে কিম্বা কোন স্থানে কোন প্রকারে ইন্দ্রিয়ের গোচর হইতে পারেন না। যদি বল এমন ত হইতে পারে যে কোন দেশে কোন বিশেষ ব্যক্তির হৃদয়ে সত্য ধর্ম্ম প্রেরণ করিয়াছেন, কিন্তু এই প্রকার প্রত্যাদেশও সম্ভবপর নয়। শারীরিক সুখ সচ্ছন্দতা, সভ্যতা, বিদ্যা, ধন, মান, যশ ইত্যাদি সমস্ত বিষয়ের অভাব মনুষ্য স্বাভাবিক ক্ষমতা দ্বারা পূর্ণ করিতে সক্ষম হয়; ধর্ম্মতত্ত্ব জ্ঞান এই নৈসর্গিক বিধানের বহির্ভূত এমন কথনই হইতে পারে না। অপিচ প্রত্যক্ষ হইতেছে যে আমাদের সকল প্রয়োজনীয় বস্তু পূর্ব্ব হইতে আয়োজিত হইয়া আছে। যেমন আমাদের ক্ষুধা নিবারণার্থ আহার্য্য দ্রব্য ও রোগ শান্তির জন্য ঔষধ আয়োজিত আছে, তেমনি মনের ক্ষুধা নিবারণ ও মনের রোগ শান্তি জন্য সত্যধর্ম্ম-রূপ অমৃত মানব-প্রকৃতির অন্তর্ভূত আছে। তাহা বুদ্ধি, বিবেক ও যুক্তি দ্বারা উদ্ধার করিয়া আমরা কৃতার্থ হই। যিনি নূতন উৎপন্ন পতঙ্গের পারিপাট্য পূর্ব্ব হইতে বিধান করিয়াছেন, তিনি যে জীবাত্মার ধর্ম্ম পিপাসা শান্তির জন্য কোন নৈসর্গিক বিধান পূর্ব্ব হইতে করেন নাই এমন কথনই হইতে পারে না। ধর্ম্মতত্ত্ব সকল যে পরিমাণে ইহলোকে জানা

আমাদের পরিত্রাণ-জন্য আবশ্যক, তাহা ঈশ্বর নৈসর্গিক উপায় দ্বারা আমাদিগকে জানিতে দিয়াছেন। যাহা তাঁহার অভিপ্রায় নয় বলিয়া আমরা জানি, তদ্বিষয়ে যে সকল পৃথিবীস্থ প্রচলিত ধর্ম্ম জ্ঞান-প্রদান করিবার অধিকার ব্যক্ত করে সে সকল ধর্ম্ম ভ্রান্তি সঙ্কুল। পরন্তু যেন স্বীকার করিলাম যে কোন দেশের বিশেষ ব্যক্তির মনে সত্যধর্ম্ম ঈশ্বর প্রেরণ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহার বার্ত্তা পাইয়া তাহাতে যাহারা বিশ্বাস করিয়াছে তাহারাই কেবল পরিত্রাত হইবে, সেই প্রত্যাদেশ হইবার পূর্ব্বে ও পরে যে যে দূরকালবর্ত্তী অথবা দূরদেশ-বাসী ব্যক্তিরা তাহার বার্ত্তা পায় নাই, অথচ সত্যস্বরূপ অনন্তস্বরূপ পরমেশ্বরে একান্ত প্রীতি স্থাপন পূর্ব্বক নিতান্ত যত্নের সহিত তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন করিয়াছে, তাহারা কখনই পরিত্রাত হইবে না এমন কিরূপে হইতে পারে? যদি বল যে, যে সকল পবিত্র-চরিত্র ধর্ম্মপরায়ণ মহাত্মা ব্যক্তি সে প্রত্যাদেশের বার্ত্তা পান নাই তাঁহারাও পরিত্রাত হইবেন, তবে যখন স্বকীয় বুদ্ধিমত্তা দ্বারা সেই সকল ব্যক্তি ধর্ম্মতত্ত্ব সকল পরিজ্ঞাত হইতে পরিলেন তখন প্রত্যাদেশের আর কি আবশ্যকতা রহিল?

যদি এমত আকাশবাণী হয় যে "ঈশ্বরকে অভক্তি কর, আর সকল মনুষ্যের প্রতি বিদ্বেষ কর" তাহা হইলে আমাদিগের অন্তরস্থ ধর্ম্মভাবের সহিত সেই আকাশবাণীর অনৈক্য প্রযুক্ত তাহাকে অগ্রাহ্য করিতে পারা যায় কি না? যদি তাহা অগ্রাহ্য করা বিধেয় হইল তবে মনুষ্যের অন্তরস্থ ধর্ম্মভাবকে ঈশ্বর-বাক্যাভিমানী ধর্ম্মমতের পরীক্ষক স্বরূপ স্বীকার করিতে হইবে কি না? মনুষ্যের অন্তরস্থ ধর্ম্মভাব যে এরূপ পরীক্ষক তাহার আর এক নিদর্শন এই যে তাহা পরীক্ষক না হইলে ঈশ্বর-বাক্যাভিমানী কোন ধর্ম্মমতের উৎকর্ষ অনুভব পূর্ব্বক তাহা অবলম্বন করিতে মনুষ্য সকল প্রবৃত্ত হইত না, কিম্বা সেই মত বিকৃতাকার ধারণ করিলে, তাহা বিকৃতাকার ধারণ করিল কি না ইহা বোধ করিতে না পারা প্রযুক্ত দ্বিতীয় প্রত্যাদেশের আবশ্যক হইত। ঈশ্বর বাক্যাভিমানী ধর্ম্মমতের গৌরবের বিষয় যে সকল ধর্ম্মোপদেশ ও নীতিসূত্র সে প্রকার ধর্ম্মোপদেশ ও নীতিসূত্র যখন সেই ধর্ম্মানভিজ্ঞ

ভিন্ন-দেশীয় জ্ঞানী মনুষ্যেরাও উক্ত করিয়াছেন দৃষ্ট হইতেছে, তখন ঈশ্বর-প্রত্যাদেশের আবশ্যকতা নাই ইহা বিলক্ষণ প্রমাণ হইতেছে।

ঈশ্বর-প্রত্যাদেশ মানিবার পূর্ব্বে যখন ঈশ্বরের অস্তিত্ব ও পূর্ণত্ব মানিতে হয়, অর্থাৎ ঈশ্বর আছেন, তিনি ভ্রম-প্রমাদ-শূন্য, তিনি যাহা বলিতেছেন তাহা কখনই মিথ্যা হইতে পারে না, এমত বিশ্বাস করিতে হয়, আর যখন তিনি ভ্রম-প্রমাদ-শূন্য তখন তিনি অবশ্য পূর্ণস্বরূপ এমত মানিতে হয়, আর যখন তাঁহাব পূর্ণত্ব হইতে অন্যান্য ধর্ম্মতত্ত্ব সকল উদ্ভাবন করা যাইতে পারে তখন ঈশ্বর প্রত্যাদেশের আর কি আবশ্যকতা রহিল ?

প্রচলিত ধর্ম্মতত্ত্ব সকলের মধ্যে কোন কোন ধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তিরা নিজ নিজ ধর্ম্ম ঈশ্বরোক্ত, ইহা প্রমাণ করিবার জন্য সেই সেই ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক-দিগের কৃত অলৌকিক কার্য্যের ও তাহাদিগের উক্ত ভবিষ্যদ্বাণীর যাথার্থ্য ব্যাখ্যান কবিয়া থাকেন। উক্ত প্রকার অলৌকিক কার্য্য ও ভবিষ্যদ্বাণী সম্ভবপর কি না সেই তত্ত্বানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে।

অলৌকিক ঘটনা অসম্ভব। অসম্ভব কথা বিশ্বাস করিবার পূর্ব্বে আপনাকে জিজ্ঞাসা করা কর্ত্তব্য যে কাহার কথায় তাহা বিশ্বাস করি ? যে ব্যক্তি সে কার্য্য বর্ণন করিয়াছে সে কোন্ সময়ে জীবিতবান্ ছিল, কোন্ স্থানে তাহার বাস, সে উক্ত অলৌকিক ঘটনা আপনি চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করিয়াছিল কি না, তাহার চরিত্র কিরূপ ছিল, তাহার প্রবঞ্চিত হইবার কোন সম্ভাবনা ছিল কি না, তাহার মিথ্যা বলিবার কোন কারণ ছিল কি না, যে গ্রন্থে ঐ অদ্ভুত কার্য্যের বিবরণ লিখিত আছে তাহা যথার্থ তাহার প্রণীত কি না, এ প্রকার তত্ত্বানুসন্ধান না করিয়া কোন অসম্ভব কথা বিশ্বাস করা যাইতে পারে না। যদি বল পুরাবৃত্তে লিখিত বিষয় সকল অনায়াসে বিশ্বাস কর কিন্তু আমাদিগের ধর্ম্মের প্রমাণ যে গ্রন্থে আছে তাহার কথা একেবারেই বিশ্বাস কর না কেন ? তদ্বিষয়ে বক্তব্য এই যে পুরাবৃত্তে সম্ভবপর কথা লিখা থাকে, অসম্ভব অদ্ভুত কার্য্য যাহা আমরা চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করি নাই আর যাহা অনেক শতাব্দীর পূর্ব্বে ঘটিয়াছে তাহাতে অবশ্যই এমন কঠিন পরীক্ষা নিয়োগ করা কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ দৃষ্ট হইতেছে যে, যেমন যে কালে ভূত ডাইনের

অস্তিত্বে বিশ্বাস লোকের মনে প্রবল থাকে সে কালে কোথা হইতে যেন ডাইন ও ভূতের কার্য্য সকল ঘটে, তেমনি যে কালে অলৌকিক কার্য্যে বিশ্বাস লোকের মনে প্রবল থাকে সেকালে কোথা হইতে যেন অলৌকিক কার্য্য সকল ঘটে। আমাদিগের দেশে বর্ত্তমানকালে এমন কতবার ঘটিয়াছে যে যাহার কথা বিশ্বাস করা যায় এমন সকল লোকে মহাপুরুষদিগের কৃত আশ্চর্য্য ক্রিয়া সকলের কথা গল্প করিয়াছেন আর বলিয়াছেন যে তাহারা নিজে ঐ সকল আশ্চর্য্য ক্রিয়া চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে যে স্থানে ঐ সকল অদ্ভুত ব্যপার ঘটিয়াছিল সে সকল স্থানে ঐ কথা রাষ্ট্র আছে। তৎপরে বিশেষ তত্ত্বানুসন্ধান দ্বারা দেখা গিয়াছে যে তাহা অমূলক অথবা প্রতারণা মূলক। প্রচলিত কোন কোন ধর্ম্মের অনুবর্ত্তীরা কহিয়া থাকেন যে সেই সেই ধর্ম্মের সংস্থাপকদিগের যে সকল শিষ্যেরা আপনাদিগের প্রণীত গ্রন্থেতে তাহাদিগের অদ্ভুত কার্য্য বিবরণ করিয়াছেন সেই শিষ্য-দিগের মধ্যে কেহ কেহ সেই সকল অদ্ভুত ক্রিয়ার যথার্থতার প্রমাণ দিবার জন্য উৎকট যন্ত্রণা সহ্য এমন কি প্রাণ পর্য্যন্ত সমর্পণ করিয়াছেন অতএব তাহাদিগের কথা কি প্রকারে মিথ্যা হইতে পারে? তাহার উত্তর এই যে যদি সেই সকল গ্রন্থ সেই সকল শিষ্যদিগের যথার্থ প্রণীত হয় আর সেই সকল শিষ্য যথার্থই তাহাদিগের প্রাণ পর্য্যন্ত অর্পণ করিয়া-ছিল তথাপি ইহা বিবেচনা করিতে হইবে যে তাহারা কেবল সেই সকল অদ্ভুত কার্য্যের যথার্থতার প্রমাণ দিবার জন্য প্রাণ সমর্পণ করিয়াছিল এমত নহে। তাহারা ভ্রমান্ধতা প্রযুক্ত তাহাদিগের গুরুর প্রবর্ত্তিত মতে বিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে না পারিয়া প্রাণ পর্য্যন্ত অর্পণ করিয়াছিল।

জগতে যত কার্য্য হইতেছে তাহা নিয়মানুসারে হইতেছে। ঈশ্বরের নিয়ম ভঙ্গ হইয়া কোন কার্য্য হয় না। যে কার্য্য আপাততঃ অলৌকিক বোধ হয় তাহা কোন বিদিত নিয়মানুসারে না হউক কোন অবিদিত নিয়মানুসারে হইবে। যখন ইহা নিশ্চয় যে অলৌকিক ঘটনা বিদিত নিয়মানুসারেই হউক অথবা অবিদিত নিয়মানুসারেই হউক কোন নিয়-মানুসারে তাহা ঘটিয়া থাকে, তখন যে ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক দ্বারা অলৌকিক কার্য্য

কৃত হয় তিনি যে ঐশী ক্ষমতা বিশিষ্ট তাহা কি প্রকারে বলা যাইতে পারে? ঐন্দ্রজালিকেরা আমাদিগকে বিস্ময়জনক ব্যাপার সকল দেখায়, সেই সকল বিস্ময়জনক ব্যাপার আমাদিগের অবিদিত নিয়মানুসারে হইয়া থাকে। তাহা বলিয়া কি আমরা তাহাদিগকে ঐশী ক্ষমতা বিশিষ্ট বলিয়া মানিব?

পূর্ব্বেই প্রমাণ করা গিয়াছে যে ঈশ্বরের পূর্ণত্ব পূর্ব্ব হইতে না মানিলে ঈশ্বর-প্রত্যাদেশের সম্ভাবনাই স্বীকার করা যাইতে পাবে না। ঈশ্বরের পূর্ণ স্বরূপের সহিত যে ধর্ম্মমতের ঐক্য আছে সেই ধর্ম্মমত ঈশ্বরোক্ত হইবার সম্ভাবনা, অন্য প্রকার ধর্ম্মমত ঈশ্বরোক্ত হইবার সম্ভাবনা নাই। যথার্থ ঈশ্বরোক্ত ধর্ম্ম অবশ্য ঈশ্বরের পূর্ণত্বের সহিত সঙ্গত। প্রচলিত ঈশ্বর বাক্যাভিমানী সকল ধর্ম্মে এই পরীক্ষা নিয়োগ করিলে তাহার মধ্যে কোনটাই রক্ষা পায় না। কোন ধর্ম্ম বলিতেছে ঈশ্বর গোপালয়ে জন্ম গ্রহণ করিয়া গোপিনীদিগের নবনীত অপহরণ পূর্ব্বক ভক্ষণ করিয়াছিলেন, কোন ধর্ম্ম বলিতেছে যে তদ্ধর্ম্ম প্রবর্ত্তক এক মুহূর্ত্ত মধ্যে সপ্তম স্বর্গে আরোহণ করিয়া যবনিকার অন্তরালে উপবিষ্ট ঈশ্বরের সহিত কথোপকথন করিয়াছিলেন, কোন ধর্ম্ম ব্যক্ত করিয়া থাকে ঈশ্বরের শৈশবকালে তাঁহার ধর্ম্মাভিষেকের সময় স্বয়ং ঈশ্বরই আবার কপোতরূপ ধারণ করিয়া পৃথিবীতে অবতরণ করিয়াছিলেন ও বৃদ্ধ মনুষ্যের আকার আশ্রয় করিয়া একজন ভক্তের সহিত ব্যায়াম করিয়াছিলেন।

প্রচলিত ধর্ম্মগ্রন্থ সকলেতে যে সকল ভবিষ্যদ্বাণী আছে তাহাদের মধ্যে অধিকাংশ এমত অস্পষ্ট ভাষায় লিখিত যে তাহাদের ব্যাখ্যাতারা মধ্যে মধ্যে তাহাদের অর্থ পরিবর্ত্তন করিতে বাধ্য হয়েন। যেগুলি স্পষ্ট ভাষায় লিখিত ও যথার্থ ঘটিয়াছে তৎপাঠে বিলক্ষণ বোধ হয় যে প্রখর বুদ্ধি ব্যক্তিরা অনুমান দ্বারা তাহা অনায়াসে উক্ত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, আর কতকগুলি ভবিষ্যদ্বাণী বাস্তবিক ঘটে নাই, যেমন খৃষ্ট ও তাঁহার শিষ্যদিগের উক্ত তাহাদিগের সময়েই মহাপ্রলয় ঘটনা-বিষয়ক ভবিষ্যদ্বাণী। অবশিষ্ট ভবিষ্যদ্বাণী কৃত্রিম ও ঘটনার পর গ্রন্থমধ্যে নিবেশিত হইয়াছে।

দ্বাদশ অধ্যায়।

সত্যধর্ম্ম কি এই প্রশ্নের উত্তর ও ব্রাহ্ম ধর্ম্মের স্বরূপ ও লক্ষণ।

সত্যধর্ম্ম তত্ত্ব ও ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় ভ্রমের কারণ নিরূপণ করা হইয়াছে ; এক্ষণে পৃথিবীস্থ ধর্ম্মমত সকলের মধ্যে কোন্ ধর্ম্মমত সত্য সেই অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে।

(১) সকল পদার্থ ও ঘটনার সম্পূর্ণ নিত্য নির্ভর স্থল কোন পূর্ণ পদার্থ আছে। (২) শ্রেষ্ঠতম প্রণালী অনুসারে তাঁহার উপাসনা করা কর্ত্তব্য। এই দুইটী প্রত্যয় ধর্ম্মের মূল প্রত্যয়। ঐ দুই প্রত্যয়ে সহজ জ্ঞানের দ্বারা উপনীত হওয়া যায়। ধর্ম্মের মূল প্রত্যয় সকল নিরতিশয় মহৎ পদার্থের প্রতিপাদক, অতএব সেই সকল নিরতিশয় মহৎ পদার্থের নিরতিশয় মহৎভাবই তাহাদের যথার্থ ভাব। যে পর্য্যন্ত না মনুষ্য ঐ সকল নিরতিশয় মহৎ পদার্থের নিরতিশয় মহৎ ভাব উদ্ভাবন করে অর্থাৎ যে পর্য্যন্ত না ধর্ম্মের মূল প্রত্যয়ের সহিত সম্পূর্ণরূপে সঙ্গত যে ভাব যে পর্য্যন্ত না সে ভাব উদ্ভাবন করে, সে পর্য্যন্ত ধর্ম্মোন্নতির সম্ভাবনা থাকে। ঐ নিরতিশয় মহদ্ভাব উদ্ভাবিত হইলে ধর্ম্মমত অনুন্নমিতব্য আকার ধারণ করে। কিন্তু ঐ অনুন্নমিতব্য ধর্ম্মমতের ব্যাখ্যান ও তাৎপর্য্য উন্নমিতব্য থাকে। ঐ অনুন্নমিতব্য ধর্ম্মমত এই কয়েকটী বাক্যে ভুক্ত আছে।

(১) ঈশ্বরের অনন্তত্ব।

(২) ঈশ্বরের পিতৃত্ব ও মনুষ্যের ভ্রাতৃত্ব।

(৩) ঈশ্বরের নিকটত্ব।

(৪) মনুষ্যের ইচ্ছার স্বাধীনতা।

(৫) ঈশ্বরের প্রতি প্রীতি ও ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্য সাধন।

(৬) আত্মার অশেষ উন্নতি।

ঈশ্বরের সর্ব্বব্যাপিত্ব ও পিতৃত্ব ও সুহৃদ্ভাব হইতে তাঁহার নিকটত্ব পাওয়া যাইতেছে। তিনি যখন আমাদিগের পিতা ও সুহৃদ ও আমাদিগের হৃদয়ের অভ্যন্তরে সর্ব্বদাই স্থিতি করিতেছেন তখন তাঁহার নিকটে যাইবার জন্য কোন মনুষ্যের সহায়তা আবশ্যক নাই। জ্ঞান-চক্ষু উন্মীলন হইবার জন্য অবশ্য গুরূপদেশ আবশ্যক করে, কিন্তু তজ্জন্য গুরুকে জগদ্‌গুরুর স্থানে স্থাপন করা কখনই উচিত হয় না। ঈশ্বর আমাদিগের নিকটে আছেন, কিন্তু যদি আমরা প্রীতিদ্বারা তাঁহার সহিত নিগূঢ় সম্বন্ধ স্থাপন না করি তবে তিনি আমাদিগের নিকট হইতে দূরে থাকেন। ঈশ্বরের প্রতি প্রকৃত প্রীতি থাকিলে তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন করিতে আপনা হইতেই প্রবৃত্তি হয়। ঈশ্বরেব পিতৃত্ব মনুষ্যের ভ্রাতৃত্ব বুঝায়। যেহেতু ঈশ্বর সকল মনুষ্যের পিতা। ঈশ্বরের পিতৃভাব আত্মার অশেষ উন্নতি বুঝায়, যেহেতু যখন আমরা সেই অমৃত পুরুষের পুত্র তখন আমরা অমৃতের অধিকারী। অতএব সমস্ত সত্যধর্ম্ম মত ঈশ্বরের অনন্তত্ব, ঈশ্বরের পিতৃত্ব, মনুষ্যের ইচ্ছার স্বাধীনতা ও ঈশ্বরের প্রতি প্রীতি, এই চারি বাক্যে সম্যক্ রূপে ভুক্ত আছে। ধর্ম্মের মূলসূত্রের অর্থস্বরূপ উল্লিখিত ধর্ম্ম-মত অত্যন্ত প্রাচীনকাল হইতে প্রবাহিত হইয়া আসিতেছে। পূর্ব্বকার জ্ঞানীদিগের ভ্রমাত্মক মত সকলের বিলোপ হইয়াছে কিন্তু তাহাদিগের দ্বারা পরিব্যক্ত ধর্ম্মের মূলসূত্রের যথার্থ অর্থগুলি জ্ঞানালোক সম্পন্ন মনুষ্যদিগের মধ্যে অদ্যাপি প্রচলিত আছে এবং বিদ্যার যত উন্নতি ও প্রচার হইতে থাকিবে ততই উক্ত ধর্ম্ম বিশুদ্ধ অত্যুজ্জ্বল রমণীয় পরিচ্ছদে পরিবৃত হইবে এবং সাধারণ লোকদিগের মধ্যে ততই ব্যাপ্ত হইতে থাকিবে। ধর্ম্মের মূল-সূত্রেব যথার্থ অর্থস্বরূপ উল্লিখিত ধর্ম্মমত, তাহাব ব্যাখ্যা ও তাৎপর্য্য সংশোধিত, পরিমার্জ্জিত ও উন্নত হইবে কিন্তু সে অর্থ চিরকাল বিরাজমান থাকিবে।

এই পরম পবিত্র ধর্ম্মমত সত্যেতে প্রতিষ্ঠিত, সত্যই ইহার আয়তন ; ঈশ্বরই ইহার উপদেষ্টা,ঈশ্বরই ইহার প্রবর্ত্তক, যেহেতু ঈশ্বরই সত্যের আবহ। এ ধর্ম্মে ঈশ্বরনির্দ্দিষ্ট কোন ধর্ম্ম-গ্রন্থ অথবা উপাসনা-পদ্ধতি নাই ; ক্রিয়া-কলাপরূপ বাহ্য আড়ম্বরের সহিত ইহার সম্বন্ধ নাই। ইহা কেবল অন্তরের

ধর্ম্ম। এ ধর্ম্মমতে কোন নির্দ্দিষ্ট দিবস পুণ্য দিবস নহে। যখন উপাসকের চিত্ত ঈশ্বরে সর্ব্বদা সমর্পিত থাকে তখন সকল দিবসই পুণ্য দিবস। এধর্ম্মেতে কোন বিশেষ স্থান উপাসনার স্থান নহে, যে স্থানে চিত্তের একাগ্রতা হয় সেই স্থানই উপাসনার স্থান। এধর্ম্মে কোন ধর্ম্ম-যাজকের আবশ্যকতা রাখে না, সাধু ব্যক্তি আপনিই আপনার ধর্ম্মযাজক। এ ধর্ম্মেতে ঈশ্বরের নিকট যাইবার জন্য কোন ঈশ্বর-প্রেরিত বা ঈশ্বরানুগৃহীত ব্যক্তির সাহায্য আবশ্যক করে না, বিশুদ্ধ চিত্তই মনুষ্যের প্রকৃত ঈশ্বর-প্রতীহারী। এ ধর্ম্মেতে ঈশ্বরকে উপহার দিবার বিধি নাই, প্রীতিরূপ পুষ্পই তাঁহার প্রকৃত উপহার। এ ধর্ম্মেতে কোন কৃচ্ছ্র সাধন তপস্যা নাই, নিকৃষ্ট প্রবৃত্তিদের দমনই এ ধর্ম্মের তপস্যা। এ ধর্ম্মেতে কোন বলিদান নাই, স্বার্থপরতা পরিত্যাগই এ ধর্ম্মের বলিদান স্বরূপ। এ ধর্ম্মেতে কোন যাগ যজ্ঞ নাই, পরোপকারই এ ধর্ম্মের যাগযজ্ঞ। এ ধর্ম্মেতে জ্ঞানকাণ্ড ও কর্ম্মকাণ্ড বলিয়া দুই পৃথক্ পৃথক্ ধর্ম্মমার্গ নাই; যেমন চক্ষু বিনা হস্ত বৃথা; যেমন হস্ত বিনা চক্ষু বৃথা; তেমনি কর্ম্ম বিনা জ্ঞান বৃথা। এ ধর্ম্মের কোন বীজমন্ত্র নাই, "ভাল হও ও ভাল কর" এই ইহার বীজমন্ত্র। এ ধর্ম্মেতে যোগী ও ভোগী এমন কোন প্রভেদ নাই, এ ধর্ম্মেতে ভোগই যোগ এবং যোগই ভোগ। সাংসারিক সম্পদ সময়ে ঈশ্বরকে সর্ব্বদা স্মরণ করাই পরম যোগ, আর সাংসারিক বিপদ সময়ে বিপদকে তুচ্ছ করিয়া ব্রহ্মানন্দে নিমগ্ন হওয়াই পরম ভোগ। এ ধর্ম্মেতে শ্রেয় ও প্রেয় বলিয়া বিভেদ নাই। যাহা শ্রেয় তাহাই প্রেয়, আর যাহা যথার্থ প্রেয় তাহাই শ্রেয়। এ ধর্ম্মের প্রাণ ঈশ্বরের প্রতি প্রীতি, ইহার শরীর তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধন। এ ধর্ম্মের দেবতা ঈশ্বর, পূজা প্রীতি, ও ফল ঈশ্বরপ্রাপ্তি। উল্লিখিত ধর্ম্মমতকে ব্রাহ্মধর্ম্ম বলা যায়। তাহা ষড়্‌গুণাত্মক।

সে ছয়টী গুণ এই—

(১) সত্য।

(২) সহজ।

(৩) সর্ব্বসমঞ্জসীভূত।

(৪) অত্যন্ত মহৎ।

৫) অত্যন্ত মধুর।

(৬) অত্যন্ত উপকারী।

ব্রাহ্মধর্ম্ম সত্যধর্ম্ম। ব্রাহ্মধর্ম্ম সূক্ষ্ম দার্শনিক্ বিচার দ্বারা প্রমাণী-কৃত হয়; ব্রাহ্মধর্ম্ম হৃদয়েরও সঙ্গে মিলে। ব্রাহ্মধর্ম্মের ন্যায় সত্য ধর্ম্ম আর জগতে নাই। ঈশ্বর যেমন সত্য ব্রাহ্মধর্ম্মও তেমনি সত্য। ব্রাহ্মধর্ম্ম সহজ ধর্ম্ম। পণ্ডিত অপণ্ডিত শিক্ষিত অশিক্ষিত বালক বৃদ্ধ সকলেই এ ধর্ম্মকে বুঝিতে সক্ষম হয়। এ ধর্ম্ম সর্ব্বসমঞ্জসীভূত। (১) এ ধর্ম্ম আত্মপ্রত্যয় ও যুক্তিসম্মত-ধর্ম্ম; এ ধর্ম্ম বিজ্ঞান ও হৃদয় সম্মত ধর্ম্ম। অন্যান্য ধর্ম্মের অনু-বর্ত্তী লোকেরা নূতন আবিষ্কৃত বিজ্ঞানের সঙ্গে তাহাঁদের বিশ্বাসস্থল নিজ ধর্ম্মের সমন্বয় করিতে কত আয়াস পায়। কিন্তু ব্রাহ্ম ধর্ম্মের সহিত তাহার সমন্বয় করিতে ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুবর্ত্তীদিগকে কিছুই কষ্ট পাইতে হয় না। (২) এ ধর্ম্ম কবিত্বভাবে পরিপূর্ণ অথচ সত্যের আকর। জ্যোতিঃ ও সৌ-ন্দর্য্যের আধার রস-স্বরূপ পূর্ণ পুরুষের অস্তিত্ব, ঈশ্বরপ্রীতি, হৃদয়ে সেই পরম সুহৃদের বর্ত্তমানত্ব, আত্মার অশেষ উন্নতি, ও এক উৎকৃষ্ট ও শোভন লোক হইতে অন্য উৎকৃষ্টতর ও শোভনতর লোকে গমন, মনুষ্যের ভ্রাতৃত্ব এই সকল ভাব অপেক্ষা রসান্বিত ভাব আর কোথায় পাওয়া যাইবে? এ প্রকার কবিত্ব ভাবে পরিপূর্ণ হইয়াও ব্রাহ্মধর্ম্ম পরম সত্য ধর্ম্ম। তাহা ন্যায়শাস্ত্রের কঠিনতম পরীক্ষাও সহ্য করিতে সক্ষম হয়। (৩) এ ধর্ম্ম আধুনিক অথচ প্রাচীন। প্রাচীনকালের জ্ঞানী মনুষ্যের সত্য উপদেশ সকল আমরা ভক্তি ও আদর পূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া থাকি, অথচ ধর্ম্মের বেশ উন্নত হইতে পারে না এমত বিশ্বাস করি না। ব্রাহ্মেরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারেন "ধর্ম্ম বিষয়ে ইতিপূর্ব্বে যাহা কিছু নির্ণীত হইয়াছে এবং উত্তরকালে যাহা কিছু নির্ণীত হইবে সে সমুদায়ই আমাদের ব্রাহ্মধর্ম্মের অন্তর্গত।" (৪) এ ধর্ম্মের সহিত সকল ধর্ম্মের ঐক্য আছে, অথচ অনৈক্যও আছে। সকল ধর্ম্মের সত্য ব্রাহ্মধর্ম্মে লওয়া হইয়াছে, অথচ তাহাদের কোন ভ্রম লওয়া হয় নাই। (৫) ব্রাহ্মধর্ম্মে দর্শনকারদিগের বিশ্বাস ও সাধারণ লোকের বিশ্বাস সর্ব্ব-সমঞ্জসীভূত ভাবে আছে। সাধারণ লোকের হৃদয়গ্রাহী বিশ্বাস সকল ব্রাহ্মধর্ম্মে আছে, অথচ তাহা দার্শনিক বিচার সম্মত। ঈশ্বর নিগূঢ়

ও অনির্ব্বচনীয় স্বরূপ ইহা দার্শনিক বিচার দ্বারা পাওয়া যাইতেছে, আবার তিনি মঙ্গল স্বরূপ তাহাও ঐ বিচার দ্বারা পাওয়া যাইতেছে। কিন্তু এই দুই তত্ত্বই লোকের হৃদয়গ্রাহী। যে হেতু প্রথম তত্ত্ব দ্বারা লোকের আশ্চর্য্য বৃত্তি উত্তেজিত হয়। ও দ্বিতীয় তত্ত্ব দ্বারা লোকের প্রীতি-বৃত্তি উত্তেজিত হয়। (৬) ব্রাহ্মধর্ম্ম মুক্ত অথচ বদ্ধ। ব্রাহ্মধর্ম্ম কোন মানব উপদেষ্টা অথবা ধর্ম্মগ্রন্থের দাস নহে, কিন্তু তাহা সত্য ও ঈশ্বরের দাস। (৭) ব্রাহ্মধর্ম্ম চতুরস্র ধর্ম্ম। ব্রাহ্মধর্ম্ম সংসার পরিত্যাগ করিয়া অরণ্যবাসী হইতে বলে না, আর ঈশ্বরকে পরিত্যাগ করিয়া সাংসারিক মোহে অভিভূত থাকিতে বলে না; ব্রাহ্মধর্ম্ম আমাদিগের সকল মনো-বৃত্তিকে নিয়মিতরূপে চালনা করিতে আদেশ করে; কিয়ৎ কালের জন্য নির্দ্দোষ আমোদ উপভোগ করাকেও ধর্ম্মের অঙ্গ মধ্যে পরিগণিত করে। ব্রাহ্মধর্ম্ম অত্যন্ত মহৎ। ঈশ্বর অনন্ত স্বরূপ, সেই অনন্তস্বরূপ পদার্থে মনকে নিমগ্ন করা উচিত, আত্মা নিত্যকাল বর্ত্তমান থাকিবে ও তাহার ক্রমশঃ উন্নতি হইবে ও আমাদিগের ঈশ্বর-জ্ঞান ও ঈশ্বর-প্রীতি ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইয়া বাক্য মনের অগোচর কল্পনাতীত সুখসম্ভোগ হইবে, ইহা অপেক্ষা মহৎ ভাব আর কি হইতে পারে? ব্রাহ্মধর্ম্ম অত্যন্ত মধুর। যদি ঈশ্বরে করুণা ব্যতীত আর সকল লক্ষণ থাকিত এবং তিনি যদি নির্দ্দয় হইতেন তবে সেই সকল লক্ষণের অসীমত্ব প্রযুক্ত তিনি কি ভয়ানক পদার্থ হইতেন! এক করুণা গুণই তাঁহার সকল গুণকে কি মধুর করিয়াছে! সেই মঙ্গলস্বরূপ পরম বন্ধু আমাদের একমাত্র পরম প্রেমাস্পদ পদার্থ। সেই একমাত্র পরম প্রেমাস্পদ পদার্থে একান্ত প্রীতি করা কর্ত্তব্য ও তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধনে অনবরত রত থাকা উচিত, ইহা অপেক্ষা আর মধুর ভাব কি আছে? ব্রাহ্মধর্ম্ম অত্যন্ত উপকারী। ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের মতানুসারে সকল লোক চলিতে আরম্ভ করিলে এখনি মর্ত্ত্য লোক স্বর্গ ধামে পরিণত হয়।

পরিশিষ্ট।

একমাত্র অদ্বিতীয় নিরাকার পরমেশ্বরে বিশ্বাস অনেক অসভ্য জাতিদিগের মধ্যে প্রচলিত আছে।

একমাত্র দ্বিতীয় পুরুষে ও পারলৌকিক দণ্ড পুরস্কারে বিশ্বাস এফ্রিকার বহুদেবোপাসক অনেক অসভ্য জাতিদিগের মধ্যে অখণ্ড ও বিস্তীর্ণরূপে প্রচলিত আছে। নিম্নোল্লিখিত দুই প্রত্যয় তাতার জাতিদিগের ধর্ম্মের অন্তর্গত। প্রথম প্রত্যয় ঈশ্বর এক, তিনি সকলের স্রষ্টা ও সকলের নিয়ন্তা এবং একমাত্র উপাস্য পদার্থ। দ্বিতীয় প্রত্যয়, সকল মনুষ্য তাঁহার সৃষ্ট। এক পিতার পুত্রের ন্যায় পরস্পরকে পরস্পর ভ্রাতৃস্বরূপ জ্ঞান করা সকল মনুষ্যেরই উচিত। কাহারও প্রতি অন্যায় আচরণ করা কর্ত্তব্য নহে। সকলেই তাঁহার প্রদত্ত সুখে অধিকারী; সেই প্রদত্ত সুখকে অবিহিতরূপে উপভোগ করা উচিত নহে। এসিয়া খণ্ডস্থ বৌদ্ধ মতাবলম্বী অনেক অসভ্য জাতিরা আদি বুদ্ধ নামে সর্ব্বস্রষ্টা সর্ব্বনিয়ন্তা একমাত্র অদ্বিতীয় পুরুষের উপাসনা করে। বঙ্গদেশের ত্রিপুরা প্রদেশস্থ পর্ব্বত ও জঙ্গল-বাসী অতি অসভ্য কুকীরা সর্ব্বস্রষ্টা সর্ব্বাধিপতি একমাত্র ঈশ্বরে বিশ্বাস করে ও তাঁহাকে "খোজীন পুতিয়াঙ্" নামে ডাকে ঐ দেশের পশ্চিম দিকস্থ পর্ব্বত ও জঙ্গল-বাসী সাঁওতালেরা একমাত্র নিরাকার পরমেশ্বরে বিশ্বাস করে ও "মেরেংবুরু" নামে তাঁহার উপাসনা করে। এমেরিকার উত্তর ভাগস্থিত অসভ্য ইণ্ডিয়ান্ জাতি ঈশ্বরকে পরমাত্মারূপে জ্ঞান করে ও তাঁহার স্বরূপ বিষয়ে বিশুদ্ধ মত ব্যক্ত করে। প্রাচীন জাতিদের মধ্যে গ্রীকেরা যখন অসভ্য ছিল তৎকালের অরফিউস্ নামে এক কবি উক্ত করিয়াছিলেন "জিয়ুসই রাজা, জিয়ুসই সকল বস্তুর আদিম পিতা। জ্ঞান ও সর্ব্বাহ্লাদকারিণী প্রীতি সকল বস্তুর আদিম জনয়িতা। সকলেই জিয়ুসের অন্তরে সংস্থিত। এক শক্তি এক ঈশ্বর মাত্র আছেন; তিনিই সকলের নিয়ন্তা।" প্রাচীন জরম্যান্দিগের এই

বিশ্বাস ছিল যে ঈশ্বরই সকল বস্তুর নিয়ন্তা, সকল ভূত তাঁহার অধীন ও আজ্ঞাবহ। প্রাচীন স্কেণ্ডিনেবিয়ান্‌দিগের ধর্ম্মপুস্তকে ঈশ্বরের এক প্রকার বর্ণনা আছে "ঈশ্বর সকল বস্তুর স্রষ্টা এবং নিত্য পুরাণ ও চৈতন্যময় মহত্তম পুরুষ। তিনি সকল গুপ্ত বিষয় জানিতেছেন ও তাঁহার কোন পরিবর্ত্তন নাই।" তাহাদিগের ধর্ম্মগ্রন্থের আর এক স্থানে উক্ত আছে "সেই সর্ব্বশক্তিমান্ নির্ভয় পুরুষই সকল বস্তু শাসন করিতেছেন। তাঁহার নিকেতনে ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিরা বাস করিবেন এবং নিত্যকাল আনন্দ উপভোগ করিবেন তিনি একমাত্র সর্ব্বক্ষমতা-সম্পন্ন পুরুষ। জগতে যত চেতন পদার্থ আছে তিনি তাহাদের সকলের অতীত। তিনি সর্ব্ব কাল বিদ্যমান এবং ভূত ভবিষ্যতের নিয়ন্তা। কি উচ্চ কি অধম কি ক্ষুদ্র কি বৃহৎ তিনি সকলেরই ঈশান; তিনি ভূলোক ও দ্যুলোক এবং অমৃত লাভের উপযোগ্য মনুষ্যকে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং স্বর্গ মর্ত্ত্য রচিত হইবার পূর্ব্বে বিরাজমান ছিলেন।" গিটি নামক পূর্ব্বকালের এক অসভ্য জাতি জামোলিক্‌সিস্ নামে সত্যস্বরূপ পরমেশ্বরের উপাসনা করিত এবং লোকে মৃত্যুর পর তাঁহার নিকটে গমন করে এই বিশ্বাস করিত। গ্রীক ও রোমানেরা ইংরাজ জাতির অসভ্য পূর্ব্বপুরুষদিগের ড্রুইড নামা ধর্ম্ম-যাজকদিগের ঈশ্বর-বিষয়ক মতের সহিত প্রাচীন ভারতবর্ষ ও মিসর ও অসুর ও পারশ্য দেশ সকলের যাজকদিগের ঈশ্বর-বিষয়ক মতের সম্পূর্ণ সাদৃশ্য দেখিয়া চমৎকৃত হইয়াছিল। পূর্ব্বকালে অসম্পূর্ণ সভ্য পিরুদেশের ইন্‌কা নামক রাজারা ও অমাত নামক জ্ঞানীরা স্বর্গ মর্ত্ত্যের স্রষ্টা একমাত্র সত্যস্বরূপ সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বরকে "পাচকেমক্" অর্থাৎ বিশ্বাত্মা বলিয়া উপাসনা করিতেন। পাচকেমক্ কে? ইহা অমাতদিগকে জিজ্ঞাসা করাতে তাঁহারা উত্তর করিয়াছিলেন যে "পাচকেমক বিশ্বের প্রাণস্বরূপ। ইনি সকল ভূতকে পালন ও প্রতিপোষণ করিতেছেন, কিন্তু যেহেতু তাঁহাকে আমরা দেখিতে পাই না ও জানিতেও সমর্থ হই না এপ্রযুক্ত তাঁহার উপাসনার্থে কোন মন্দির নির্ম্মাণ না করিয়া অথবা তাঁহাকে বলি প্রদান না করিয়া মনে মনে তাঁহাকে পূজা করি ও অচিন্ত্য বলিয়া তাঁহাকে নির্দ্দেশ করি।" মেক্সিকো দেশের বহুদেবোপাসকেরা এক সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নিরতিশয়

মহান্ স্বতন্ত্র পুরুষে বিশ্বাস করিত ও তাঁহাকে যথোচিত ভয় ও ভক্তি করিত। তাঁহার কোন প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিত না যেহেতু তিনি অদৃশ্য বলিয়া তাহাদের বিশ্বাস ছিল। তাঁহাতে আমরা জীবিত আছি ও তিনি সর্ব্বময় এই সকল শব্দে তাহারা তাঁহার স্বভাব নির্দ্দেশ করিত। চিলি প্রদেশের পূর্ব্বকালের অসভ্য লোকেরা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পরমেশ্বরকে "পরমাত্মা" "মহান্ পুরুষ" "সর্ব্বশক্তিমান্" "নিত্য" "অনন্ত" বলিয়া উক্ত করিত। প্রাচীনকালের বহুদেবোপাসক অসভ্য আরবেরা সর্ব্বস্রষ্টা সর্ব্বনিয়ন্তা পুরুষকে "আল্লা" নামে উপাসনা করিত ও পরকালে বিশ্বাস করিত। মহম্মদ পরমেশ্বরের উল্লিখিত নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন ও নিজপ্রণীত কোরাণ নামক ধর্ম্মগ্রন্থে ব্যবহার করিয়াছেন।

উপরে অসভ্য জাতিদিগের ধর্ম্মমত প্রকাশক যে সকল বাক্য উদ্ধৃত হইল তাহাতে কোন কোন জাতির পরকালে বিশ্বাস ও প্রকাশ পাইতেছে। বস্তুতঃ পরকালে বিশ্বাস প্রায় সকল অসভ্য জাতিদিগের মধ্যে বিলক্ষণ প্রচলিত আছে। মৃত শরীরকে সমাহিত করিবার প্রণালীতে এবং মৃত ব্যক্তির উদ্দেশে প্রার্থনা এবং পিণ্ডদানাদিতে ঐ বিশ্বাস প্রকাশ পায়। এমেরিকা-খণ্ডের অসভ্য জাতিরা মৃত যোদ্ধার শব-গর্ত্তে তাহার ধনু ও অন্যান্য অস্ত্র ও পরিচ্ছদ ও হুকা রাখিয়া দেয়। যাহাতে অনুচর কর্ত্তৃক রাজবৎ পরিবৃত হইয়া প্রেতপুরে গমন করিতে পারে এই জন্য সিথিয়েরা গাথেরা এবং অসভ্যাবস্থায় গ্রীকেরা কোন প্রধান বক্তির মৃত্যুর পর তাঁহার সহিত তাঁহার স্ত্রী ও দাস দাসী ও অশ্ব দগ্ধ অথবা প্রোথিত করিত। ভূতে বিশ্বাস, যোনিভ্রমণে বিশ্বাস, মৃত ব্যক্তির দেবত্ব কল্পনা, তাহার স্মরণার্থ ক্রিয়া, সমাধি-মন্দিরোপরি উপহার দ্রব্য স্থাপন, মৃত ব্যক্তিদেব নামোল্লেখ পূর্ব্বক শপথ কার্য্য এ সকলই ঐ বিশ্বাসের চিহ্নস্বরূপ। ঈজিপ্ট দেশীয় লোকেরা, গলেরা, ও স্কেণ্ডিনেবিয়েনেরা মৃত্যুকে জীবনের চরম লক্ষ্য বলিয়া বর্ণনা করিত। মৃত ব্যক্তির আত্মার নির্দ্দিষ্ট বাসস্থান আছে সকল অসভ্য জাতিরই এরূপ বিশ্বাস আছে। তাহাদের মতে মৃত্যু বিনাশ নহে কেবল জীবনের পরিণাম মাত্র। তাহারা স্বর্গকে পৃথিবীর ন্যায় জ্ঞান করে কিন্তু তাহা পৃথিবী অপেক্ষা উৎকৃষ্ট স্থান বলিয়া বর্ণনা করে।

পরকালে ঈশ্বর বিচার করেন ও পাপ পুণ্যের দণ্ড পুরস্কার হয় এ বিশ্বাস প্রথমে তাহাদের থাকে না। কিন্তু তাহাদের ধর্ম্মভাব যত উন্নত হইতে থাকে ততই তাহাদের পারলৌকিক অবস্থার ভাবও উন্নত হয়।